আলী (রা:)-এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিশ্লেষণ

অভিসন্দর্ভ
'আরবী বিষয়ে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

Dhaka University Library
400619
400619
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
'আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক

মোহা: মঞ্জুরুল ইসলাম
এম.ফিল. গবেষক
'আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

জানুয়ারী-২০০৩ইং।

প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
পিএইচ.ডি. (আলীগড়)
প্রফেসর, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র.....

তারিখ.....

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক জনাব মোহা: মজুরুল ইসলাম কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত " 'আলী (রা.)-এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে এম.ফিল্ ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

০৮/০১/২০০৬ ইং

ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০, বাংলাদেশ।

400619

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

যোগাযোগের ঠিকানা: ৩১/এফ, ইসা খান রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯৬৬১৯২০-৫৯/৪২৯৩, ৯৬৬১৯০০-১৯/৪২৯৩ (অফিস); ৯৬৬১১০৪ (বাসা); ফ্যাক্স: ৮৮০২৮৬১৫৫৮৩, E-mail:duregstr@bangla.net, Websit://www.univdhaka.edu

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, " আলী (রা.)-এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিশ্লেষণ" অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি।

মোহা: মঞ্জুরুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

400619

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি রাব্বুল 'আলামীন। দরূদ ও সালাম আখিরী নবী (স.) এর প্রতি যিনি রাহ.মাতুল্লিল 'আলামীন। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ফিহরিস্তে সে সকল মনীষীদের স্মরণ করছি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে; যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের মত নগন্য ব্যক্তিদের জন্য পাথেয় হয়ে রয়েছে। আহলে বয়তের সনামধন্য সদস্য আমীরুল মুমিনীন " 'আলী (রা.)-এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিশ্লেষণ" শিরোনামের উপর দু'টো কথা লিখতে হয়।

খৃ. ১৯৮৯-৯০ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় পা দিয়ে যার নেগরানীতে বি.এ. (অনার্স) ও মাষ্টার্স ক্লাশ সম্পন্ন করি তিনি হলেন আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক স্যার। তাঁর সহযোগীতা ও দিক-নির্দেশনা অতীতে যেরূপ পেয়েছি, তদ্রূপ উক্ত গবেষণা কর্মের বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণা পদ্ধতিসহ প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনের সুপরামর্শ প্রদান করত: আমার অভিসন্দর্ভকে তথ্য সমৃদ্ধ করে এর গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক সহযোগীতা পেয়েছি। এ ঔদার্য ও মহানুভবতার জন্য আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁর বিপুল ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়।

গত খৃ. ২০০১ সনের জানুয়ারী মাসে খৃ. ১৯৯৮-৯৯ সেশনের অনুষ্ঠিত এম.ফিল ১ম পর্বে অংশ গ্রহণ করে অধিক নম্বর অর্জন করি। পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও এম.ফিল প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন মাননীয় তত্ত্বাবধায়কের সহধর্মিণী মুহতারিমা ড. সুলতানা রাজিয়া খানম বি.এ (অনার্স) ঢাকা, এম.এ, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি (আলীগড়)। আমি স্বকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক নির্দেশনার ঋণ স্বীকার করছি।

খৃ. ১৯৯৩ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে লেখাপড়া শেষ করে সাংসারিক কাজে মনোযোগ দেই। লেখাপড়া যে আবার করতে হবে এ চেতনাটুকু আসেনি। ঢাকা 'আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত দীর্ঘদিনের বন্ধু বর্তমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার দা'ওয়াহ্ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাফিজ. গোলাম মাওলা এর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ব্যক্তিগত কাজের ঝামেলা সত্ত্বেও পুনরায় লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করি। এ মুহূর্তে তাঁর অবদান ও কৃতজ্ঞতার উল্লেখ না করলে অবিচার করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্রকালীন সময়ের আরেকজন স্যার অধ্যাপক ড. ফজলুর রহমান (বর্তমান চেয়ারম্যান), যাঁর মূল্যবান পরামর্শের ফলে আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউটে 'আরবী ডিপ্লোমা কোর্সে' অংশ গ্রহণসহ বর্তমান অভিসন্দর্ভটি তড়িৎগতিতে সম্পন্ন করার পরামর্শদানের জন্যও কৃতজ্ঞতা জানাই। উক্ত বিভাগের উদীয়মান গবেষক, আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ সহযোগী অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দীকুর রহমান নিজামী স্যারের বড়মাপের সহযোগীতার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

শুকরিয়া জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক জনাব আ.ন.ম 'আব্দুল মান্নান খান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ স্যারদ্বয়ের প্রয়োজনীয় পরামর্শ উক্ত গবেষণাকর্মে স্থান পেয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র হিসেবে যাদের অক্লান্ত শ্রমদানে আমি ধন্য হয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)

সুপার নিউমারারী অধ্যাপক আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম আবু বক্কর সিদ্দীক, অধ্যাপক ড. সাহেরা খাতুন, অধ্যাপক নাজির আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক ড. নূরুল হক, সহযোগী অধ্যাপক আ.স.ম আব্দুল্লাহ্ প্রমূখ স্যারদের জন্য দো'আ করি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এর দা'ওয়াহ্ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমার সহপাঠী ড. রহিমুল্যাহ্ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ ও ফার্সী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ত.ারিক জিয়াউর রহমান সিরাজীর পক্ষ থেকে উক্ত গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত প্রদানের মাধ্যমে আমাকে বাধিত করেছেন।

গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারসহ বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরীসমূহ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঢাকা এর লাইব্রেরী, আল-আরাফাহ্ ব্যাংক লাইব্রেরী ও ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সহ দেশের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার সমূহে নিরলস শ্রম দিয়েছি। এ সকল গ্রন্থাগারে কর্মরত ব্যক্তিবর্গদেরকে ঐকান্তিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার মরহুম দাদা-দাদী, নানী, খালা-খালুর রূহানী দু'আ, পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা সর্বজনবিদিত আলিমেদ্বীন মুহ.তারাম আলহাজ. মাও. কাজী মোহা: নজিরুল ইসলাম ও আম্মা মুহতারিমা আলহাজ মোসা: তাসলীমা ইসলাম, শ্বশুর সুনামধন্য উস্তাদুল হুফ্ফাজ আলহাজ হাফিজ. তাজুল ইসলাম, শ্বাশুড়ী আলহাজ 'আ'ইশা খাতুন ও বয়োবৃদ্ধ নানা আলহাজ. গিয়াছ. উদ্দীন সহ প্রমূখ আত্মীয়দের অশেষ দু'আ ও ঐকান্তিক স্নেহকে পাথেয় করে গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছি। পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক ও সাংসারিক দায়িত্ব আমার অনুজ প্রতীম ভ্রাতাদ্বয় মাও. মোহা: কবিরুল ইসলাম ও হাফিজ মোহা: শফীকুল ইসলাম স্বীয় স্কন্ধে তুলে নেয়ায় গবেষণা কর্মে স্বাচ্ছন্দবোধ করছি।

আমার অনুজ সৌদী আরবে প্রবাসী (বর্তমানে দূর্ঘটনায় আহতাবস্থায় বাড়ীতে অবস্থানরত, মহান আল্লাহ শীঘ্রই আরোগ্য করুন) মোহা: মনিরুল ইসলাম বিদেশ থেকে প্রেরিত গ্রন্থাবলীর মূল্য পরিশোধ করে আমাকে দায়মুক্ত করেছে। এছাড়াও আমার শ্বশুর জামিয়া সিদ্দীকিয়া দারুস্ সালাম ফুরফুরা মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল আলহাজ হাফিজ. আ. কায়্যুম সাহেব এর পক্ষ থেকে সহযোগীতার জন্য কৃতজ্ঞ।

আমার শৈশবের বন্ধু সুদুর কুয়েতে অবস্থানরত হাফিজ মোস্তাক আহমদ ও তাঁর সহধর্মিণী মোসা: রাবে'আ (হীরা) ভাবীর সহযোগীতার জন্য দো'আ করি। আমার সহধর্মিণী মোসা: মায়মূনা আক্তার সংসারের সর্ববন্ধন মুক্ত করে সন্তান প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে গবেষণাকর্মে একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করার মত পরিবেশ উপহার দিতে অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকা পালন করেছে। গবেষণাকালীন সময়ে স্নেহবঞ্চিত পুত্রদ্বয় মুহায়মিনুল ইসলাম (নকীব) ও রাফী'উল (নাফীস)

Dhaka University Institutional Repository

এর মায়াবিমুখ আমাকে ক্লিষ্ট করেছে। তাদের প্রতি দো'আ ও আন্তরিক ভালবাসা জানাই। বোন মোরশিদা, মাহমুদা, মাসু ভাই হাফিজ অহীদ, হাফিজ না'ঈম, হাফিজ শরীফ, রাসেল, মাসু ও মারজানা প্রমুখদের সঙ্গে আমার যে এত নিবিড় সম্পর্ক যা লৌখিক স্নেহ প্রকাশে এদেরকে সীমিত করতে চাইনে।

পরিশেষে জনাব হাফিজ মাওলানা মোঃ আবু মুছার (এম.এ) অনন্য আন্তরিকতায় সন্দর্ভটি সর্বাঙ্গ সুন্দর, বিশেষ করে মুদ্রণের ক্ষেত্রে অপরিসীম শ্রম দিয়েছেন আমি তাঁকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

বিনীত

মোহা: মঞ্জুরুল ইসলাম

এম.ফিল গবেষক

জানুয়ারী - ২০০৩ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা বিদ্যমান। সব মাখলুকাতের নিজস্ব ভাষা রয়েছে যার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। কালের বিবর্তন ও পরিবর্তনে মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমও বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পায়। কথা বলা, চক্ষুর ইশারা কিংবা অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে ও হৃদয়ের আবেদন আদান প্রদান করা যায়। যার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, স্থানকালের উপর এর প্রভাবের ফলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তদ্রুপ সাহিত্য জগতে কবিতা ও এক প্রকার ভাব প্রকাশের মাধ্যম। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন মনীষী এ পথে পাড়ি জমিয়ে পৃথিবীতে খ্যাতি হয়ে রয়েছেন।

খিলাফতে রাশিদার চতুর্থ খলীফা আমীরুল মোমিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.) কাব্যজগতে স্বীয় প্রজ্ঞা, মেধা ও যোগ্যতার ফলে আজও অমর হয়ে রয়েছেন। আরবী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সে সমস্ত কবিতার প্রত্যেকটি নিজস্ব স্থানে ভাব প্রকাশে স্বাধীন। মানুষের আত্মিক সংশোধন ও নৈতিকতার উন্নতির ব্যাপারে অধিক ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। যদিও বা আমাদের হাতে তাঁর কবিতা বলে খ্যাত, আদৌ তাঁর কিনা এ ব্যাপারে নানান মনীষীর নানান অভিমত রয়েছে, সে ব্যাপারে আমরা উক্ত অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের জ্ঞান যদিও সীমিত কিন্তু এ বিষয়টির তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

'আলী (রা.) এর কবিতা একবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন- মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাসের সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতির উন্নতির জন্য এ বিষয়ে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকও কম বেশী রচিত হয়েছে। 'আলী (রা.) এর কবিতার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান ও নৈতিকতার কতটা শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে তা আহরণই মূখ্য উদ্দেশ্য। 'আলী (রা.) এর কবিতায় মানবজাতির উচ্চ শিক্ষা ও নৈতিকতার শীর্ষে আরোহণের জন্য এ বিষয়ের গবেষণা সময়ের অপরিহার্য দাবী। অথচ এ সংক্রান্ত কোন গবেষণা কর্ম আমার জানামতে অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে গবেষণার যৌক্তিকতা বিচার করে আমি " 'আলী (রা.) এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিশ্লেষণ" শিরোনামের গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের আগ্রহ প্রকাশ করি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে এ বিষয়ে গবেষণার অনুমোদন প্রদান করেন।

এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল- 'আলী (রা.) এর কবিতার মধ্যে অবরুদ্ধ জ্ঞানের দিক নির্দেশনাগুলো আহরণ করে পাঠক ও গবেষকদের কাছে তুলে ধরা। অভিসন্দর্ভটির উক্ত উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

আমার এ অভিসন্দর্ভটি পরিস্কারভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য মোট দশটি অধ্যায়ে এবং বিভিন্ন অধ্যায়ের অধীনে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায় : আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) এর জীবনী

এ অধ্যায় মোট ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়েছে। যথা :

প্রথম পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.) এর পরিচিতি, জন্ম, মৃত্যু, ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিজরী সনের ক্রমানুসারে 'আলী (রা.) এর বীরত্ব ও কৃতিত্ব, খিলাফতে রাশিদার যুগে তাঁর মূল্যায়ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.) এর মনীষা-আল-কুরআন সহ দশটি বিষয়ের, আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে তাঁর মর্যাদা, খলীফা হিসেবে 'আলী (রা.)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.) এর নীতিবাক্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় : শী'আদের দৃষ্টিতে 'আলী (রা.)

এ অধ্যায় দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা :

প্রথম পরিচ্ছেদ : শী'আদের পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শী'আদের মতবাদ ও খণ্ডন

তৃতীয় অধ্যায় : 'আলী (রা.) এর পূর্বে আরবী কবিতার বিষয়বস্তু।

এ অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা :

প্রথম পরিচ্ছেদ : জাহিলী যুগ, আরবী কবিতার উৎপত্তি, জাহিলী যুগের কবিতার শ্রেণী বিন্যাস, জাহিলী যুগে ব্যবহৃত বাদ্য যন্ত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জাহিলী যুগের কবিতার বিষয়বস্তু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মুখাদ.রম কবি ও কবিতার বিষয়বস্তু।

চতুর্থ অধ্যায় : 'আলী (রা.) এর কবিতার বিষয়বস্তু

এ অধ্যায়কে দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা :

প্রথম পরিচ্ছেদ : দীওয়ান-ই- 'আলী (রা.) এর মূল্যায়ন, দীওয়ান-ই-'আলী (রা.) এর ব্যাখ্যাকার, দীওয়ান-ই-'আলী (রা.) এর যুগসূত্র প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 'আলী (রা.) এর কবিতার ধারাবাহিক বিষয়বস্তু।

পঞ্চম অধ্যায় : 'আলী (রা.)-এর কাব্যে আল-কুরআনের প্রভাব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : 'আলী (রা.)-এর কাব্যে আল-হাদীসের প্রভাব।

সপ্তম অধ্যায় : 'আলী (রা.) এর সম সাময়িক কবিদের কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার পর্যালোচনা।

অষ্টম অধ্যায় : 'আলী (রা.) এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান।

নবম অধ্যায় : 'আলী (রা.) এর কাব্যে প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা।

দশম অধ্যায় : 'আলী (রা.) এর কাব্য সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা।

অধ্যায় সমূহের শেষে গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত যতটা সম্ভব মূল গ্রন্থ থেকেই সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের অবর্তমানে ঐ গুলোর অনূদিত গ্রন্থ থেকে তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার অশেষ কৃপায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গভীরভাবে অধ্যয়নের পর বিষয়বস্তু তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

আমার এ অভিসন্দর্ভে 'আলী (রা.)-এর রচিত কবিতায় যে সমস্ত ইলম ও হিকাম তুলে ধরা হয়েছে তা এই কর্মে সীমিত নয়। আমার সীমিত জ্ঞান ও আন্তরিক চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে যে সকল বিষয়ের সন্ধান লাভ করেছি তা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। পরবর্তী গবেষকগণ হয়ত আরো অনেক তথ্যের সন্ধানে ব্রতী হবেন।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফুলে উঠা সন্ত্রাস, নৈতিকতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের মূলউৎপাটনে 'আলী (রা.) এর কবিতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিকতা সম্বলিত উক্ত গবেষণাটি মানব জাতির জন্য পাথেয় হোক, মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট এ কামনা করি। আমীন।।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্কেত পরিচয়

আল-কুরআন, ১৫ : ৩০	: প্রথম সংখ্যা সূরা নির্দেশিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের নির্দেশিকা।
(আ.)	: 'আলাইহিস্ সালাম।
আল ফাখূরী, তারীখ	: হান্না আল ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-'আরবী।
আবূ দাউদ	: আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আশ'আছ. আস-সিজিস্তানী।
খ.	: খৃষ্টাব্দ।
খ.	: খন্ড।
তা.বি.	: তারিখ বিহীন
তিরমিযী	: আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী
পৃ.	: পৃষ্ঠা।
প্রাগুক্ত	: পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি।
বুখারী	: আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহ.াম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল বুখারী।
মুসলিম	: মুসলিম ইবন আলহাজ্জাজ আল-কু.শায়রী।
(র.)	: রাহি.মাল্লাহু 'আলায়হি।
(রা.)	: রাদি.য়াল্লাহু 'আনহু/ 'আনহা/'আনহুমা/'আনহুম/'আনহুন্না।
(স.)	: স.াল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম।
৪০/৬৩৩	: প্রথমটি হিজরী সন, দ্বিতীয়টি খৃষ্টাব্দ বুঝাবে।

Dhaka University Institutional Repository

'আরবী বর্ণমালা (الحروف الهجائية العربية) এর বাংলায় প্রতি বর্ণায়নের ক্ষেত্রে অত্র সন্দর্ভে অনুসৃত নিয়ম

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
أ	'আ, া	ع	'
إ	'ই, ি	غ	গ/ঘ
أ	উ, ু	ف	ফ
أو	উ, ূ	ق	ক.
إى	ঈ, ী	ك	ক
ب	ব	ل	ল
ت	ত	م	ম
ث	ছ	ن	ন
ج	জ	و	ওয়া/ও/ভ
ح	হ.	ه	হ
خ	খ	ة	ত
د	দ	ء	'
ذ	য.	أ ء	'আ
ر	র	إ ء	'ই
ز	য	ي	য়/ইয়া
س	স	ي	য়ি
ش	শ	يْ	য়ী
ص	স.	عَ	'আ
ض	দ.	عِ	'ই
ط	ত.	عُ	'উ
ظ	জ.	عُو	'ঊ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আমীরুল মুমিনীন 'আলী (রা.) এর জীবনী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আমীরুল মুমিনীন 'আলী (রা.) এর জীবনী

(জন্ম : ২৩ হি. পূর্ব/৬০০ খৃ., মৃ. ৪০/৬৬৩)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.) এর নাম এক কিংবদন্তী। তাঁর জীবনীতে রয়েছে বীরকেশরী ও শার্দুলদের পথ নির্দেশনা। জিহাদের ইতিহাস তাঁর নামের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি নিজেই শাহাদাতের সুরা পান করেছেন এবং "আবুশ্ শোহাদা" নামে খ্যাত হয়ে রয়েছেন। সাহসিকতা ও বীরত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁর ছেলে হুসাইন (রা.) থেকে চলে আসছে। তরবারী তাদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করেনি বংশ পরম্পরায় চলে আসছে এ স্রোত নির্ঝরণী। কোন কোন সময় পানি ও খাদ্যের অভাবের সম্মুখীন হয়েছে আবার কখনও মৃত্যুর হাউজের সামনে পিপাসার্ত অবস্থায় হাজির হয়েছে। তাদের সারা জীবনটাকে দুঃখ-কষ্ট ছেয়ে নিয়েছিল, রঞ্জিত হয়েছিল আপাদমস্তক। তাইতো মরমী কবি দার্শনিক আবুল 'আলা আল্ মা'আররী যথার্থই বলেছেন[১]--

وعلى الافق من دماء الشهيد + ين على ونجله شاهدان

فهما فى اواخر الليل فجرا + ن وفى اولياته شفقتان

"আলী তনয়দের শহীদী রক্তেভেজা পৃথিবী সাক্ষ্য বহন করছে রাতের শেষপ্রান্তে যাদের (শাহাদাতের) সূচনা ছিল তাদের স্নেহ-মায়া মমতা পূর্বেও পরিপূর্ণ ছিল।"

তাদের জীবনীতে রয়েছে শাহাদাতের শিক্ষা, যার কারণে যুগ যুগ ধরে মানবজাতি তাদের জন্য উৎসর্গিত।

ইসলামী সভ্যতার পরিধিতে রয়েছে 'আলী (রা.) এর সুনাম, সুখ্যাতি। তিনি একজন তাস.উফের শিক্ষক, শরী'য়তের জ্ঞানে উচ্চমানের শিক্ষক এবং নৈতিক চরিত্রের পুরোধা। তাইতো খোলাফায়ে রাশিদাগণ তাঁকে সম-সাময়িক যুগের একজন বিদ্যান,দার্শনিক ও যথাযোগ্য বিচারকের স্থানে সমাসীন করেছেন।

সাহিত্যে ও শিল্পে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। বালাগাত তথা অলংকার শাস্ত্রে তিনি একজন প্রতিকৃতির ভূমিকা পালন করেন। যুগের ব্যবধানেও তাঁকে সু-সাহিত্যিক, বলিষ্ঠ বাগ্মী ও ব্যাকরণের একজন রূপকার হিসেবে গণ্য করতে কেউ কার্পণ্যতা করেন নি।

---

১ 'আব্বাস মাহমুদ আল্ আক্কাদ, আল্ 'আবক.রিয়্যাহ আল্ ইসলামিয়্যাহ, (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল লুবনানী, মাকতাবা আল মাদরাসিয়্যাহ, ১৯৭৪ খৃ.) প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রতি জনগণের ভালবাসা ও প্রেমের আশক্তি যেমন বেশী ছিল, তদ্রুপ অন্য আরেকটি দলের নিকট তিনি রীতিমত নিগৃহীত ও বিদ্বেষভাবাপন্ন কার্পণ্যতা করে নি। তাঁদের ব্যাপারে তিনি নিজেই মন্তব্য করেন,[২]

ليحبنى اقوام حتى يدخلوا النار فى حبى، ويبغضنى اقوام حتى يدخلوا النار فى بغضى

"একদল আমাকে এমনভাবে ভালবাসে, যে ভালবাসার কারণে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, অন্য দলটি আমার প্রতি বিরাগভাজন হওয়ার কারণে ও জাহান্নামে যাবে।"

প্রথম দলটি[৩] ভালবাসার আতিশয্যে তাঁকে মা'বুদের স্থানে সমাসীন করেছে। তাদের নিকট 'আলী (রা.) নামটি একটি নির্যাতিত ও নিষ্পেসিত নাম। সর্ব প্রকারের ইনসাফ তাঁর-ই দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। নবী (স.) এর তিরোধানের পর খিলাফাতের যোগ্য হিসেবে একমাত্র তাঁকেই বিবেচিত করা হয়। অন্য খলীফাদেরকে অযোগ্য ও অত্যাচারী আখ্যা দেয়া হয়। আর দ্বিতীয় দলটি তাঁর ব্যাপারে এত জঘন্য মন্তব্য পোষণ করে যে- " 'আলী (রা.) কাফির হয়ে গেছে তার ভুলের জন্য তাকে তওবা করতে হবে।" তবে উক্ত গবেষণায় এ ব্যাপারে আলোচনা মুখ্য বিষয় নয়।

পরিচিতি :

নাম : 'আলী ইবন আবী তালিব।[৪] তাঁর মাতা নাম রাখেন 'আসাদ'[৫] কিন্তু পরবর্তীকালে কবিতায় ছন্দমিলের প্রয়োজনে হায়দার নামে খ্যাত হন।[৬]

উপনাম : আবু রায়হান উদ্দীন,[৭] আবুল হাসান, আবুস্ সিবত.য়ন।[৮]

---

২ এ ব্যাপারে রসূল (স.)ও ইরশাদ করেন- يهلك فيك رجلان محب مفرط وكذاب مفتر

তাঁর ব্যাপারে আরও বলেনঃ تفترق فيك امتى كما افترقت بنوا اسرائيل فى عيسى ইবন 'আবদিল বার, আল-ইস্তী'আব ফী মা'রিফাতি আল-আসহাব (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫) পৃ. ২০৪।

৩ ইসলামের ইতিহাসে প্রথমটি রাফিজী এবং দ্বিতীয় দলটি খারিজী নামে পরিচিত।

৪ পিতা আবু তালিব তার নাম রাখেন যায়দ। সায়্যেদ 'আলী জা'ফারী, আল্ মুরতাযা আলী ইবন আবি তালিব (রা.), (ঢাকা : নূর -এ-সাবলাইল, জনকল্যাণ সংস্থা, মে ১৯৯৭) পৃ. ১৭; তবে 'আব্বাস মাহ্মুদ আল আক্কাদের বর্ণনামতে তার পিতা কর্তৃক " 'আলী" নামটি রাখা হয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৫ ফাতিমার পিতার নামানুসারে হায়দার রাখা হয়। আর حيدر অর্থ হচ্ছে اسد (সিংহ) 'আব্বাস মাহ্মুদ আল-আক্.ক.াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৬ ইবন মানযূর, লিসানুল আরব, 'আলী (রা.) শিরোনাম দ্রঃ।

৭ সায়্যেদ 'আলী জা'ফরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

উপাধি: আসাদুল্লাহ্ আল মুরতাদা, সাফদার হায়দার-ই কাররার[৮] শাহ-ই আউলিয়া, শের-ই 'আলী, শের-ই ইজ্জাদান, শাই-ই ওলায়েত,[১০] আমীরুল মুমিনীন।[১১]

ডাকনাম : আবুল হাসান, আবুত তুরাব[১২] নামে খ্যাত।

পিতার নাম : আবু তালিব ইবন আব্দুল মোত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদি মুনাফ।

মাতার নাম : ফাতিমা বিনত আসাদ ইবন হাশিম ইবন আবদ মুনাফ।

জন্ম : ২৩ হিজরী পূর্বাব্দের ১৩ রজব রোজ শুক্রবার পবিত্র কা'বা ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন।[১৩] মুহাদ্দিসগণ এ মতটি সমর্থন করেন না।[১৪]

---

৮ মুহাম্মদ রিদা, আল ইমামু 'আলী ইবন আবী তালিব, (বৈরুত: দার আল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৩৯) পৃ. ৫।

৯ সায়্যিদ 'আলী জা'ফরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১১ শী'আদের বক্তব্যমতে রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায়ই 'আলী (রা.) কে আমীরুল মুমিনীন হিসেবে ডাকা হতো। কারণ তিনি মোহাজির ও আনসারদের নিকট অধিক মর্যাদাশীল ছিলেন। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনদের থেকে কোন প্রামাণ্য যুক্তি নেই। তবে শব্দগত দিক হতে একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, একদা রাসূল (স.) তাঁকে বললেন- هذا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين অন্য বর্ণনা মতে- انت يعسوب الدين والمال يعسوب الظلمة আর يعسوب শব্দটির অর্থ হচ্ছে (امير) উক্ত বর্ণনা দুটি ইমাম আহমদ কর্তৃক المسند ও فضائل الصحابة গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে। আবু নু'আইম আল হাফেয কর্তৃক حلية الاولياء গ্রন্থেও বর্ণিত রয়েছে। ইবন আবিল হাদীদ, শরহ নহজ আল-বালাগা (ইরান: দার এহয়া আল-কুতুব আল 'আরাবিয়্যা, ১৯৬৫), ২ সং, পৃ. ১৩-১৪

১২ বুখারী শরীফের ২য় খন্ড, পৃ. ৩০০ فضائل الصحابة অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসলামার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহল ইবন সা'আদ নামক সাহাবীর এক আগন্তুকের প্রশ্নের উত্তরে বললেন- ইনি হচ্ছেন মদীনার আমীর 'আলী (রা.)। 'আলী (রা.) কি বলে ? তিনি উত্তর দেন- ইনি আবু তুরাব। এ কথা শুনে 'আলী (রা.) হেসে দিলেন। এ নামটি তিনি অত্যধিক পছন্দ ও গর্ববোধ করতেন। উক্ত বর্ণনাটি الرياض النضرة ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪ এবং ইবনু আবিল হাদীদ কর্তৃক شرح نهج البلاغة কিতাবের প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১ তে বর্ণিত রয়েছে।

১৩ কথিত আছে- কা'বা ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইমাম 'আলী (রা.) এর মায়ের প্রসব বেদনা শুরু হয়। তিনি ওখানে হাটু গেড়ে বসে পড়েন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন। 'আব্বাস ইবন 'আব্দিল মোত্তালিব এসময় সে পথে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পান অলৌকিকভাবে কা'বার দেয়াল দু'ফাক হয়ে গেছে। তাঁর মা সে ফাঁক দিয়ে ক'াবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তারপর সে ফাঁক বন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু : ৪০ হিজরীর ১৯ রামাদ.ান রোজ শুক্রবার গুপ্ত ঘাতকের হাতে আহত হন।[১৫] ২১ রামাদ.ান ৬৩ বছর বয়সে শহীদ হন।

গোসল : তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে ইমাম হাসান (রা.) ইমাম হুসায়ন (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা.) গোসলের কাজ সমাধা করেন।[১৬]

হয়ে যায়। এ আশ্চর্য ঘটনা দেখে আব্বাস ও তাঁর সাথের লোকজন অবাক হয়ে যান। তাঁরা দৌড়ে এসে কা'বার দরজা খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। 'আলী (রা.) কা'বার ভিতরেই জন্ম নেন। শিশু 'আলীকে নিয়ে তাঁর মা কা'বার বাইরে এসে প্রথমেই নবী (স.) এর সাক্ষাৎ পান। নবী (স.) দু'হাত বাড়িয়ে শিশুকে বুকে তুলে নেন। মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, মহানবী (স.) ও তাঁর আহলে বাইত, (তাবণ: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বাড়ী নং- ৫৪, সড়ক নং- ৮/এ, ধানমন্ডি, আ/এ, এপ্রিল ১৯৯৭) পৃ. ৬১ ; 'আলী মুহাম্মদ 'আলী দাখিল, "পবিত্র কা'বার অতিথিঃ ফাতিমাহ্ বিনতে আসাদ, নিউজ লেটার ৩-৪ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০০২, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, পৃ. ৩১-৩২।

১৪ মুহাদ্দিসগণ উক্ত মন্তব্যটি অস্বীকার করে বলেন যে, কা'বা গৃহে যিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন তিনি হচ্ছেন হাকিম ইবন হিযাম ইবন খুওয়ালিদ ইবন আব্দুল উযযা ইবন কুসাই। ইবন আবিল হাদীদ, شرح نهج البلاغة ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

১৫ খারিজী সম্প্রদায় স্বীয় অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর অন্তকলহের জন্য তিন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে। তারা হচ্ছেন: 'আলী (রা.), মু'আবিয়া (রা.) এবং 'আমর ইবন 'আস (রা.)। নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর এক গোপন শলাপরামর্শের ভিত্তিতে উপরোক্ত তিন মনীষীকে একই দিনে হত্যার জন্য তিন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা হচ্ছেঃ- 'আব্দুর রহমান ইবন মুলজিম, বারাক ইবন 'আব্দিল্লাহ ও 'আমর ইবন বকর। হিজরী ৪০ সনের ১৭ই রামাদ.ান শুক্রবার আততায়ী ইবন মুলজিমের শানিত তরবারী 'আলী (রা.) এর মাথায় আঘাত করলে ব্রেনে ক্ষত হয় এবং অধিক রক্ত ক্ষরণের ফলে ১৯শে রমাদান রবিবার রাত্রে ৪০হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

আবু যাকারিয়্যাহ মুহিউদ্দীন ইবন শরফ আন-নবভী, তাহযীবু আল-আসমা ওয়া আল-লুগাত, (দামেস্ক: ইদারা আহ্তাবারিয়্যাহ্ আল মুনিরিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, তা.বি.) পৃ. ৩৪৯। অবশ্য শী'আদের মতে আবু মিহনাফের বর্ণনার ভিত্তিতে 'আলী (রা.) ২১শে রমাদানে শাহাদাত বরণ করেন। ইবনু আবিল হাদীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ ; 'আলী (রা.) আহত হওয়ার সময় ইবন মুলজিমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

اريد حياته ويريد قتلى + عزيرك من خليلك من مراد

"আমি তোমার জীবন (দীর্ঘায়ু কামনা) করি অথচ তুমি আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করলে ? তোমার বন্ধুদের ভ্রষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য প্রতারণার শিকার হলে! ইবন 'আব্দিল বার, আল-ইস্তী'আব ফী মা'রিফাতি আল আসহাব, (বৈরুত : দার আল-কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯৫), ৩খ. পৃ.২২০।

১৬ ইমাম নবভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

Dhaka University Institutional Repository

কাফন : আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে। এতে কামীছ ও পাগড়ী ছিল না।[১৭] জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসান (রা.) তাঁর জানাজার নামাযের ইমামতি করেন।

দাফন : দাফনের স্থান নিয়ে মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে বিভিন্ন মতের সমাহার পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে তিনটি অভিমত প্রসিদ্ধ। এক. ইন্তিকালের পর তাঁর মরদেহ মদীনায় প্রেরণ করা হয়। দুই. "রাহ্‌বাতুল জানে" নামক স্থানে দাফন করা হয়। তিন. "বাবু ক্বাসরিল ইমারাহ্" নামক স্থানে সমাহিত করা হয়।

ইতিহাসবেত্তাদের মতে উপরোক্ত কোন বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য নহে। এ ব্যাপারে তাঁর সন্তানরাই অধিক জ্ঞাত। আবুল ফরজ আল ইস্পাহানী স্বীয় গ্রন্থ "মাকাতিলুত্ তালিবীন" এ উল্লেখ করেন যে, একদা ইমাম হুসায়ন (রা.) কে প্রশ্ন করা হলো আমীরুল মোমিনীনকে কোথায় দাফন করা হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, রাতে কুফা নগরীতে নিয়ে "মাসজিদুল আশ্'আছ" এর পার্শ্বে দাফন করা হয়েছে।[১৮]

শৈশব ও কৈশোর :

আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) এর শৈশব ও কৈশোর নবী করীম (স.) এর প্রশিক্ষণাধীনেই কাটে। বহুদিন যাবৎ রাসূল (স.) এর মুখের চর্বিত খাদ্য 'আলী (রা.) কে খাওয়াতেন। তিনি নিজেই বলেছেন- প্রায়শ্চ থেকেই রাসূল (স.) আমাকে এভাবে শিক্ষাদান করেন, এভাবে আমার জ্ঞান-ভান্ডার পূর্ণ করেন যেভাবে পাখি তার শাবককে পেট ভরে খাদ্য দান করে।[১৯] এভাবে 'আলী (রা.) এর সৌভাগ্যের শুভ সূচনা ঘটে। যার কারণে জাহিলী যুগেও 'আলী (রা.) কোন মূর্তির সামনে মস্তক অবনত করেন নি। শিরক ও বিদ'আত মূলক কোন কু-প্রথাও তাঁকে স্পর্শ করে নি।[২০]

রাসূল (স.) তাঁর তত্ত্বাবধায়ক :

'আহমদ ইবন য়াহ্য়া আল বালাযুরী[২১] এবং আলী ইবনুল হুসায়ন আল ইস্পাহানী বলেন এক সময় কুরায়শ গোত্র আর্থিক সংকট অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন রাসূল (স.) তাঁর চাচাদ্বয় হামযাহ্ (রা.) ও 'আব্বাস (রা.) কে বললেন: আর্থিক সংকট লাঘবের জন্য আবু তালিবের ব্যাপারে আমাদের কি কিছু করণীয় নেই ? তখন তারা উভয়ে আবু তালিবের নিকট এসে এ ব্যাপারে আলাপ করেন এবং আর্থিক সংকট নিরসনের জন্য ছেলে-সন্তানদেরকে বিভিন্ন জনের অধীনে তত্ত্বাবধানের আবেদন করেন। তখন

---

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

১৮ ইবন আবিল হাদীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬। অন্য আরেকটি মতে তাঁকে ইরাকের অন্তর্গত "আননাজাফ আল্ আশরাফে" সমাহিত করা হয়। মোহাম্মদ মাসুদুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

১৯ সায়্যেদ 'আলী জাফরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭ ; হান্না আল-ফাখূরী, আল মুযাজ ফিল আদবিল আরাবী ওয়া তারীখিহি, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৫১।

২০ 'আব্বাস মাহ্মুদ আল আক্.ক.াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২১ আহমদ ইবন য়াহ্য়া আল বালাযুরী, আনস.ার আল-আশরাফ, (লেবানন মুআস্সাসা আল-'আলমী লিল-মাত.বু'আত, ১৩৯৪/১৯৭৪), ২ খ. পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ ত্বালিব বললেন, তোমরা 'আক্বীলকে আমার নিকট রেখে দাও, কারণ তাকে আমি বেশী স্নেহ করি। তার কথামত 'আব্বাস (রা.) ত.ালিবকে নিলেন, আর হামযাহ্ (রা.) জা'ফরকে নিলেন এবং রাসূল (স.) 'আলী (রা.) কে নিলেন এবং বললেন- আল্লাহ আমার জন্য 'আলীকে তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে নির্বাচিত করেছেন। ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন সে সময় 'আলী (রা.) এর বয়স মাত্র ৬বৎসর ছিল।[২২]

ইমাম 'আলী (রা.) নিজেই বলেছেন- আমি যখন শিশু ছিলাম তখন আল্লাহর রাসূল আমাকে তাঁর আশ্রয়ে নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং তাঁর পাশে শয়ন করাতেন। আমি তাঁর শরীর স্পর্শ করেছি, তাঁর শরীরের ঘ্রাণ নিয়েছি। তাঁর সুরক্ষার জন্য দিনরাত ফেরেশতারা নিয়োজিত ছিল। সে সময় আমি তাঁকে অনুসরণ করতাম যেমন উট শাবক তার মাকে অনুসরণ করে। আমি তাঁকে হিরা পর্বতে নির্জনরত অবস্থায় দেখেছি সে সময় ইসলাম কেবল রাসূলের ঘরে আবদ্ধ ছিল। যখন ওহী নাযিল হত তখন আমি শয়তানের হাহাকার এবং মর্মদাহ শুনতে পেতাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম, হে আল্লাহর রাসূল এ হাহাকার ধ্বনী কিসের ? তিনি উত্তর করতেন- এ হলো শয়তানের হাহাকার ধ্বনী, যে উপাস্য হওয়ার সকল অধিকার হারিয়েছে। হে 'আলী আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা তুমিও দেখতে পাচ্ছ। আমি যা শুনছি তা তুমিও শুনছ, তুমি পয়গম্বর নও কিন্তু যথার্থই ন্যায়বান।[২৩]

ইসলাম গ্রহণ :

আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) একদা রাসূল (স.) ও উম্মুল মুমিনীন খাদীজাতুল কুবরা (রা.) কে সালাত আদায় করতে দেখেন। ভালবাসাসুলভ প্রশ্ন ঘোরপাক খাচ্ছিল। পরক্ষণে জিজ্ঞেস করেই বসলেন আপনারা কি করছেন ? রাসূল (স.) এর মহান নবুওয়তী পদমর্যাদা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। ইসলামের প্রতি আহবান করেন এবং কুফর, শিরক, লাত, মান্নাত ও উজ্জাকে নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেন। 'আলী (রা.) তাঁকে উত্তরে বললেন- ইতিপূর্বে এমনতো কখনও শুনি নি। পিতা আবু তালিবকে এ ব্যাপারটা জানানো ব্যতীত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না। রাসূল (স.) ব্যাপারটি এ মুহূর্তে প্রচারের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে বললেন: হে 'আলী, যদি তুমি এ মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ না কর তাহলে বিষয়টি গোপন রাখ। 'আলী (রা.) একরাত্র অপেক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ইসলামের জন্য কবুল করে নিলেন। পরদিন প্রাত্যুষে রাসূল (স.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। 'আলী (রা.) তাঁর পিতার ভয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি গোপন রাখেন, কিন্তু ফাঁস হয়ে গেলে আবু তালিব মন্তব্য করেন যে, পিতামহের ধর্ম ত্যাগ করা অনুচিত।[২৪]

---

২২ ইবন আবিল হাদীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২৩ মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

২৪ মুহাম্মদ রিদ.া, আল ইমামু 'আলী ইবন আবী ত.ালিব কাঃ ওয়া: (লেবানন: দারুল ফুতুহ আল ইলমিয়্যাহ্, ২২শে আগষ্ট ১৯৩৯) পৃ. ৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

আনাস ইবন মালিক বলেন: রাসূলের (স.) এর আবির্ভাব সোমবার, আর 'আলী (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ মঙ্গলবার, তখন তাঁর বয়স নয় কিংবা দশ বছর ছিল।[২৫]

প্রকাশ্য ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা :

'আলী (রা.) এর বয়স যখন ১৪/১৫ বছর তখন রাসূল (স.) এর নিকট এ আয়াতটি নাযিল হয়।[২৬] "وأنذر عشيرتك الأقربين" "নিকটাত্মীয়দের ইসলামের সুমহান শিক্ষার দিকে আহবান কর, ভীতি প্রদর্শন কর।" এতদুদ্দেশ্যে আলী (রা.) কে সকল আত্মীয়দের একত্র করার ব্যবস্থাপনা ও আপ্যায়নের আয়োজনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাদের জন্য তিনি খাসির পায়া এবং দুধের গোশ্তের আয়োজন করেন। আহার সমাপনান্তে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলে শুধুমাত্র 'আলী (রা.) ই এ মজলিসে তাঁকে সর্বাত্মক সমর্থন জানান এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।[২৭]

শি'আবে আবী তালিবে 'আলী (রা.) এর অবস্থান :

মক্কার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও রাসূল (স.) এর সাথে 'আলী (রা.) ছিলেন। সকল সংকট ও অগ্নি পরীক্ষায় তেরটি কঠিন বছর রাসূল (স.) থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। এমনকি শি'আবে আবি তালিব বা

---

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০, ইসলাম গ্রহণের সময় 'আলী (রা.) এর বয়সের সম্পর্কে ৭-১৬ বৎসরের বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, পৃ. ৩৫।

খাদীজা (রা.) এর পরে কে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এর কালানুপাতিক বর্ণনা নিয়েও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। মুহম্মদ ইবন কা'ব আল কুরাজীকে প্রশ্ন করা হল 'আলী (রা.) এবং আবু বকর (রা.) এর মধ্যে প্রথমে কে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ? তিনি বললেনঃ 'আলী (রা.) প্রথমে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর আবু বকর (রা.) প্রথমে প্রকাশ্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত মতামত দেখুন "আল্ ইস্তী'আব ফী মা'রিফাতি আল-আসহাব" পৃ. ১৯৮-১৯৯। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বিষয়টি এভাবে সমাধা করেছেন যে, নারীদের মধ্যে খাদীজাতুল কুবরা (রা.), যুবকদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ক্রীতদাসদের মধ্যে জায়দ ইবন হারিছা (রা.) এবং বালকদের মধ্যে 'আলী (রা.) সর্ব প্রথম ইসলাম কবুল করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় খন্ড, জুলাই ১৯৮৭) পৃ. ৪৪।

ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে 'আলী (রা.) এর স্বরচিত কবিতায় ইংগিত বহন করে :

سبقتكم إلى الإسلام طُرًا + غلامًا ما بلغت اوان حلمي

"আকস্মিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমি আপনাদেরও অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছি তখনও আমি যৌবনে পদার্পণ করিনি।' আস-সায়্যেদ মুহাম্মদ কাজে.ম আল কাযভীনী, আল ইমামু 'আলী মিনাল মাহাদ ইলাল লাহাদ, (লেবাননঃ মুআস্সাসা আল-ওয়াফা, ১৪০২/১৯৮২, ১১ প্রকাশনী), পৃ. ৪২।

২৬ সূরা আশ্ শু'আরা : ২১৪।

২৭ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

গিরি সংকটের নির্বাসিত জীবনে মুহূর্তের জন্যও রাসূলকে পরিত্যাগ করেন নি। যদিও সে সময় তার-ই ভাই জা'ফর (রা.) রাসূল (স.) এর পরামর্শে স্বীয় স্ত্রী আসমা' বিনত 'উমায়স সহ ইথিওপিয়া হিজরত করেন। হিজরত পূর্ব পর্যন্ত 'আলী (রা.) রাসূল (স.) এর সাথেই ছিলেন।[২৮]

'আলী (রা.) এর হিজরত :

মক্কার মুশরিকদের যে সব সম্পদ রাসূল (স.) এর নিকট আমানত হিসেবে রক্ষিত ছিল তা 'আলী (রা.)কে প্রত্যার্পণের জন্য নির্দেশ দেন, 'আলী (রা.) সঠিকভাবে এক এক করে মালামাল বুঝিয়ে দিয়ে তিন দিনের মধ্যে মদীনার দিকে রওয়ানা হন। নবী (স.) 'আলী (রা.) এর আগমণের সংবাদ শুনে লোকদেরকে বললেন- তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। দীর্ঘপথ অতিক্রমের কারণে তাঁর পা ফুলে যায় এবং রক্তও বের হতে থাকে, এজন্য রাসূলের (স.) দরবারে পৌছতে সক্ষম হলেন না। তখন রাসূল (স.) নিজেই এসে 'আলীকে বুকে জড়িয়ে অশ্রুপাত করেন। 'আলী (রা.) এর পদযুগল রাসূল (স.) স্বীয় হাত মোবারক দিয়ে মালিশ করে আরোগ্যের দু'আ করেন। 'আলী (রা.) এর শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পায়ের কোন ব্যাধি ছিল না।[২৯]

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন :

মদীনার লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন। সকল মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলার জন্য মহানবী (স.) এক অপূর্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মক্কা থেকে আগত মুহাজির মুসলমানদের সাথে মদীনার আনসার মুসলমানদের আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। এ অনুষ্ঠানে মক্কা থেকে আগত সকলের সাথে মদীনার কারো না কারোর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শুধু বাকী রয়ে গেল ইমাম 'আলী (রা.), যখন দেখলেন মহানবী (স.) তাঁর সাথে কারো বন্ধন স্থাপন করলেন না তখন মহানবী (স.) কে জিজ্ঞেস করলেন 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সকলের মাঝে ভ্রাতৃ-বন্ধন সৃষ্টি করলেন শুধু আমি ছাড়া, এর কারণ কি? স্মহাস্যে রাসূল (স.) বললেন-[৩০] "انت اخى فى الدنيا والآخرة" 'তুমি আমার ভাই এ জগতে এবং পরজগতে'।

বৈবাহিক অবস্থা :

ফাতিমা (রা.) এর বয়স যখন ১৫ বৎসর ৫মাস তখন উ'হুদ যুদ্ধের পর 'আলী (রা.) এর সাথে বিবাহ দেন। ফাতিমা (রা.) কে বিবাহের জন্য গণ্যমান্য স.াহ.াবীদের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব আসে। সকল

---

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

২৯ মুহাম্মদ রিদ.া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

৩০ ড. জাবির কুমায়হা, আদাবু আল-খোলাফা আল্ রাশিদীন, (কায়রো : দার আল-কুতুব আল মিসরী, জামি'য়া 'আইনে শামস, তা.বি.) পৃ. ৩৮৯ ; মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪ ; মুহাম্মদ রিদ.া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব প্রত্যাখান করে রাসূল (স.) তাঁকেই মনোনীত করেন। রাসূল (স.) এর শৌর্যবীর্য ও 'আলী (রা.) এর অত্যধিক লাজুকতার কারণে সরাসরি আলী (রা.) প্রস্তাব দেন নাই তার আগমন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নিশ্চুপ থাকেন, এবং বিবাহের প্রস্তাবের জন্য জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন। মোহর আদায়ের প্রশ্নে তিনি বলেন- আমার নিকট একটি ঘোড়া ও মাত্র একটি লৌহ বর্ম রয়েছে। রাসূল (স.) তাঁকে বললেন যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হবে অবশ্য লৌহবর্মটি বিক্রি করতে পার। 'আলী (রা.) চারশত দিরহামের বিনিময়ে 'উছ্‌মান (রা.) এর নিকট বিক্রয় করেন। বিক্রিত অর্থ রাসূলের হাতে তুলে দেন। রাসূল (স.) বিলাল (রা.) কে আতর-খুশবু ক্রয় করে আনতে বলেন। অতঃপর রাসূল (স.) নিজেই বিবাহ পড়ান এবং স্বামী-স্ত্রীর উপর অযুর পানি ছিটিয়ে দিয়ে উভয়ের সুখ শান্তি ও কল্যাণের জন্য দু'আ করেন-[৩১]

اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما

"প্রভু হে ! তাদের উভয়ের মাঝে বরকত কল্যাণ দান কর এবং অনাগত বংশধরদের মাঝেও অসীম কল্যাণ দান কর।"

বিবাহের ১০/১১ মাস পর ফাতিমা (রা.) স্বামীর গৃহে গমন করেন। একটি নতুন গৃহের প্রয়োজন দেখা দিলে স্বীয় আবাস হিসেবে হারিছ ইবন নু'মানের গৃহটিকে 'আলী (রা.) গ্রহণ করেন। ফাতিমা (রা.) স্বামীর গৃহে যাবার প্রাক্কালে জাহিয বা হাদিয়া হিসাবে রাসূল (স.) থেকে একটি পালংক, একটি বিছানা, একটি চাদর, দুইটি যাঁতা এবং একটি পানির মশক গ্রহণ করেন। এ গুলোই ফাতিমা (রা.) এর সারা জীবনের গৃহস্থলীর উপকরণ ছিল। 'আলী (রা.) এর পক্ষে এর বেশী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

'আলী (রা.) এর স্ত্রী সমূহ :

ফাতিমা (রা.) এর জীবদ্দশায় অন্য কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর ইন্তিকালের পর আরোও কয়েকজনকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। নিম্নে এ বিষয়ের একটি তালিকা প্রদান করা হলো:[৩২]

১. ফাতিমা বিনত রাসূল (স.)
২. খাওলা বিনত জা'ফর
৩. লায়লা বিনত মাস'উদ
৪. উম্মুল বানীন বিনত হিযাম
৫. আসমা' বিনত 'উমায়স

---

৩১ মুহাম্মদ রিদ.া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭। আসমা' বিনত 'উমায়স (রা.) বলেন সে দিনের দু'আতে শুধুমাত্র তাদের জন্যই দু'আ করেছেন। অন্য কারও জন্য সে দু'আতে শামিল করেন নি। ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৩২ মুহাম্মদ রিদ.া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

৬. উম্ম হাবীব বিনত রবী'আহ

৭. উমামা বিনত আবিল আ'স.

৮. উম্ম সা'ঈদ বিনত 'উরওয়াহ্

৯. মুহাইয়্যা বিনত ইমরাউল কায়স

১০. উম্ম ওলাদ

'আলী (রা.) এর ছেলে-মেয়ে :

ইবন সা'আদ তার ত.াবাক.াতে 'আলী (রা.) এর ঔরসে চৌদ্দজন পুত্র সন্তান ও উনিশজন কন্যা সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৩]

পুত্র সন্তান :

১. হাসান (রা.)

২. হুসায়ন (রা.)

৩. মুহাম্মদ (বড়)

৪. 'উবায়দুল্লাহ্

৫. আবু বকর

৬. আল 'আব্বাস

৭. 'উছ.মান

৮. জা'ফর (বড়)

৯. 'আব্দুল্লাহ্

১০. মুহাম্মদ (ছোট)

১১. ইয়াহ.ইয়া

১২. 'আউন

১৩. 'উমর (বড়)

১৪. মুহাম্মদ

৩৩ ইবন সা'আদ, আল-ত.াবাক.াত আল-কুবরা, (বৈরুতঃ দার আল-স.াদির ১৩৭৬/১৯৫৭) ২ খ. পৃ. ৩৩৭-৪০; মুহাম্মদ রিদ.া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯ ; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

মেয়ে সন্তান :

১. যয়নব (বড়)
২. উম্মু কুলসুম (বড়)
৩. রুক্বায়্যাহ্
৪. উম্মুল হাসান
৫. রামলাহ্ আল কুবরা
৬. উম্মু হানী
৭. মায়মূনা
৮. যয়নব (ছোট)
৯. রামলাহ্ (ছোট)
১০. উম্মু কুলসুম (ছোট)
১১. ফাতিমা
১২. উসামাহ্
১৩. খাদীজা
১৪. উম্মুল কারাম
১৫. উম্মু সালমাহ্
১৬. উম্মু জা'ফর
১৭. জিমানা
১৮. নফীসাহ্
১৯. নাম অজানা তার মাতা মুহায়্যা।

গঠনশৈলী :

আমীরুল মোমিনীন আলী (রা.) মধ্যম আকৃতির ছিলেন। উজ্জ্বল চেহারা, ঘন দাড়ি, মায়াবী চোখ, চোখের পুতুলী গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, প্রশস্ত কপালের অধিকারী ছিলেন। শরীরের রং গৌধুম বর্ণের যা উজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায় ঝল ঝল করত। মাঝারী আকারের গ্রীবা, চওড়া স্কন্ধ, শক্ত কব্জী, বাহুদ্বয় সুদৃঢ় ও সুডৌল, প্রশস্ত বক্ষ, মযবুত ঈষদুন্নত উদর, পায়ের গোছা আটা সাঁটা। শেষ বয়সে চুল-দাঁড়ি সাদা হয়েছিল। একবার মেহেদী খিযাব ব্যবহার করেছিলেন, পরবর্তীতে আর ব্যবহার করেন নি।[৩৪]

---

৩৪ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮ ; 'আব্বাস মাহ্মূদ আল আক্.ক.াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬ ; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

স্বভাব চরিত্র :

মহাবীর 'আলী (রা.) এর চরিত্র অত্যধিক পরিষ্কার ছিল। ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও অনাড়ম্বর ও সাদামাঠা জীবন-যাপন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যব ও আটার রুটি ছিল তাঁর প্রধান খাদ্য। শ্রমের মর্যাদা দেয়ার জন্য নিজ হাতে কাজ করতেন। কৃষিকাজ তাঁর প্রিয় ছিল। শ্রমিক হিসেবে য়াহুদী মালিকের জমিতেও কাজ করতেন। তিনি মোটা কাপড় পরিধান করতেন, মাঝে মাঝে 'আবা ও পাগড়ী পড়তে দেখা যেত। অথচ তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মূল্যবান ও উন্নত পোষাক পরিধান করাতেন। নিয়মিত বাজারে যেয়ে দ্রব্যমূল্যের খোঁজ-খবর নিতেন। ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধা দিতেন।

একদা দিরার ইবন দামরাহ সিরিয়ার দরবারে 'আলী (রা.) এর চরিত্রের বর্ণনা এভাবে প্রদান করেন যে, তিনি উন্নত মনোবলসম্পন্ন শক্তিশালী বাহাদুর ছিলেন ; তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল চূড়ান্ত, প্রতিটি ফায়স.লাহ ছিল ন্যায় ও ইনস.াফভিত্তিক। পৃথিবীর জৌলুশের প্রতি ছিলেন নিস্পৃহ। রাতের অন্ধকার ছিল খুব প্রিয়। তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে হাসি মুখে উত্তর দিতেন। সবল লোকজন অন্যায় কামনার আশাও করত না। দুর্বল লোকজন ন্যায়-বিচারের ব্যাপারে হতাশাব্যাঞ্জক হত না।[৩৫]

শীত ও গ্রীষ্ম তিনি অনুভব করতেন না। উভয়টিই সমান ছিল, অনেক সময় শীতকালীন পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রীষ্মকালে পড়তেন আবার গ্রীষ্মকালীন পোষাক শীতকালে পরিধান করতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন: রাসূল (স.) আমাকে খায়বারে যুদ্ধের জন্য তলব করলেন তখন আমি চক্ষু প্রদাহে ভোগছিলাম, তখন রাসূল (স.) আমাকে দু'আ করলেন :[৩৬] "اللهم اذهب عنه الحر والبرد" "হে আল্লাহ ! তার থেকে শীত, গরম দূরে সরিয়ে দাও"। এরপর থেকে আমি শীত ও গ্রীষ্ম অনুভব করি না।

ইমাম 'আলী (রা.) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক মাস'উদী বলেন- কেউ যদি প্রথম মুসলিম, নির্বাসনে মহানবীর বন্ধু, দ্বীনের সংগ্রামে তাঁর বিশ্বস্ত সহচর, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও পরম আত্মীয়ের গৌরবোজ্জ্বল নাম স্মরণ করতে চায়, কেউ যদি মহানবী (স.) এর শিক্ষা ও আল্-কুরআনের চেতনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে চায়, কেউ যদি আত্মত্যাগে ও ন্যায় আচরণের যথার্থ রূপ দেখতে চায়, কেউ যদি সততা, সত্যের প্রতি ভালোবাসা, পবিত্রতা উপলব্ধি করতে চায় তাহলে সে হযরত 'আলীকেই সবচেয়ে বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ মুসলমান হিসেবে পাবে। মহানবী (স.) ছাড়া তাঁর উত্তরসূরী বা পূর্বসূরী কারো মাঝেই আমরা উপরোক্ত গুণাবলীর সমাবেশ দেখতে পাইনা একমাত্র 'আলী (রা.) ছাড়া।[৩৭]

---

৩৫ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৩৬ 'আব্বাস মাহ.মূদ আল আক্.ক.াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৩৭ মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিজরী সনের ক্রমানুসারে 'আলী (রা:) এর বীরত্ব ও কৃতিত্বের আলোচনা

আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) এর বীরত্ব ও কৃতিত্বের বর্ণনা ইসলামের ইতিহাসে বেশ কিছু স্থান দখল করে আছে। বিশেষকরে হিজরতের পর অমুসলিমদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে এর বহি: প্রকাশ ঘটে। নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো :

(ক) ২য় হিজরীর কৃতিত্ব :

সত্য ও মিথ্যা নিরসনের জন্য ২য় হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল বদরের যুদ্ধ। তৎকালীন যুদ্ধ রীতি অনুযায়ী মক্কার মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তিন বাহাদুর যথা 'উতবা, শায়বা ও ওয়ালীদ। সম্বর্পে তাদের মোকাবিলার জন্য আহবান জানায় ইসলামী কাফেলাকে। সেনাপতি রাসূল (স.) তাদের মোকাবিলায় পর্যায়ক্রমে হ.মযাহ্ (রা.), 'উবায়দাহ্ (রা.) এবং 'আলী (রা.)কে প্রেরণ করেন। হ.মযাহ্ ও 'আলীর হাতে তাদের স্ব স্ব প্রতিবেশী নিহত হয়। বার্ধক্য জনিত কারণে 'ওবায়দাহ্ (রা.) সফল না হওয়ায় 'আলী (রা.) তাঁকে সহযোগীতার জন্য এগিয়ে এসে প্রতিপক্ষ শায়বাকে নিহত করে। এ যুদ্ধে গণীমাহ্ হিসেবে 'আলী (রা.) এর অধীনে আসে একটি লৌহবর্ম, একটি উট এবং একটি তলোয়ার।[৩৮]

(খ) তৃতীয় হিজরীর কৃতিত্ব :

হিজরী ৩য় সালে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদল রাসূল (স.) কে আক্রমণ করতে চাইলে আলী (রা.) সবল ষড়যন্ত্রই নস্যাৎ করেন। শত্রুবাহিনীর পতাকাবাহী আবু সা'আদ ইবন আবী তালহা তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান জানালে 'আলী (রা.) এক আঘাতেই তাকে পর্যুদস্ত করেন। কিন্তু তার অসহায়ত্ব ও হতবিহবলতা দেখে তাকে চিরতরে শেষ করে দেন নি।[৩৯]

(গ) পঞ্চম হিজরীর কৃতিত্ব :

হিজরী ৫ম সনে বানু সা'আদ কে শায়েস্তা করার জন্য রাসূল (স.) 'আলী (রা.)কে একশত সৈন্য সহ প্রেরণ করেন। তিনি আক্রমণ করে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেন এবং যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীসহ প্রত্যাবর্তন করেন।

---

৩৮ ইবন কাছীর, আল বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২-৭৪।

৩৯ ইবন হিশাম, আসসীরাহ্ আন-নবভীয়্যাহ (রিয়াদ : দার আল-মুগনী ১৪২০/১৯৯৯), পৃ. ৫৭৪-৫৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ষষ্ঠ হিজরীর কৃতিত্ব :

ক. সন্ধি লিপিবদ্ধকরণ :

৬ষ্ঠ হিজরী সনে প্রবর্তিত সন্ধিপত্র তিনি নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেন। সন্ধিপত্রে "মুহাম্মদ" এর সাথে "রাসূলুল্লাহ" যোগ করলে মুশরিকদের পক্ষথেকে "রাসূলুল্লাহ" শব্দ মুছে ফেলার জন্য আপত্তির ঝড় উঠে। এতদ্‌সত্ত্বেও ঈমানের প্রতি গভীর আস্থা থাকায় ফলে তিনি মুছেন নি। অবশেষে সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাসূল (স.) নিজেই তা মুছে ফেলেন।[৪০]

খ. খন্দক যুদ্ধ :

পরীখা খননের যুদ্ধে বদরের আক্রমণকারী কাফির শার্দুল " 'আমর ইবন'আবদ 'উদ" মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি আহবান করল: মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত কে আছ ? 'আলী (রা.) চিৎকার দিয়ে বললেন হে আল্লাহর নবী! তাঁর প্রতিউত্তরের জন্য আমি প্রস্তুত। রাসূল (স.) 'আলীকে বসিয়ে দিয়ে বললেন সে তো 'আমর ইবন 'আবদ 'উদ। 'আমর আবার গর্জনকরে বলল: আমার সাথে লড়ার মত কেউ কি নেই? কৈ তোমাদের স্বর্গ ! যে নিহত হলেই সোজা প্রবেশ করবে ? 'আলী (রা.) আবার দাঁড়িয়ে রাসূলকে বললেন, "হুজুর অনুমতি দিন।" রাসূল বললেন: বস, সে তো 'আমর, 'আলী (রা.) বললেন তাতে কি ? সে তো 'আমর তাল করে জানি। রাসূল তাকে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি হাস্যজ্জ্বোল্য চেহারা নিয়ে তার নিকট হাজির হলেন, 'আমর তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে জিজ্ঞেস করল তুমি কে ? কোন কথা না বাড়িয়ে উত্তর দিলেন- আমি 'আলী। সে আবার বলল: ইবন 'আবদ মুনাফ ? তিনি বললেন: না ইবন আবী তালিব। 'আমর এক কদম আগে বাড়িয়ে বলল এত ছোট ছেলের রক্ত ঝরুক এটা অনুচিত। 'আলী তাকে বললেন: খোদার কসম তোমার রক্ত ঝরুক এতে আমি নিদারুন খুশী। 'আমর রাগম্বিত হয়ে 'আলীর মাথায় আঘাত করল। 'আলী (রা.)ও তার গর্দানে আঘাত করলেন এতে পড়ে গেল, তাকে হত্যা করা হলো। তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বীর বিক্রমে চলে আসলেন। এই হত্যার জন্য 'আমরের বোন আক্ষেপ করে শোকগাঁথা কবিতা রচনা করল:[৪১]

لو كان قاتل عمر وغير قاتله + بكيته ابدا مادمت فى الابد

لكن قاتله من لا نظير له + وكان يدعى أبوه بيضة البلد

---

৪০ আল বিদায়াহ্ ওয়ান্ নেহায়াহ্, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৬৮।

৪১ 'আব্বাস মাহ্‌মুদ আল আক্‌ক়াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮ ; মুহাম্মদ রিদ.া তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধের প্রাক্কালে 'আলী (রা.) বললেন, তোমার জন্য দু'টি পথঃ এক. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে, আমর বলল: আমি এর সাথে একমত নই, দুই. তাহলে তোমার সাথে লড়াই হবে, সে বলল আরে কি বলছ ? আমি হত্যা পছন্দ করি না। 'আলী (রা.) বললেন আমি পছন্দ করি ..... মুহাম্মদ রিদ.া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

" আমরের হত্যাকারী সে ছাড়া অন্য কেউ হলে আমার জীবিত অবধি এজন্য রোদন করতাম। কিন্তু হত্যাকারী এমন ব্যক্তি যে, নিহতের নিকট অতি তুচ্ছ অথচ তার পিতাকে নগরের শুভ্র বলে ডাকা হত।"

(ঙ) সপ্তম হিজরীর কৃতিত্ব :

হিজরী ৭ম সনে খয়বরের যুদ্ধে 'উমর (রা.) এর হাতে ঝান্ডা দিয়ে বিজয়ের আদেশ দেন। 'উমর (রা.) ও তাঁর সঙ্গীরা বিফল মনোরথে ফিরে আসেন। রাসূল (স.) বলেন: আগামীকাল পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিব যে আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহও রাসূলও তাকে ভালবাসেন।[৪২] পরদিন প্রত্যুষে আবূ বকর ও 'উমর (রা.) পতাকা নেয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলেন কিন্তু রাসূল (স.) 'আলীর (রা.) হাতে ঝান্ডা তুলে দিলেন। সে দিন য়াহুদী মারহ.াব তরবারী বের করে নিম্নোক্ত পংক্তি গেয়ে গেয়ে দ্বন্দযুদ্ধের আহবান জানায় :[৪৩]

قد علمت خيبرانى مرحب + شاكى السلاح بطل مجرب

"খয়বর ময়দান জানে যে, আমি মারহ.াব। যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠলে আমি অস্ত্রধারী, অভিজ্ঞ বীর হয়ে যাই।"

'আমির (রা.) মারহ.াবকে প্রতিহত করতে পারেন নি বরং তিনি শাহাদাতের পানি পান করেন। অত:পর 'আলী (রা.) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে বীরবিক্রমে ঝাপিয়ে পড়েন।[৪৪]

انا الذى سمتنى امى حيدرة + كليث غابات كريه المنظرة

"আমি সেই ব্যক্তি, যার মাতা তাকে حيدر (সিংহ) নাম রেখেছে। আমি জঙ্গলের বীভৎস দৃশ্যরূপী সিংহ।"

খয়বরের কামূস দুর্গের অধিকর্তা য়াহুদী মারহাবকে বীরবিক্রমে প্রথম পদক্ষেপেই হত্যা করে অতুলনীয় সাহসীকতার পরিচয় দেন। অল্প কয়েকদিন অবরোধের পর তিনি দুর্গ করায়ত্বে নিতে সক্ষম হন।[৪৫]

---

৪২ ইব'ন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

৪৩ মুহাম্মদ রিদ.া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৪৪ ইউসুফ কান্ধলভী, হায়াতুস্ স.াহ.াবা, (লাহোর : ইদারায়ে নাশরিয়াত-ই-ইসলামী, তা.বি.), ১ খ. পৃ. ৫৪৪-৫৪৫ ; সহীহ মুসলিম, ২ খ. পৃ. ১১।

৪৫ ইবন কাছীর, আল বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) অষ্টম হিজরীর কৃতিত্ব :

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে সাহাবী হাতিব ইবন আবি বালতা'আহ্ মদীনা হতে একটি গুপ্ত চিঠি এক মহিলাকে মক্কার দেয়ার জন্য দায়িত্ব দেন। রাসূল (স.) ঐ চিঠিটি সেই মহিলার থেকে সংগ্রহ করার জন্য 'আলী (রা.) ও জুবা'য়র ইবনুল 'আওয়ামকে প্রেরণ করেন। মহিলা পত্রটির ব্যাপারে সরাসরি অস্বীকার করলে 'আলী (রা.) এর হুঙ্কারে মাথার চুলের খোঁপা থেকে বের করে দিলে তা রাসূলুল্লাহ (স.) কে প্রদান করেন।[৪৬]

(ছ) নবম হিজরীর কৃতিত্ব :

ঐতিহাসিক তাবুক যুদ্ধে রাসূল (স.) মদীনায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে 'আলী (রা.) কে নির্বাচিত করেন। 'আলী (রা.) যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূল (স.) বলেন-[৪৭]

افلا ترضى يا على ان تكون – منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا بنى بعدى

"তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মূসা (আ.) হারুন (আ.) কে যে পদে রেখেছেন তুমিও সে পদে থাকবে ? তবে আমার পর নবী হিসেবে কেউ আসবে না।"

এ বছরই আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে আমীরুল হুজ্জাজ করে তিনশ জনের একটি কাফেলা তৈরী করে মক্কা প্রেরণ করেন। 'আলী (রা.) কে বিশেষ দূত হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেন যাতে কাফিরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণা দিয়ে দেন।[৪৮]

(জ) দশম হিজরীর কৃতিত্ব :

হিজরী ১০ম সনে য়ামনে ইসলাম প্রচারের জন্য খালিদ (রা.) কে প্রেরণ করেন। একটানা ছ'মাস প্রচেষ্টা করে কোন সুফল না আনতে পেরে ফেরৎ আসেন। রাসূল (স.) সেখানে 'আলী (রা.) কে প্রেরণের জন্য আদেশ দেন। 'আলী (রা.) বললেন- হে রাসূল ! আমাকে এমন লোকদের নিকট প্রেরণ করবেন যেখানে নতুন নতুন ঘটনা ঘটবে অথচ বিচার ক্ষেত্রে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই ? রাসূল (স.) তার হস্ত মোবারক 'আলী (রা.) এর বক্ষে রেখে নিম্নোক্ত দু'আ করলেন-[৪৯]

اللهم اهد قلبه وسدد لسانه

" হে আল্লাহ ! তার হৃদয় হিদায়াতে ভরপুর করে দিন আর তার রসনা সতেজ করে দিন।"

য়ামনে যাবার প্রাক্কালে রাসূল (স.) তাঁকে নিজ হাতে পাগড়ী পরিয়ে দেন। 'আলী (রা.) য়ামনে পৌঁছে তাবলীগ শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সকল য়ামনবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হামাদান গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে যান। রাসূল (স.) 'আলীকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আল্লাহর

---

৪৬ মুহাম্মদ রিদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭ ; আবূ দাউদ শরীফ, ২য় খন্ড, পৃ.

৪৭ মুহাম্মদ রিদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৪৯ ইবন 'আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

নিকট দু'আ করেন: প্রভু হে ! আলীকে না দেখে যেন আমার মৃত্যু না হয়, আলী (রা.) বিদায় হজ্জের সময় য়ামন থেকে রাসুল (স.) এর সাক্ষাৎ করেন।[৫০]

খিলাফতে রাশিদার যুগে আলী (রা.) এর মুল্যায়ন :

প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর যুগে তাঁর মুল্যায়ন :

আবূ বকর (রা.) এর খিলাফাতের প্রথমকাল থেকেই আলী (রা.) ফিকহী মতবাদ, আইন শৃংখলা, সামাজিক বিষয়াদি এবং জ্ঞান সম্পর্কীয় সকল কর্মকান্ডে তাঁকে সহায়তা করেন, তিনি কখনও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে সংকোচবোধ করেন নি। যথাসাধ্য জ্ঞান সম্মত পরামর্শের মাধ্যমে খিলাফত পরিচালনার সহযোগীতা করেন। মুরতাদ কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হওয়ার আংশকা দেখা দিলে আবূ বকর (রা.) বিভিন্ন স.হ.াবীদেরকে মদীনা ও বহির্ভাগের রাস্তার হিফাজতের দায়িত্ব দেন। তাদের মধ্যে আলী (রা.) যুবায়র (রা.) ত.লহ.া (রা.) এবং আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতা, বিচক্ষণতা ও নিষ্ঠার সাথে স্বীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন।[৫১]

দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা.) এর যুগে আলী (রা.) এর মুল্যায়ন :

খলীফা উমর (রা.) তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও সমীহ করতেন। কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য তিনি আলী (রা.) এর পরামর্শ কামনা করতেন। কোন কোন বিষয়ে মতৈক্য পরিলক্ষিত হত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পর ভিন্নমতও প্রকাশ করতেন। কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক মতানৈক্য কখনই সীমা অতিক্রম করেনি। উমর (রা.) এর খিলাফতকালে আলী (রা.) এর বিভিন্ন পরামর্শ আইন হিসেবে গণ্য হয়। নিম্নে দৃষ্টান্ত দেয়া হলো:

ক. আলী (রা.) এর পরামর্শের ভিত্তিতে আরবী বর্ষপঞ্জী হিজরত থেকে অদ্যাবধি গণনা করা হয়।

খ. বণী তাগলিবে অবস্থানরত খৃষ্টানদের নিকট হতে গৃহীত অর্থের নাম জিজিয়ার পরিবর্তে সাদাকাহ্ রাখার পরামর্শ দেন। তাদের পরস্পরের স্বল্পতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেয়া হল:

ক. উমর (রা.) এর খিলাফতকালে তাঁর পিছনে আলী (রা.) নামাজ আদায় করতেন।

খ. উমর (রা.) এর নামানুসারে আলী (রা.) এর এক পুত্রের নাম "উমর" রাখেন।

গ. আলী (রা.) এর কনিষ্ঠা কন্যা (ফাতিমা (রা.) গর্ভপাত) উম্মু কুলছুমকে উমর (রা.) সাথে বিবাহ দেন।

ঘ. আরব বহির্ভূত এলাকায়- খলীফা উমর (রা.) গমন করলে আলী (রা.) কে মদীনায় স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।[৫২]

---

৫০ মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খন্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৬), ১ম খন্ড, পৃ. ৪৯-৫০।

৫১ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় খলীফা 'উছ্‌মান (রা.) এর যুগে 'আলী (রা.) এর মূল্যায়ন :

'উছ্‌মান (রা.) এর খিলাফাতকালে তিনি খুবই নিকট থেকে তাঁকে বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন। উভয়ের মাঝে হৃদ্যতার বন্ধন ছিল গভীর। এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে 'আলী (রা.) তাঁর এক পুত্রের নাম রাখেন "উছ্‌মান"। 'উছ্‌মান (রা.) কতৃক পরামর্শ সভা আহবান করলে 'আলী (রা.) অধিকাংশ সময় অংশ গ্রহণ করে সুচিন্তিত মতামত পেশ করতেন, সহযোগীতার হস্ত সর্বদা সম্প্রসারিত করতেন। হিজরী ৩৫ সালে ইবন সাবার ষড়যন্ত্রকারী দলটি মদীনার উপর চড়াও হয়ে উঠলে স.াহ.াবীগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। 'আলী (রা.) এ সময় নিজের বুদ্ধি বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁর খিলাফতকে ধ্বংস করার জন্য আদা-জল খেয়ে মাঠে নামার ফলে বিদ্রোহীদের সাথে টক্কর দিয়ে উঠা সম্ভব হয়ে উঠে নি।[৫৩] বিদ্রোহীদের কর্তৃক 'উছ্‌মান (রা.) গৃহবন্দী হলে তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে 'আলী (রা.) সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেন। ঘেরাও অবস্থায় 'আলী (রা.) তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসায়নকে নিয়োগ করেন।[৫৪]

---

৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

৫৪ 'আব্বাস মাহ্‌মূদ আল আক্‌.ক.াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'আলী (রা.) এর মনীষা

'আলী (রা.) এর জ্ঞানের গভীরতা ও পরিপক্কতা সর্বজন স্বীকৃত। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাঁর ছোঁয়ার ছাপ বিদ্যমান। এ প্রসংগে আধুনিক যুগের সু-সাহিত্যিক 'আব্বাস মাহ.মূদ আল্-আক্.ক.াদের নিম্নোক্ত ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয়।[৫৫]

..... تبقى له الهداية الأولى فى التوحيد الإسلامى والقضاء الإسلامى والفقه الإسلامى وعلم النحو العربى وفن الكتابة العربية مما يجوز لنا ان نسميه موسوعة المعارف الإسلامية كلها فى الصدر الأول من الإسلام.

"ইসলামী একত্ববাদের জ্ঞানে, বিচার-আচারে, ফিক্হ্ বিষয়ে, 'আরবী ব্যাকরণে এবং 'আরবীর বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তির কারণে আমরা ইসলামের প্রথম যুগে তাকে ইসলামী বিশ্বকোষ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।"

এক ব্যক্তি ইবন 'আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আবূ বকর (রা.) কেমন ছিলেন ? ..... 'আলী (রা.) কেমন ছিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন-[৫৬]

كان قد مُلئ جوفُه حكما وعلما وبأسا ونجدةً مع قرآبته من رسول صلى الله عليه وسلم.

"রাসূলের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে তার উদর জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্যে ভরপুর ছিল।"

(১) আল-কুরআন বিষয়ক :

আল-কুরআনের কোন সূরা, কোন আয়াত, কি প্রসংগে ও কোন্ সময় নাযিল হয়েছিল এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। প্রসিদ্ধ জ্ঞান তাপস আবূ তোফায়ল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা.) এর এক বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলাম তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলছিলেন-[৫৭]

"سلونى- فوالله لا تسألونى عن شيئ إلا اخبرتكم. وسلونى عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم ابليل ام بنهار أم فى سهل ام فى جبل".

আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, খোদার কসম আমাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন তার উত্তর আমি দিব। আমাকে আল্লাহ তা'আলার কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, শপথ খোদার ! যে কোন আয়াত

---

৫৫ ড. জাবির কুমায়হাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

৫৬ ইবন 'আবদিল বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

৫৭ ইবন 'আবদিল বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

নাযিল সম্পর্কে আমি বলতে পারব, তা কি দিনে কিংবা রাত্রিতে, সমতল কিংবা পাহাড়ে বাকাবস্থায় নাযিল হয়েছে।"

আল-কুরআনের আয়াতের প্রায় ব্যাখ্যাই 'আলী (রা.) এবং 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা.) করতেন। তাঁদের দিকেই ব্যাখ্যা সম্বলিত বিষয়টা সম্পৃক্ত হত। একদা 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাসকে প্রশ্ন করা হয় যে, তোমার জ্ঞানের তুলনায় তোমার চাচাতো ভাইয়ের জ্ঞানের দৌরাত্ম কেমন ? তিনি উত্তর দিলেন- "অথৈ সাগরের তুলনায় বৃষ্টির ফোটার মত।"[৫৮]

(২) আল্-হাদীস বিষয়ক :

আল-হাদীসের ক্ষেত্রে 'আলী (রা.) এর মনীষা ও বৈদগ্ধ ছিল অসাধারণ, বিশাল ও গভীর মহাসমুদ্রতুল্য। রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর প্রায় ত্রিশটি বৎসর তিনি আল-কুরআন, আল-হাদীস এবং দ্বীন ও শরী'য়ত প্রচারে নিরন্তর ব্যাতিব্যস্ত ছিলেন। প্রথম তিন খলীফার আমলসহ নিজ খিলাফতের আমলেও নানা ফিৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্বেও জ্ঞান বিস্তারের এ স্রোত কখনও বন্ধ হয় নি। এ কারণে প্রথম তিন খলীফার তুলনায় আল-হ.াদীস বর্ণনার অধিক সুযোগ তাঁর দ্বারাই হয়। তিনি রাসূল (স.) হতে সর্বমোট পাঁচশত ছিয়াশিটি হাদীস বর্ণনা করেন।[৫৯] ইমাম বোখারী ও মুসলিম একই সনদে বিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারী এককভাবে নয়টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে পনেরটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬০] তাঁর বর্ণিত হাদীস সমূহ একত্রে সংকলিত পাওয়া যায়। উদাহরণতঃ আহমদ ইবন হাম্বলের "আল মুসনাদ," আত্ত্বিবুরানীর "আলমু'জামুল কবীর", আল হাকিমের "আল মুস্তাদরাক" প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর পুত্রত্রয় ইমাম হাসান, হুসায়ন ও মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়্যাহ (রা.)। এছাড়াও ইবন মাস'উদ, আবু হুরায়রা, ইবন 'উমর, ইবন 'আব্বাস, বারা ইবন 'আযিব প্রমুখ স.াহ.াবী রাদী আল্লাহু আনহুমগণ।[৬১] হুর ইবন 'আলী (র.) এর নিকটেও 'আলী (রা.) এর লিখিত অনেক বিষয়বস্তু সম্বলিত পরিপূর্ণ একটি পুস্তক (স.হ.ীফা) বিদ্যমান ছিল।[৬২]

(৩) 'ইলমুল ফিক্হ বিষয়ক :

'আলী (রা.) ইলমুল ফিক্হ এর কেন্দ্রস্থল। ইসলাম ধর্মে ফিক্হ্ শাস্ত্রের পরম্পরাসূত্র তাঁর দিকেই ধাবিত হয়। স্াহাবীদের আমলেও বড় বড় স্াহাবী ফিক্হ্ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। উদাহরণতঃ 'উমর (রা.) আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা.) প্রমুখ। তা সত্বেও ফিক.হ এর সম্পৃক্ততা 'আলী (রা.) দিকেই দেখা

---

৫৮ ইবন আবিল হাদীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ; 'আব্বাস মাহ.মুদ আল আক্.ক.াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৫৯ 'আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, তারীখ আল-খোলাফা, (বৈরুত: দার আল-জেয়ল, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭) পৃ.১১৯।

৬০ ইমাম নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

৬১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

৬২ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

যায়। প্রত্যেকটি জটিল মাস'আলার ব্যাপারে 'উমর (রা.) তাঁর শরণাপন্ন হতেন। এজন্য 'উমর (রা.) তাঁর ব্যাপারে বিভিন্ন সময় মন্তব্য করেছেন-[৬৩]

لو لا علی لهلك عمر 'আলী না হলে 'উমর ধ্বংস হয়ে যেত, অন্যত্র বলেছেন : لا بقيت لمعضلة

ليس لها ابو الحسن

আবার এক সময় তিনি বলেছেন :

لا يفتين احد في المسجد وعلي حاضر

" 'আলী (রা.) মসজিদে উপস্থিত থাকাবস্থায় কেউ সমাধানের কথা বলবে না"।

প্রত্যেক ফিক্.হর ইমাম 'আলী (রা.) এর রূহানী সন্তান ও পরিবার। নিম্নে প্রসিদ্ধ ইমামের সনদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে এ বিষয়টি অনুমেয় হবে।[৬৪]

আসহাবে আহনাফ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর শাগরিদদ্বয় তথা ইমাম আবু ইউসুফ (ও.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর থেকেই ফিকহুর জ্ঞান অর্জন করেছেন।

আসহাবে শাফিয়ী : ইমাম শাফিয়ী (র.) মুহাম্মদ ইবন হ.াসান (র.) থেকে ইলমুল ফিকহুর বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। আর মুহাম্মদ ইবন হাসান আবূ হানীফা (র.) থেকে এ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) : তিনি ইমাম শাফি'য়ী থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। আর ইমাম শাফিয়ী (র.) আসহাবে আহনাফ থেকে ফিকহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর উস্তাদ জা'ফর ইবন মুহাম্মদ, আর জা'ফর তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা ইমাম 'আলী (র.) থেকে ইলমুল ফিক.হ অর্জন করেছেন।

ইমাম মালিক (র.) :

তিনি রাবী'আতুর রায় থেকে তাঁর উস্তাদ 'ইকরামা, 'ইকরামার উস্তাদ 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা.) আর 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাসের উস্তাদ 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.)।

(৪) 'ইলমুল কালাম বিষয়ক :

কালাম শাস্ত্রে 'আলী (রা.) কে "আবু 'ইলমিল কালাম" বা 'ইলমুল কালামের জনক বলা হয়। মুতাকাল্লিমীনগণ তাঁর উপর ভিত্তি করেই কালাম শাস্ত্রের রচনা করেন। এ ব্যাপারে ইবন আবিল হাদীদ তার শরহ্ 'নাহজিল বালাগা'তেও উল্লেখ করেছেন। এ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম হচ্ছেন 'ওয়াসিল ইবন

---

৬৩ ইবন আবিল হ.াদীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮ : 'আব্বাস মাহ.মুদ আল আক্.ক.াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

'আতা" তাঁর উস্তাদ হচ্ছেন আবু হাশিম'আব্দুল্লাহ্ ইবন আল হ.ানাফিয়্যাহ্। আবু হাশিমের উস্তাদ হচ্ছেন তাঁর পিতা। তাঁর পিতা সরাসরি আমীরুল মো'মিনীন 'আলী (রা.) এর ছাত্র।[৬৫]

(৫) 'ইলমুত তাস.াওউফ বিষয়ক :

বর্তমান যুগেও যতগুলো তাস.াউওফের তরীকা রয়েছে এগুলোর অধিকাংশের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে আমীরুল মো'মিনীন আলী (রা.)। শিবলী (র.), জুনায়দ বোগদাদী (র.), সিররী (র.), আবু জায়দ আল বোস্তামী (র.) এবং আবু মাহ্.ফুজ যিনি আল কারখী হিসেবে প্রসিদ্ধ প্রমুখ মনীষীগণ'ইলম মা'রিফাত ও তাস.াউওফের তরীকায় প্রসিদ্ধ। এদের পরম্পরা সূত্রটি 'আলী (রা.) এর সাথে সম্পৃক্ত হয়।[৬৬]

(৬) 'ইলমুল ফাস.াহাত ও বালাগাত বিষয়ক :

আমীরুল মো'মিনীন 'আলী (রা.) ইমামুল ফাস্যাহাত ও সা'য়্যেদুল বুলাগা ছিলেন। জনগণ তাঁর থেকে ভাষণদানের পুঁজি ও লেখার জ্ঞান শিখেছেন। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক 'আব্দুল হ.ামিদ ইবন ইয়াহ্য়া বলেন- বিশুদ্ধ সাহিত্যে ভরপুর সত্তরটি খোৎবা আমি মুখস্থ করেছি। প্রখ্যাত খতীব ইবন নুবাতা বলেন: 'আলী (রা.) এর একশত অধ্যায়ের খুৎবা আমি সংগ্রহ করেছি। তাঁর খুৎবার একটি ভান্ডার মুখস্থ করেছি।[৬৭]

(৭) 'ইলমুন নাহ্.ব বিষয়ক :

'ইলমুন নাহ্.ব 'আরবী ব্যাকরণের স্তম্ভ। ভাষা গঠন ও সাবলীল ভঙ্গিতে উত্তমভাবে মনের ভাব প্রকাশের জন্য প্রয়োজন 'ইলমুন নাহ্.ব। গ্রীক ও সুরিয়ানী ভাষায় বিশুদ্ধ ভাষার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি থাকলেও 'ইলমু নাহ্.ব শাস্ত্রে নিয়মনীতি প্রণেতা হিসেবে আমীরুল মো'মিনীন 'আলী (রা.) এর নাম সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। সা'ঈদ ইবন সালাম আলবাহিলী তার পিতামহ আবুল আসওয়াদ আদ্দুয়ালী থেকে বর্ণনা করেন। একদা আবুল আসওয়াদ আদ্দুয়ালী 'আলী (রা.) এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি বলেন- আমি তাঁকে চিন্তামগ্ন অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আমীরুল মো'মিনীন আপনি কি নিয়ে চিন্তা করছেন ? তিনি উত্তর দিলেন : তোমাদের শহরে ভাষাগত ভুল শুনতেছি, তাই আমি আরবী নীতিমালার উপর একটি কিতাব লেখার ইচ্ছা করছি। আবুল আসওয়াদ বললেন: আপনি যদি এরূপ করেন তাহলে অমর হয়ে থাকবেন আমাদের মাঝে। আর আমাদের মাঝে 'আরবী ভাষাও টিকে থাকবে।

---

৬৫ 'আব্বাস মাহ্.মুদ আল আক্.ক.াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮। কালাম শাস্ত্রে আরেক দল 'আশায়িরা, তাদের পরম্পরায় সূত্রটিও আলী (রা.) এর নিকট পৌঁছেছে। বিস্তারিত দেখুন 'আব্বাস মাহ্.মুদ আল আক্.ক.াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৬৬ 'আব্বাস মাহ্.মুদ আল আক্.ক.াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮ ; ইবন আবিল হ.াদীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৬৭ ইবন আবিল হ.াদীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

তিনদিন পর 'আলী (রা.) এর নিকট আবুল আসওয়াদ আসল। 'আলী (রা.) তাকে একটি পুস্তিকা দিলেন যাতে লেখা ছিল :[৬৮]

بسم الله الرحمن الرحيم، الكلمة اسم وفعل وحرف، فالاسم : ما انبأ عن المسمّى، والفعل: ما انبأ عن حركةٌ المسمى، والحرف: ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل.

অত:পর আলী (রা.) তাঁকে বললেন, এর অনুকরণে তুমি এতে তোমার জ্ঞানানুসারে সংযোজন করতে পার। আবার তিনি বললেন: হে আবুল আসওয়াদ জেনে রাখ -

ان الاشياء ثلاثة : ظاهر، مضمر وشئ ليس بظاهر ولا مضمر وانما يتفاضل العلماء فى معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر.

আবুল আসওয়াদ বলেন, এগুলো সব একত্র করে তাঁর নিকট উপস্থাপন করলাম এমন কি حروف النصب গুলোও উপস্থাপন করে বললাম :

إنَّ – أنَّ – ليتَ – لَعَلَّ – كَأنَّ কিন্তু لكنَّ শব্দটি উপস্থাপন না করায় তিনি বললেন, এ শব্দটি ছেড়ে দিয়েছ কেন ? আমি তাঁকে বললাম যে, আমি এই গ্রুপে এটাকে গণ্য করি নি। 'আলী (রা.) বললেন এ শব্দটিও এর অন্তর্ভূক্ত।[৬৯]

(৮) **ইলমুল ফারা'ইদ. বিষয়ক :**

মিরাছ বন্টন শাস্ত্রেও তাঁর প্রচুর দখল ছিল। একদা এক মহিলা 'আলী (রা.) এর নিকট এসে অভিযোগ করল: যে তার এক ভাই ছয়শত দিনার রেখে মারা গেছে, আর তাকে মীরাছের অংশ থেকে মাত্র এক দিনার দিয়েছে। তিনি তাকে বললেন হয়তো সে তার একজন স্ত্রী, ২কন্যা, ১জন মা, বারোজন ভাই ও তোমাকে রেখে মারা গেছে। তাহলে তুমি তাই পাবে।

কুফার মিম্বারে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : হে আমীরুল মো'মিনীন, এক মৃত ব্যক্তি তাঁর একজন স্ত্রী, পিতা-মাতা এবং দুই মেয়ে রেখে মারা গেলে বন্টন পদ্ধতি কি হবে ? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন: "ثمنها تسعا" এই সুপ্রসিদ্ধ বন্টন পদ্ধতিকে مسئلة منبريه বলা হয়।[৭০]

---

৬৮ ইমাম জালাল উদ্দীন আসসুয়ূতী, তারীখ আল-খোলাফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪ : 'আব্বাস মাহ.মূদ আল আক্.ক.াদ স্বীয় গ্রন্থে ভাষাগত পরিবর্তন সহ একই বিষয়ের অবতারণা করেন। এর সাথে আরও সংযোজন করেন যেমনঃ শেষাংশে আবুল আসওয়াদকে 'আলী (রা.) বললেন:"انحو هذا النحو يا ابا الاسود" সে দিন থেকে এই শাস্ত্রের নাম علم النحو রাখা হয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

৯. 'ইলমুল ক.াদ.া' তথা আইন বিষয়ক :

'আলী (রা.) এর সমসাময়িক যুগে আইন শাস্ত্রে সবচেয়ে পারদর্শী ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি। আল-কুরআন ও আল-হাদীস থেকে মাসায়িল বের করা কিংবা নব্য সমস্যার সমাধানে তিনি তৎপর ছিলেন। 'উমর (রা.) এর খিলাফতকালে তিনি জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হলে 'আলী (রা.) এর শরণাপন্ন হতেন এবং বলতেন এ ব্যাপারে আবুল হুসায়ন ছাড়া অন্য কেউ সমাধা করতে পারবে না। কারণ তাঁর ইজতিহাদ গবেষণা ও রিসার্স বিতর্ক হয়।[৭১] এ ব্যাপারে ইসমা'ঈল ইবন খালিদ বলেন- আমি না'য়ীকে বললাম যে, মুগীরা (রা.) আল্লাহর শপথ করে বলেন: কোন বিচারকার্যে 'আলী (রা.) কখনও ভুল সিদ্ধান্ত দেন নি।[৭২]

'উমর (রা.) এর খিলাফতকালে এক পাগলীনী যিনা করে ৬মাসের অন্ত:সত্তার সংবাদ নিয়ে খলীফা 'উমর (রা.) এর নিকট এলে তিনি প্রস্তারাঘাতে তাকে মেরে ফেলার রায় দেয়ার মনস্থির করেন। 'আলী (রা.) তাকে বললেন, আল্লাহ ইরশাদ করেন:[৭৩] وحمله وفصاله ثلاثون شهرا "তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার জন্য স্তন্য ছাড়তে সময় লেগেছে ত্রিশ মাস।"

'আলী (রা.) রসূল (স.) এর হাদীসটিও স্মরণ করিয়ে দেন- ان الله رفع القلم عن المجنون "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মাতাল লোকদের হিসাব থেকে কলম গুটিয়ে রেখেছেন।" তৎক্ষণাৎ 'উমর (রা.) বলেন-[৭৪] لو لا علي لهلك عمر "আলী না হলে 'উমর বিপথগামী হত।"

১০. 'আরবী সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক :

পবিত্র আল-কুরআন শরীফ 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন উজ্জীবনের সৃষ্টি করেছে। আল-কুরআনের প্রভাবে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের নতুন দিক নির্দেশনার সৃষ্টি হয়েছিল যার কারণে সাহাবীদের মাঝেও এ বিষয়টির চর্চা পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় খলীফা 'উমর (রা.) প্রাচীন ও সমসাময়িক সাহিত্যের নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ এবং প্রশংসা ও প্রেরণাদানের জন্য খ্যাতি লাভ

---

৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৭২ ইবন 'আব্দিল বার, আল ইস্তি'আব ফী মা'রিফাতি আল-আসহ.াব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

৭৩ সূরা আল আহ.কাফ : ১৫

৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬, 'আক্কাস মাহ.মূদ আল আক্.ক.াদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন : 'আলী (রা.) প্রশ্নের উত্তরে 'উমর (রা.) কে বলেন: عن : أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل؟ আল 'আবকারিয়্যাতু আল ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন।[৭৫] উমর(রা.) পরে 'আরবী কবিতা ও কবিদের ব্যাপারে 'আলী (রা.) এর জ্ঞান ও গবেষণার মান উল্লেখযোগ্য। তিনি বিভিন্ন মতের সমাধান এবং প্রতিযোগীদের প্রাধান্য নির্ণয়ে সফলতা অর্জন করেন। একদা তাঁকে প্রাক ইসলামী যুগের কবিদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো: কে সবচেয়ে অগ্রগামী ? তিনি উত্তর দিলেন :[৭৬]

ان القوم لم يجروا فى حلقة تعرف الغاية عند تصبها فان كان ولابد فالملك الضليل.

১১. অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ :

মানুষ স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত শব্দের ব্যবহার পছন্দ করে এবং মনের ভাব আদান প্রদানে সহজতর হয়। তবে অপ্রচলিত শব্দ সম্ভারে পারদর্শী ব্যক্তিদের একটু কদর সব যুগেই পৃথক হয়ে থাকে। তদানিন্তন আরবে অপ্রচলিত শব্দ জ্ঞানে 'আলী (রা.) এর সম্যক দখল ছিল যার প্রমাণ নিম্নের উক্তি গুলোতে প্রতীয়মান হয় :[৭৭]

" الصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشنا ترك واجعل حيدورتيك إلى قيهلى حتى لا انفى نفية إلا او رعتها. بحماطة جلجلانك"

যার প্রচলিত ও সাবলীল আরবী নিম্নরূপ :

الصق مقعدك بالأرض وخذ القلم بما بين اصابعك واجعل عينيك إلى وجهى حتى لا ألفظ بلفظة الا وعيتها فى سواد قلبك"

"মেঝে তোমার আসন গ্রহণ কর এবং আঙ্গুলের মাঝে কলম ধর, তোমার নয়নযুগল আমার চেহারার দিকে নিবিষ্ট কর যাতে তোমার হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে কোন শব্দ গ্রহণে ছুটে না যায়।"

এমনিভাবে আরও দৃষ্টান্ত নিম্নে দেয়া হলো :

- " ما تر بعلبنت قط "

ما شربت اللبن يوم الأربعاء "বুধবার আমি দুধ পান করি না।"

- " ما تسبتسمكت قط "

---

৭৫ মো: আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্য সমালোচনা, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: সুলতানা প্রকাশনী, ১৪১০/১৯৮৯) পৃ. ৪৩।

৭৬ ড. জাবির কুমায়হা, আদাবু আলখোলাফা আল রাশিদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮ ; 'আব্বাস মাহ্মূদ আল আক্.ক.াদ, আল 'আবক.ারিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬

৭৭ 'আব্বাস মাহ্মূদ আল আক্.ক.াদ, আল 'আবকারিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

"আমি শনিবার মাছ খায়নি।" ما اكلت السمك يوم السبت

" ما تسر ولقمت قط"

"দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করবে না।" ما لبس السراويل قائما

১২. সাহিত্যকর্ম :

আলী (রা.) সাহিত্যের অঙ্গনে বিচরণ করেছেন। 'আরবী কাব্যে ও সাহিত্যে তাঁর অনন্যসাধারণ অবদান ছিল। খিলাফত পরিচালনাকালে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকগণকে প্রশাসনিক বিষয়ে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে পত্র লিখেছেন, এমনকি বিভিন্ন সময়ে মানুষের অনেক প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন। তাঁর এ সব বাণী কেউ লিখে রেখেছেন, কেউবা মুখস্থ করেছেন, আবার কেউ ছোট পুস্তিকাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন, নিম্নে তাঁর আরবী সাহিত্যের অবদান উল্লেখ করা হল:

১. "নাহজুল বালাগাহ" : মানুষের নিকট ছড়ানো ছিটানো তাঁর অমূল্যবাণী সমূহ এতে স্থান পেয়েছে। হিজরী ৪০০ শতাব্দীতে "নাকীবুল আশ্‌রাফ আত্‌তালিবীন আশ্‌শরীফ আররাদী" কর্তৃক আলী (রা.) এর পত্রাবলী, নির্দেশাবলী ও উক্তিসমূহ সংগ্রহ করে "নাহজুল বালাগাহ" গ্রন্থ সংকলন করেন।[৭৮]

২. দীওয়ান-ই-আলী : আমীরুল মো'মিনীন আলী (রা.) কর্তৃক বিভিন্ন সময়ের কবিতা সংগ্রহ করে আশ্‌শরীফ আররাজী সংকলন করেন।[৭৯]

৩. কিতাব আলী :

৪. জামিয়া :

শেষোক্ত কিতাবদ্বয়ে সমগ্র দুনিয়ায় যে সব ঘটনা সংঘটিত হবে উহার বিবরণ দিয়েছিলেন। (দৈনিক ইনকিলাব, ১২ জুন, ১৯৯৩)।[৮০]

গবেষকদের মতে 'ইলমুল জাফর' এর সাথে 'আলজামিয়া' বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। "ইলমুল জাফর" হচ্ছে জ্ঞানসম্পর্কীয় বিষয়াদি যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে তা এতে স্থান পেয়েছে। আর "আল জামিয়া" তে রয়েছে পৃথিবীতে বস্তু সম্পর্কীয় বিষয়ের অবতারণা।[৮১]

একদল গবেষকদের থেকে এমনটিও মতামত পরিলক্ষিত হয় যে, আলী (রা.) কর্তৃক ছাগলের চার মাস বয়সের একটি চামড়াতে ২৮ টি অক্ষর তৈরী করে সেখানে রেখেছেন। এতে আহলে বায়ত এর

---

৭৮ জেহাদুল ইসলাম অনূদিত নাহজ্ আল বালাগা, (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স বাংলাবাজার, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর: ২০০০) পৃ. ভূমিকা দ্রঃ ; 'আব্বাস মাহ্‌মূদ আল আক্‌.ক.াদ আল আবকারিয়্যাহ্ আল ইসলামিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

৭৯ প্রাগুক্ত

৮০ প্রাগুক্ত

৮১ মোহাম্মদ রিদ.া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদার উল্লেখ রয়েছে। আর জাফর অর্থ হচ্ছে ছাগলের চামড়া, এজন্য ইহাকে "ইলমুল জাফর"[৮২] বলা হয়। ইবন ত.লহা বলেন: আল জামিয়া ও আল জাফর দুটি মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব। 'আলী (রা.) কুফার মিম্বারে বসে যে সমস্ত ভাষণ দিতেন তার সংকলন একটিতে রয়েছে। অন্যটিতে রয়েছে, রাসূল (স.) সংগৃহীত রহস্যাদি।[৮৩] আল্লামা জুরজানী বলেন: আল জাফর ও আল জামিয়া 'আলীর (রা.) দুটি কিতাব। এতে ইলমুল হরুফের বিবর্তনের উল্লেখ রয়েছে যা সমকালীন পৃথিবীতে ঘটবে।[৮৪] তবে প্রখ্যাত গবেষক আদ্‌দিময়ারী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ "কিতাবুল হায়ওয়ানে উল্লেখ করেছেন যে, 'আলজাফর' গ্রন্থটি শী'আ মতাবলম্বীদের ৬ষ্ঠ ইমাম "জা'ফর আস্ স.াদেক." কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ। এতে রয়েছে আহল বায়তের মর্যাদার কথা। মরমী কবি আবুল 'আলা আল-মা'আররী "আলজাফর" কিতাব সম্পর্কে তাঁর এক চরণে মন্তব্য করেন:[৮৫]

لقد عجبوا لأهل البيت، لما + آتاهم علمهم فى مسلك جفر

ومرة المنجم وهى صغرى + ارتــه كــل عـامـرة وقـفر

"আহল বায়তগণ আশ্চর্যান্বিত হবেন এ কারণে যে, তাদের নিকট রয়েছে ছিপি আঁটা "জাফরী জ্ঞান"। জ্যোতিষীর নিকট দর্পণ ছোট হলেও স্বচ্ছ ও উন্নত থাকে।"

ইবন খালদুন তাঁর মোকাদ্দিমায় উল্লেখ করেন যে, "কিতাবুল জাফর" হারুন ইবন সা'ঈদ আল 'আজালী কর্তৃক রচিত। যিনি শী'আদের একটি দল জায়দীয়্যাহ্ এর মতাবলম্বী। উক্ত কিতাবে আহল বায়তের কাশ্‌ফ ও কারামাতের উল্লেখ রয়েছে। জাফর অর্থ ছোট চামড়া, যেহেতু তিনি ছোট চামড়ায় এসব বিষয়ের সন্নিবেশিত করেন এজন্য এ নামে খ্যাত হয়।[৮৬]

৫. "আনওয়ার আল উকুল মিন আশ'আরী ওয়াসিইয়ী আল রসূল" (রসূল প্রতিনিধির কবিতাবলী জ্ঞান প্রদীপ): ৮৯৭/১৪৯২ সনে সাদী ইবন তাজী সংকলিত এ গ্রন্থটি বৃটিশ মিউজিয়ামসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। ৮৯০/১৭৮৫ সনে হুসায়ন ইবন মু'ঈন আলদীন আল মাইবুযী কর্তৃক ফারসী ভাষায় কৃত এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লীডন, বৃটিশ মিউজিয়াম, তেহরানসহ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়।[৮৭] এছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি কৃত এর ফারসী অনুবাদ হামবুর্গ (১,১৯১) এ সংরক্ষিত রয়েছে।[৮৮]

---

৮২ প্রাগুক্ত

৮৩ মুহাম্মদ রিদ.া, আল ইমামু আলী ইবন আবী তালিব (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১-২২

৮৭ ফজলুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত দীওয়ান-ই- আলী (রা.) (ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০) ভূমিকা দ্র.।

৮৮ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা.) এর মর্যাদা : আল-কুরআনের আলোকে

'আলী (রা.) এর অভিমতের সমর্থনে এবং কাজের প্রশংসার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আয়াত ইঙ্গিত বহন করে থাকে। এ ব্যাপারে ইবন 'আসাকির আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাসের সূত্রে বলেন :[৮৯]

'আলী (রা.) ব্যতীত অন্যকারো ব্যাপারে আল-কুরআনে উল্লেখ করেনি। একই সূত্রে অন্যত্র ইরশাদ করেন যে, 'আলী (রা.) এর ব্যাপারে তিনশতটি আয়াত নাজিল হয়েছে।[৯০] এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো।

এক. আয়াত মোবাহিলা :

হিজরী ৯ম সনে নাজরান খৃষ্টানদের প্রতিনিধিদল রাসূল (স.) এর সাথে এক পর্যায়ে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু করলে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য উভয়দলের নিকটাত্মীয়দের সাথে নিয়ে যেন নির্দিষ্ট স্থানে গমন করে। যেমন আল্লাহ বলেন :[৯১]

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.

"তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এ কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল: এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।"

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম কাশশাফ বলেন :[৯২]

لا دليل اقوى من هذا على فضل أصحاب الكساء وهم على رضـ وفاطمة والحسنان لأنها لما نزلت دعاهم صلى الله عليه وسلم فاحتضن الحسين واخذ بيد الحسن ومشت فاطمة خلفهما فعلم أنهم المراد من الآية.

'আলী (রা.) ফাতিমা (রা.) হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.) এর মর্যাদার ব্যাপারে উক্ত আয়াতের চেয়ে মজবুত দলীল আর হতে পারে না। কেননা, যখন এ আয়াতটি নাজিল হয় তখন রাসূল (স.)

---

৮৯ 'আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, তারীখ আল-খোলাফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪

৯০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৯১ সূরা আলে 'ইমরান : ৬১

৯২ আল ইমাম আবুল্লাহ মাহ্মুদ ইবন 'উমর আল যমখশরী, আল কাশশাফ 'আল হাকা'ইকি গাওয়ামিদি. আল তানযীল ওয়া 'উয়ুনিল 'আক.াভীল ফী ওজুহিত্ তাভীল, (..... মাকতাবুল ইসলাম আল ইসলামী, ১৪১৪হি.), পৃ. ৩৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

হুসায়নকে কোলে হাসানকে এক হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলেন। পিছনে কন্যা ফাতিমা ও 'আলী (রা.) দন্ডায়মান ছিলেন।

দুই. <u>আহ্‌ল বায়তের পবিত্রতা প্রসঙ্গে</u> :

যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়[১৩]

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا

"হে নবী পরিবারের সদস্য! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।"

তখন রাসূল (স.) উম্মু সালমার ঘরে ফাতিমা, 'আলী এবং হাসান-হুসায়নকে ডেকে বললেন-[১৪]

اللهم إن هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا

"হে আল্লাহ! এরা সবাই আমার আহ্‌ল বায়ত। এদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে পূত: পবিত্র করুন।"

অবশ্য উম্মু সালমা (রা.) বলেন- আমাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১৫]

তিন. <u>পথ প্রদর্শক প্রসঙ্গে</u>

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে শী'আ সম্প্রদায় দলীল পেশ করছেন যেমন-:[১৬]

إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

"আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক রয়েছে।"

ছা'লাবী এর সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (স.) ইরশাদ করেন- "انا المنذر وعلى الهادى" "আমি ভীতি প্রদর্শক আর 'আলী পথ প্রদর্শক।" রেওয়ায়েতটি অত্যাধিক দূর্বল। কারণ সনদসূত্রে ছা'লবীর নাম রয়েছে যাকে মুফাসসিরগণ তাফসীর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হিসেবে মনে করেন না।[১৭]

---

১৩ সূরা আল আহযাব : ৩৩

১৪ ইবন 'আবদিল বার, আল ইস্তি'আব ফী মা'রিফাতি আল-আসহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

১৫. শাহ 'আব্দুল 'আযীয, আত্‌তুহফা আল ইছ্‌না 'আশারিয়্যাহ, (রিয়াদ: আররিয়াসাতু আল-'আম্মাহ্ লি ইদারাতিল বাহুছ, আল ইলমিয়্যাহ্ ওয়াল ইফতা ওয়াদ্ দা'ওআহ্ ওয়াল ইরশাদ, ১৪০৪ হি.) পৃ.১৫১।

১৬ সূরা আর রা'আদ : ৭

১৭ শাহ 'আব্দুল 'আযীয, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

চার. নবী (স.) এর একান্ত সাহচর্য

আল্লাহ্ ইরশাদ করেন-[৯৮] والسّبقون السّبقون اولئك المقربون "অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই, তারাই নৈকট্যশীল।"

শী'আ মতাবলম্বী 'আলিমগণ বলেন: ইবন 'আব্বাস থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন- অগ্রগামীদল তিনজন, ১. মূসা (আ.) এর সাহচর্যে অগ্রগামী য়ূশা ইবন নূন ২. ঈসা (আ.) এর সাহচর্যে অগ্রগামী হচ্ছেন য়ামীন, আর মুহাম্মদ (স.) এর সাহচার্যে অগ্রণী হচ্ছেন 'আলী (রা.)। এ আয়াতের তাফসীরের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য ও মতামতের অবকাশ রয়েছে।[৯৯]

পাঁচ. 'আলী (রা.) এর ঔদার্যের বর্ণনা

ইবন 'আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াহেদী তার তাফসীরে বলেছেন : একদা 'আলী (রা.) এর নিকট ৪ দিরহাম ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। তাই তিনি এক দিরহাম রাতে, এক দিরহাম দিনে, এক দিরহাম গোপনে এবং এক দিরহাম প্রকাশ্যে আল্লাহর রাস্তায় দান করলেন। ইত্যবসরে 'আলী (রা.) এর প্রশংসায় নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়।[১০০] যথা :[১০১]

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلا نيـة فلهـم أجرهـم عنـد ربهـم ولا خـوف عليه ولا هم يحزنـون.

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকট প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই ও চিন্তিত হবার কারণ নেই।"

---

৯৮ সূরা আল ওয়াকিয়াহ্ : ১০-১১

৯৯ শাহ্ আব্দুল 'আযীয, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

১০০ সায়্যেদ আলী জাফরী, আল মুরতাদা। ইমাম 'আলী ইবন আবী তালিব (আ.), অনুবাদক কাজী মাসুম (ঢাকা : নূর এ সাকলাইন বেগম বাজার, ১৪১৮/১৯৯৭) পৃ. ৩৭।

১০১ সূরা আল বাকারাহ : ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

'আলী (রা.) এর মর্যাদা : আল-হাদীসের আলোকে

এক. রাসূল (স.) এর ভালাবাসার বহি:প্রকাশ

উম্মু 'আতীয়্যাহ্ বর্ণনা করেন যে, কোন এক যুগে একদল মোজাহিদ রাসূল (স.) কর্তৃক প্রেরিত হন। রাভী বলেন, আমি সে সময় রাসূল (স.) কে দু'হাত উত্তলন অবস্থায় নিম্নোক্ত দু'আটি বলতে শুনেছি:[১০২] اللهم لا تمتنى حتى ترينى عليا। "হে আল্লাহ ! আলীকে না দেখিয়ে আমাকে মৃত্যু দিওনা"।

দুই. 'আলী (রা.) জ্ঞানের দ্বার

"স.নাবিহা" থেকে বর্ণিত তিনি 'আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি রাসূল (স.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন:[১০৩] انا دار الحكمة وعلى بابها অন্য বর্ণনায় রয়েছে انا مدينة العلم وعلى بابها আমি জ্ঞানের শহর আর 'আলী (রা.) জ্ঞানের দ্বার।

এ হাদীসটি সম্পর্কে য়াহয়া ইবন মু'ঈন বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই। ইমাম বোখারী বলেন এ হাদীসটি সহী.হ হওয়ার কোন উপায় নেই। ইমাম তিরমিযী মুনকার ও গরীব বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম নববী, জাহাবী ও আলজা'ফরী মওযুআতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১০৪]

তিন. রাসূল (স.) এর মহব্বত 'আলী (রা.) এর সাথে সম্পৃক্ত

হাকিম তাঁর আলমুসতাদরাকে, হ.াইছ.ামী তার আয্ যাওয়ায়েদে এবং আলহিন্দী তার গ্রন্থ কানযুল উম্মালে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন :[১০৫]

من أحبَّ عليا فقد احبنى ومن ابغض عليا فقد ابغضنى ومن آذى عليا فقد آذانى. ومن آذانى فقد اذى الله.

অর্থ : যে 'আলীকে ভালবাসে সে যেন আমাকে ভালবাসল আর যে 'আলীকে বিরূপভাবাপন্ন করে সে যেন আমাকেই বিরূপভাবে, যে 'আলীকে কষ্ট দেয় সে যেন আমাকে কষ্ট দেয় আর যে আমাকে কষ্ট দেয় সে যেন আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়।

---

১০২ আল্লামা নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত (দামেস্ক: ইদারা আত্তাবায়িয়্যাহ আল মুনীরিয়্যাহ, তা.বি.) ১খ., পৃ. ৩৪৮ ; ইমাম তিরমিযী, মানাকেবে 'আলী দ্র.

১০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

১০৪ শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয, আত্তুহ্ফা আল ইছ.না 'আশারিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

১০৫. ইবন 'আবদিল বার, আল ইস্তী'আব ফী মা'রিফাতি আল-আসহ.াব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

চার. রাসূল (স.) ও 'আলী (রা.) এর প্রভূ অভিন্ন

সাহাবী বুরায়দা ইবনুল হাসীব আল আসলামী (রা.) বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জ থেকে ফিরার পথে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী "গাদীরে খুম" নামক স্থানে সমবেত জনতার সামনে 'আলী (রা.) এর হাত ধরে রাসূল (স.) বলেছিলেন: হে মুমিনগণ ! তোমাদের নিজের সত্ত্বা থেকেও কি আমি উত্তম নই ? স.হ.াবী বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন :[১০৬]

من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه،

"আমি যার দাস 'আলীও তার দাস। হে আল্লাহ্ ! যে 'আলীকে মিত্র মনে করে, তুমিও তাকে মিত্র মনে কর। আর যে আলীকে শত্রু মনে করে তুমিও তার ব্যাপারে বৈরীভাব পোষণ কর।"

পাঁচ. 'আলী (রা.) রাসূল (স.) এর স্থলাভিষিক্ত

ইমাম বুখারী ও মুসলিম সাহাবী বারা' ইবন 'আযিব এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স.) তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে মহিলা ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব 'আলী (রা.) কে অর্পণ করেন। 'আলী (রা.) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি কি আমাকে মহিলা ও শিশুদের সাথে পিছনে ফেলে যাচ্ছেন ? রাসূল (স.) ইরশাদ করেন :[১০৭]

اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هرون من موسى ؟ الا انه لا نبى بعدى-

"তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মূসা (আ.) এর স্থানে হারুন (আ.) যেমন ছিলেন তুমিও আমার স্থলাভিষিক্ত হবে, তবে জেনে রাখ! আমার পর কোন নতুন নবীর আগমন ঘটবে না।"

এরূপভাবে 'আলী (রা.) এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আরও বর্ণনা সায়্যেদ আলী জা'ফরী রচিত "আল মুরতাদ.া ইমাম 'আলী ইবন আবী তালিব (আ.)" এবং শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (র.) রচিত "আত্তুহফা আল্ ইছ্না 'আশারিয়্যাহ্" সহ সিহাহ সিত্তার "সাহাবীদের মাহাত্ম্য" অধ্যায়ে পরিলক্ষিত হয়।

---

১০৬ শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয, আত্তুহফাহ্ আল ইছ্না 'আশারিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

১০৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা হিসেবে 'আলী (রা.) :

বায়'আত গ্রহণ :

তৃতীয় খলীফা আমীরুল মোমিনীন 'উছ্‌মান (রা.) কে বিদ্রোহীরা ২২জিলহজ্জ ৩৫ হিজরীতে নির্মমভাবে শহীদ করে। তাঁর শাহাদাতের পর জনগণের চাপের মুখে তিন দিন পর অর্থাৎ ২৫ জিলহজ্জ ৩৫ হিজরী মোতাবেক ২৪শে জুন ৬৫৬ খৃষ্টাব্দ শুক্রবার মদীনার মসজিদে বায়'আত গ্রহণ করেন।[১০৮] তিনি ৪বছর ৯ মাস অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে খিলাফত পরিচালনা করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের মুহূর্তে সমগ্র মুসলিম জাহান চরম অরাজকতা ও বিদ্রোহের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) কেও খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু এ দু'টো অবস্থার মধ্যে আকাশসম পার্থক্য ছিল। সিদ্দীক আকবরকে যে সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হলো কাফির ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে। সমস্ত ইসলামী জনতা এ সংঘর্ষে খলীফার সমর্থক ও সহযোগী ছিল। বিরুদ্ধবাদীরা ছিল বাতিল পন্থী লালসা ও দুস্প্রবৃত্তির অনুসারী। পক্ষান্তরে 'আলী (রা.) কে যাদের বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তারা শুধু মুসলমানই ছিলেন না বরং নবী পত্নী 'আ'ইশা (রা.) 'আশারায়ে মোবাশ্‌শারার সম্মানিত সদস্য, কাতিবে ওয়াহী মু'আবিয়া (রা.) সহ বহুসংখ্যক স.হ.বী।

খিলাফত গ্রহণকালে প্রথম কাজ ছিল 'উছ্‌মান (রা.) এর হত্যাকারীদের ক.সা.স. গ্রহণ। কিন্তু দু'কারণে দু:সাধ্য ছিল।[১০৯]

এক. 'উছ্‌মান (রা.) এর হত্যাকারীদের ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নয় এমনকি তাঁর স্ত্রী না'ইলা তাদেরকে দেখেছিলেন কিন্তু চিনতে পারেন নি। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর 'উছ্‌মান (রা.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন কিন্তু'উছ্‌মান (রা.) এর ক্রোডের মুখে পিছু হটেন। তিনিও হত্যাকারীদের চিনতে পারেন নি।

দুই. তৎসময়ে মদীনার অবস্থাও ছিল নাযুক। কারণ হাজার হাজার বিদ্রোহীরা মদীনা কবজা করে আছে এমনকি সেই দলের একটি অংশ 'আলী (রা.) এর সেনাবাহিনীতেও ঢুকে পড়েছিল। তাঁর এ অসহায় অবস্থা অনেক মুসলমানই উপলব্ধি করতে পারেন নি। যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ রূপ লাভ করে যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়।

---

১০৮ মুহাম্মদ রিদা, আল ইমাম 'আলী বিন আবী তালিব (রা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪, জেহাদুল ইসলাম কর্তৃক নাহজ আল বালাগা এর অনুবাদের ভূমিকায় 'আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্বের তারিখ ২১শে জিলহজ্জ ৩৫হি. এর কথা উল্লেখ করেন।

১০৯ মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসুলের জীবনকথা, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ৩য় প্রকাশ, জুন/৯৬), ১ খ, পৃ. ৫০-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

১. উষ্ট্র যুদ্ধ :

'উছ্‌মান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশী উদগ্রীব ছিলেন উম্মুল মুমিনীন 'আ'ইশা (রা.), ত.লহা (রা.) ও যুবায়ির (রা.) সহ বেশ কয়েকজন সাহাবী। তালহা ও যুবায়ির (রা.) মদীনা থেকে মক্কায় 'আ'ইশা (রা.) এর সাথে মিলিত হলেন। 'আ'ইশা (রা.) এর নেতৃত্বে তাঁরা মক্কা থেকে বসরার উদ্দেশ্যে গমন করেন। 'আলী (রা.)ও বসরার উপকণ্ঠে তাদের মুখোমুখি হন। উভয় পক্ষই নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেলেন এবং সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমেই তা সুরাহা হয়। কিন্তু বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী তাদের এ শান্তি ও আপোষ দেখে ক্রোধে জ্বলে পুড়ে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। রাতের আধারে উভয় পক্ষের শিবিরে হামলা চালিয়ে আপোষকে ধোকার ষড়যন্ত্রে ঠেলে দেয়। ফলে জমাদিউছ. ছ.নী ৩৬ হিজরী সনে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ত.লহা (রা.), যুবায়ির (রা.) সহ তের হাজার সাহাবী ও সঙ্গী শাহাদাত বরণ করেন। বসরায় 'আলী (রা.) ১৫দিন অবস্থানের পর কুফায় চলে যান।[১১০]

'আলী (রা.) এ যুদ্ধের বিবরণ ও 'উছ্‌মান (রা.) এর কিসাসের ব্যাপারটি 'আ'ইশা (রা.) কে বুঝাতে সক্ষম হন, 'আ'ইশা (রা.) ব্যাপারটি বুঝেন। তাঁকে স্বসম্মানে তাঁর ভাই আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর ও অপরাপর বিশ্বস্ত লোকের হিফাজতে মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। উম্মুল মোমিনীনকে বিদায় জানাতে 'আলী (রা.) বহুদূর পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করেন। পুত্র হাসান (রা.) ও পিতার অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের এ সৌজন্যমূলক আচরণে 'আ'ইশা (রা.) দারুণ আনন্দিত হন এবং পরস্পরের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে।[১১১]

২. সিফফীনের যুদ্ধ :

জঙ্গে জামালের পর 'আলী (রা.) দামিস্কের আমীরে মু'আবিয়া (রা.) এর দিকে মনোনিবেশ করেন। বিশৃংখলকারীগণ আমীরে মু'আবিয়ার ব্যক্তিগত শত্রুতার সুযোগে বায়'আত গ্রহণের অস্বীকৃতির ব্যাপারটি 'আলী (রা.) কে কলা কৌশলে বুঝাতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে 'আলী (রা.) কর্তৃক 'উছ্‌মান (রা.) এর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ বিলম্ব হওয়ার ঘটনাটি নিছক হটকারীতা বৈ কিছু নয় একথাটি মু'আবিয়া (রা.) কে বুঝিয়ে দেয়। উভয়ের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির দানা তীব্র হতে থাকে, ৩৭ হিজরী সনের সফর মাসে 'আলী (রা.) এর পক্ষে ৯০,০০০ ও মু'আবিয়া (রা.) এর পক্ষ ১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে সিফফীন নামক স্থানে ভুল বোঝাবুঝির তীব্র বিস্ফোরকে ৯০,০০০ মুসলমান শহীদ হন। শালিশী বোর্ডে ও হটকারিতার ফলে আর মিমাংসা হওয়া সম্ভব হয় নি। ব্যাপারটি অমিমাংসিত রয়ে যাওয়ার ফলে সেদিন থেকেই মুসলিম খিলাফতে ফাটল ধরে দু'ভাগ হয়ে যায়।[১১২]

---

১১০ ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, তারীখ আল-খোলাফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

১১১ মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২ ; ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬-২৪৭।

১১২ মুহাম্মদ 'আব্দুল মা'বুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

৩. নাহরাওয়ান্দের যুদ্ধ :

সিফ্ফীনের যুদ্ধের পর মু'আবিয়া (রা.) এর সামরিক শক্তি দিন দিন বাড়তে লাগল। 'আলী (রা.) এর সমর্থকদের মধ্যে অনৈক্য বিশৃংখলার রাজত্ব কায়েম হতে লাগল। সিফ্ফীনের শালিশী বোর্ডের প্রস্তাবের পর পরই কতিপয় লোক لا حكم إلا لله (আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য কিছু নয়) শ্লোগানে মেতে উঠল। তাদের এ বক্তব্য সঠিক ছিল কিন্তু কু-মতলবে ভরপুর। তাদের দাবী অনুসারে যারা এর বিরোধীতা করে তারা কাফির। 'আলী (রা.) এর দল থেকে ভিন্নমত ও পথের রাজত্ব কায়েম করতে শুরু করল। ঢালাওভাবে হত্যাযজ্ঞ শুরু করল তাদের হাত থেকে নারী, শিশু কেউ রক্ষা পেল না। শিশু হত্যার দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যবহার করতে শুরু করল :[১১৩] فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله.....

"তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাৎ পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন।"

'আলী (রা.) তাদের কয়েকটি উপদলকে ছত্রভঙ্গ করে দিলে নাহরাওয়ান্দ নামক স্থানে সমবেত হল। হিজরী ৩৮ সনের শা'বান মাসে এ যুদ্ধে খারিজী সম্প্রদায়ের দশ হাজার লোকের জীবনকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা হয়।[১১৪]

---

১১৩ সূরা আলকাহাফ : ৭৪

১১৪ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫ ; ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, তারীখ আল-খোলাফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'আলী (রা.) এর নীতিবাক্য

'আলী (রা.) বিভিন্ন সময়ে ভাষণদানে যে বক্তব্য দিতেন তন্মধ্যে কতিপয় বক্তব্য পরবর্তীতে নীতিবাক্য হিসেবে প্রচলন রয়েছে। এছাড়া অনেক সময় নিজের ছেলেদেরকে কিংবা অন্য কাউকে উপদেশ দিতেন তাও প্রবাদবাক্য ও নীতিবাক্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করা হল :

১. আবু নাঈম বর্ণনা করেন যে, 'আলী (রা.) বলেছেন : আত্মার নৈকট্যই মানুষকে নিকটতম করে যদিও বংশ সূত্র অনেক দূরে থাকে। বংশের সম্পর্ক ঘনিষ্ট হলেও শত্রুতার কারণে অনাত্মীয়ের মর্যাদায় স্থান পায়। দেহের জন্য হাতের চেয়ে নিকটতম অঙ্গ নেই, যদি হাত অন্যায় করে বসে তাহলে কর্তন করা হয়।[১১৫]

২. ইবন 'আসাকিরের সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : কেউ যদি মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করতে চায় সে যেন মানুষের জন্য তা-ই পছন্দ করে যা নিজের জন্য করে।[১১৬]

৩. হাকিম তাঁর আত্তারীখে বর্ণনা করেন, যে আলী (রা.) বলেন : ডালিম ফলের জোস খাও তাহলে হযম শক্তি বৃদ্ধি পাবে।[১১৭]

৪. সাঈদ ইবন মানসূর বর্ণনা করেন : 'আলী (রা.) বলেন যে, মানুষ এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন তাদের মর্যাদা দাস-দাসীদের চেয়েও নিকৃষ্টতর হবে।[১১৮]

৫. ইবন 'আসাকিরের সূত্রে আলী (রা.) বলেন : আমার আত্মা এমন অবস্থায় প্রশান্তি লাভ করে যখন কোন অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে উত্তরে الله اعلم বলি।[১১৯]

৬. সাঈদ ইবন মনসুর তার সুনানে উল্লেখ করেন যে, আলী (রা.) বলেছেন : আমার থেকে ৫টি বিষয়ে জেনে নাও :[১২০]

১. গুনাহর ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হও

২. আল্লাহর নিকট আশাবাদী হও

৩. অজানা বিষয়ে জানতে লজ্জাবোধ করবে না

---

১১৫ ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, তারীখ আল-খোলাফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

১১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

১১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

১১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

১১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

১২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

৪. অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে أعلم الله বলতে ইতস্তত: করবে না।

৫. দেহের জন্য মাথার মর্যাদা যেমন, ঈমানের জন্য ধৈর্য্য ধারণের গুরুত্বও তেমনি। মাথা না থাকলে যেমন শরীরের মূল্য নেই, তেমনি ধৈর্য্য না থাকলে ঈমানের মূল্য নেই।

৭. মানুষের সাথে দেখা হলে এমন আচরণ করবে যেন তোমার মৃত্যুতে তারা কাঁদে এবং তুমি বেঁচে থাকলে তারা তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করে।[১২১]

৮. বিবেচক লোকের দোষত্রুটি ক্ষমা কর, কারণ তারা ভ্রমে নিপতিত হলে আল্লাহ্ তাদের তুলে আনেন।[১২২]

৯. যে তোমাকে সতর্ক করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে তোমাকে সুসংবাদ দেয়।[১২৩]

১০. যার কর্ম তৎপরবর্তী নিম্নমানের তার বংশ মর্যাদার জন্য তাকে উচ্চ মর্যাদা দেয়া যায় না।[১২৪]

১১. উদার হইও কিন্তু অপচয়কারী হইওনা। মিতব্যায়ী হইও কিন্তু কৃপণ হইও না।[১২৫]

১২. দেহের বিরক্তিকর অবস্থা হলে হৃদয়ও বিরক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং সৌন্দর্যপূর্ণ জিনিষ দেখা বুদ্ধিমানের কাজ।[১২৬]

১৩. কখনও কখনও শিক্ষিত লোকের অজ্ঞতা তাকে ধ্বংস করে দেয়। তখন তাঁর যে জ্ঞান আছে তা লোপ পায়।[১২৭]

১৪. দৃঢ় ঈমানে ঘুমানো সংশয়পূর্ণ ইবাদত হতে অধিকতর ভাল।[১২৮]

১৫. যে ব্যক্তি বিভিন্ন লোকের মতামত গ্রহণ করে সে চোরাগর্তের ফাঁদ বুঝতে পারে।[১২৯]

১৬. সবচেয়ে নিকটতম সহচর সে, যারজন্য আনুষ্ঠানিক পালন করতে হয়।[১৩০]

১৭. সম্মানজনক পদমর্যাদার জন্য সেই ব্যক্তি অধিক উপযোগী যে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত।[১৩১]

১৮. জ্ঞান আমলের সহিত সম্পৃক্ত। সুতরাং যে জ্ঞানী তাকে আমল করতে হবে।[১৩২]

---

১২১ আশ্‌শরীফ রেজ্জা, (অনু:) জেহাদুল ইসলাম, নাহজু আল বালাগাহ্ (ঢাকা : বাংলাবাজার, র‍্যামন পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, অক্টো: ২০০০) পৃ. ৩৮৩ ; 'আল্লামা সিবত ইবন আল জাওযী, তাযকিরাতু আল খাওয়াস, (তেহরান: মাকতাবা নিনুভী আলহাদীসাহ, তা.বি.), পৃ. ১৬-৩০

১২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩

১২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

১২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

১২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

১২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

১২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

১২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

১৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪

১৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯. নিজের শৃংখলা বিধানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি অন্যের যা অপছন্দ কর তা হতে নিজেদের বিরত রাখ।[১৩৩]

২০. বিজ্ঞদের মত ধৈর্যধারণ করতে হবে, নতুবা অজ্ঞদের মত চুপ করে থাকতে হবে।[১৩৪]

২১. তোমার জ্ঞান দ্বারা যদি ধ্বংসের পথ ও হিদায়াতের পথ পরখ করতে পার তাহলে তোমার জন্য যথেষ্ট।[১৩৫]

২২. ষাট বছর বয়স পর্যন্ত আল্লাহ মানুষের উযর গ্রহণ করে থাকেন।[১৩৬]

২৩. প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পদে দু'ধরণের অধিকার রয়েছে :

১. উত্তরাধিকারী ২. আকস্মিক।[১৩৭]

২৪. দু:খের শোভা হল সততা আর ধনীর শোভা হল কৃতজ্ঞতা।[১৩৮]

২৫. তোমার সম্পর্কে যদি কারও সুধারণা থাকে তবে তা সত্যে পরিণত করার চেষ্টা কর।[১৩৯]

---

১৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১

১৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

১৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

১৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

১৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯

১৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯

১৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯

১৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শী'আদের দৃষ্টিতে 'আলী (রা.)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শী'আদের দৃষ্টিতে 'আলী (রা.)

প্রথম পরিচ্ছেদ

শী'আদের পরিচিতি

আভিধানিক অর্থ :

শী'আ আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ দল, সম্প্রদায়, অনুসারীবৃন্দ,[১] সাহায্যকারী, সাথী, কারো পশ্চাতে গমনকারী।

পবিত্র কুরআন শরীফে শী'আ শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন :[২]

ثم لننزعنّ من كل شيعةٍ أيّهم اشدّ على الرحمن عتيًا

'অত:পর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব।'

وان من شيعته لابراهيم

"নি:সন্দেহে ইব্রাহীম ছিল তাঁর (নূহের) অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত"। (৩৭:৮৩)

ইবন খালদূন বলেন شيعة শব্দের আভিধানিক অর্থ সাথী ও অনুসারী (الاتباع والصحب)। কিন্তু পূর্ববর্তী ও প্রাচীন শাস্ত্রবিদ এবং ধর্মতত্ত্ববিদদের পরিভাষায় এ শব্দ দ্বারা 'আলী (রা:) এর সন্তান-সন্ততি ও অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়।[৩]

পারিভাষিক অর্থ :

এ সম্পর্কে শী'আ সম্প্রদায়ের আলিম ও আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আলিমদের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে।[৪]

শী'আ আলিমদের মতে- যারা নবী (স.) এরপর 'আলী (রা.) কে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং তাঁর অসিয়্যত অনুযায়ী 'আলী-ই (রা.) হলেন তাঁর পরে নিযুক্ত একমাত্র বৈধ ইমাম বা খলীফা। আর এ

---

১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী সেপ্টে: ১৯৯৯), সংস্ক. ২, পৃ. ৩৪৭

২ সূরা মারইয়াম : ৬৯

৩ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১৭তম খ. পৃ. ৭৪৫

৪ ধর্ম ও জীবন, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা: সোমবার, মে ১৩, ২০০২, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

ইমামত কেবল 'আলী (রা.) এর বংশধরদেরই হক, এটা তাদেরই প্রাপ্য। এ সংগায় যারা বিশ্বাসী তারা শী'আ।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে শী'আদের সংজ্ঞাদানে দু'টা মতের উল্লেখ রয়েছে।

এক. উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনদের মতে ঐ সম্প্রদায়কে শী'আ বলা হয় যারা খিলাফত এর ব্যাপারে উছমান (রা.) এর উপর 'আলী (রা.) কে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

দুই. উলামায়ে মুতাআ'খ্খিরীনগণের মতে যারা খিলাফত ও ইমামত এর ব্যাপারে শায়খায়ন অর্থাৎ আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর উপর 'আলী (রা.) কে অগ্রগণ্য মনে করেন। তাদেরকে প্রথমে "শী'আয়ানে 'আলী" বলা হত। পরবর্তীতে এদেরকে কেবল শী'আ বলা হয়ে থাকে। শী'আ নামটি মূলত: হিজরী ৩৭ সনে প্রকাশ পায়।[৫]

শী'আদের উৎপত্তি :

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলামের দ্রুত বিস্তৃতি এবং মুসলমানদের অব্যাহত বিজয়ের যুগেই ইহুদীদের জনৈক নেতা আব্দুল্লাহ্ ইবন সাবা উছমান (রা.) এর খিলাফতকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে ইসলামের শত্রুরা সম্মিলিত সংগ্রামে ইসলামের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও বিজয় রুদ্ধ করতে না পেরে আব্দুল্লাহ্ ইবন সাবা সহ তার একদল সহযোগী ষড়যন্ত্রের মনোভাব নিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এ ষড়যন্ত্রই ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে সুদূর প্রসারী চক্রান্ত। এ চক্রান্তের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ধ্বংশ সাধনে তৎপর হওয়া। ইসলামে শী'আবাদের উদ্ভব এ চক্রান্তেরই অবৈধ ফসল।

ষড়যন্ত্রের বীজ বপনের সুবিধার জন্য তাদের প্রচার কার্যক্রমকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নেয়। তাদের পরিকল্পনা মতে একটি পর্যায়ের সাফল্য নিশ্চিত হতে পারলেই কেবল পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করা সম্ভব। নিম্নে কয়েকটি পর্যায় তুলে ধরা হল :[৬]

প্রথম পর্যায় :

'আব্দুল্লাহ্ ইবন সাবা রাসূল (স.) এর অতিমানবতা ও অতিস্থীয়তার দিকটি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলল যা আলকুরআন ও আল-হাদীসের শিক্ষার পরিপন্থী কিন্তু মর্মস্পর্শী।

---

৫ শাহ্ 'আব্দুল আযীয, মুখতাসারুত তুহ্ফা আল-ইছনা আল 'আশারিয়্যাহ্, (রিয়াদ : আর রিয়াসাতুল 'আম্মাহ্ লি ইদারাতিল বাহুছ আল-ইলমিয়্যাহ্ ওয়াল ইফ্তা, হি. ১৪০৪), পৃ. ৫

৬ 'আল্লামা সাইয়িদ মুহিব্বুদ্দীন আল খতীব, শি'আ-সুন্নী ঐক্য প্রসংগ, আবদুশ শাকুর খন্দকার অনুদিত, (ঢাকা : কাওসার পাবলিকেশন্স বাংলাবাজার ১৪১০/১৯৯০), পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পর্যায় :

'আলী (রা.) এর ব্যক্তিত্ব, শক্তিমত্তা ও রাসূল (স.) এর সাথে আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রতি নানা ধরণের অসাধারনত্ব ও অলৌকিকত্ব আরোপ করতে লাগল। এমনকি 'আলী (রা.) কে নবী-রাসূলদের পর্যায়ে পৌঁছে দিল।

তৃতীয় পর্যায় :

ইবন সাবা একথা প্রচার করতে লাগল যে, প্রত্যেক নবীরই একজন ভারপ্রাপ্ত নবী থাকেন। যেমন মূসা ('আ.) এর ভারপ্রাপ্ত নবী-হারুন ('আ.)। এ উম্মতের জন্য রাসূল (স.) এর ভারপ্রাপ্ত নবী হলেন তাঁর জামাতা চাচাতো ভাই 'আলী (রা.)। রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার অধিকযোগ্য ছিলেন। আবু বকর, 'উমর ও 'উছমান (রা.) ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে 'আলী (রা.) কে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

চতুর্থ পর্যায় :

ইবন সাবার ষড়যন্ত্রে 'উছমান (রা.) শাহাদাতের পর 'আলী (রা.)ও মু'আবিয়া (রা.) এর মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করতে লাগল। 'আলী (রা.) এর সমর্থকদের মধ্যে তাঁর প্রতি অতিভক্তি, অস্বাভাবিক প্রেম-ভালবাসা ছড়িয়ে দিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যে, আলী (রা.) কে আল্লাহর প্রতিভূ নির্ধারণ করে বসল। তাঁর মধ্যে আল্লাহর রূহ রয়েছে, যাঁহী দিয়ে আল্লাহ তা'আলা 'আলী (রা.) এর নিকট পাঠিয়েছিলেন ভুলবশত: জিব্রাঈল ('আ.) রাসূল (স.) এর নিকট নিয়ে নাজিল করেন। (না'উযুবিল্লাহ)

শী'আদের শ্রেণীবিন্যাস :

শী'আ প্রধানত: চার প্রকার। যথা :

১. **প্রথম দল** : খাঁটি শী'আ। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা তাঁকে অনুসরণ করেন। তাঁরা 'আলী (রা.) কে যথাস্থানে সমাসীন করে থাকেন। খিলাফতে রাশিদার সুযোগ্যতর খলীফাকে কোনরূপ কটুক্তি ও ভর্ৎসনা করেন না। বায়'আতুর রিদ্ওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে সিফ্ফীন যুদ্ধে তাঁর পক্ষ অবলম্বনে শাহাদাত বরণ করেছেন এবং সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে কতিপয় সাহাবী বিরত থেকেছেন তাঁরা এ দলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'উমর (রা.) সহ অনেকে।

২. **দ্বিতীয় দল** : কোন সাহাবীর ব্যাপারে কটুক্তি কিংবা বিরূপ মন্তব্য ব্যতিরেকে যারা সকল সাহাবীদের উপর 'আলী (রা.) কে প্রাধান্য দান করেন। যেমন : 'ইলম নাহুর ইমাম আবুল আসওয়াদ আদ্দুওয়ালী, তাঁর শিষ্য আবূ সা'ঈদ য়াহ্য়া ইবন ইয়া'মার, ইমাম বাকের ও তদীয়পুত্র ইমাম সাদেক প্রমুখ মনীষীগণ। এদলটিকে "আশ্ শী'আ আত-তাফ্‌দীলিয়্যাহ্" বলা হয়।[৭]

---

৭ শাহ্ 'আব্দুল আযীয, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

২. তৃতীয় দল : যারা কতক সাহাবী ব্যতীত সকলকেই দোষারূপ ও গালিগালাজ করে এবং 'আলী (রা.) ও আহ্‌লে বায়তকে সকলের উপর প্রাধান্য দেয় তাদেরকে 'সাবায়িয়্যাহ্' ও 'আত্-তাবরায়িয়্যাহ্' বলা হয়। এদের আরও অভিমত হচ্ছে যারা রাসূল (স.) এর নিম্নোক্ত বাণী من كنت مولاه فعلى مولاه যা 'গাদীরে খুম'[৮] নামকস্থানে এরশাদ করেছেন তা শ্রবণের পরও 'আলী (রা.) কে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত করেনি তারা মুনাফিক ও কাফির (নাউযুবিল্লাহ)। এ দলটির উদ্যক্তা য়াহুদী নেতা 'আব্দুল্লাহ ইবন সাবা।

৪. চতুর্থ দল : যারা 'আলী (রা.) কে প্রভূত্ব কিংবা দেবত্বের মর্যাদায় সমাসীন করে। এদেরকে উগ্র শী'আ বলা হয়। ইমাম শিহাব উদ্দীন মাহমুদ আলূসী তাঁর 'নাহজুস্ সালামা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এ দলের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইবনু আবিল হাদীদ।[৯]

---

৮ ক্ষুদ্রজলাশয়কে আরবীতে গাদীর বলা হয়, 'খুম, একটি স্থানের নাম। মদীনার পথে 'জোহ্‌ফা নামক স্থান থেকে তিন মাইল দূরে এ গাদীরে খুমটি অবস্থিত। 'আল্লামা শিবলী নো'মানী (রহ.) ও 'আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রহ.), সীরাতুন্নবী (স.) মাওলানা মহিউদ্দীন খান অনুদিত, (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার ১৪১৮/১৯৯৮), পৃ. ৫১২

৯ শাহ্ 'আব্দুল আযীয, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শী'আদের মতবাদ ও খন্ডন :

শী'আ দলটি মূলত: ইহুদী পন্ডিত আব্দুল্লাহ্ ইবন সাবার থেকে উৎপত্তি হয়ে অদ্যাবধি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিরাজমান। বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হলেও আকীদা বিশ্বাসে খুব একটা তফাৎ নেই। তাদের মাযহাবের ভিত্তি এমন সব 'আকীদা বিশ্বাসের উপর, যেগুলো রাসূল (স.) কর্তৃক আনীত এবং স.হ.াবায়ে কিরাম (রা.) কর্তৃক প্রচারিত আকীদা সমূহের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তে.হুরান, কুম, নজফ প্রভৃতি শী'আ প্রচার কেন্দ্র থেকে এমন কতিপয় পুস্তক প্রকাশিত হয় যেগুলো পাঠে আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের মৌলিক 'আকীদায় ফাটল ধরে, পাঠ করলেও গা শিউরে উঠে। তাদের রেফারেন্সযোগ্য ৩ খন্ডে প্রকাশিত "আব যাহরা" নামের বইটিতে সাহাবাদের ব্যাপারে এমন সব আজগুবি অভিযোগ, অশোভন উক্তি ও জঘন্য মিথ্যাচার আরোপ করা হয়েছে যেগুলো বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, পাঠ করলেও নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।[১০]

শী'আ মাযহাবের কিছু মতবাদ উল্লেখ সহ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পক্ষ থেকে তা খন্ডনসহ সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল :

১. কিতমান ও তাকি.য়্যাহ্ মতবাদ
২. তাহ.রীফুল কু.রআনে বিশ্বাসী
৩. স.হ.াবা ও মুসলিম শাসকদের প্রতি বিরূপমনোভাব
৪. শী'আদের পুনরাবির্ভাবের বিশ্বাস
৫. দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী

১. কিতমান ও তাকি.য়্যাহ্ নীতি :

কিতমান ও তাকি.য়্যাহ্ শী'আ মাযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বিশ্বাসের অপরিহার্য অংশ। ছোট বড় যে কোন সমস্যার মুকাবিলা ও প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষার জন্য কিতমান ও তাকি.য়্যাহর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। তাদের মতে তাদের ইমামগণও পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সারা জীবনে এ নীতি অবলম্বন করেছেন।

এক. আল-কিতমান (الكتمان):

আরবী শব্দ, অর্থ হচ্ছে গোপন রাখা, অন্যের নিকট প্রকাশ না করা। শী'আদের বুখারী বলে খ্যাত আল্লামা কুলাইনীর الجامع الكافى গ্রন্থে ইমামদের বাণী সহ এমন সব উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

---

১০ আল্লামা সায়্যেদ মুহিব্বুদ্দীন আল-খতীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে যা কিতমানের বৈধতার প্রশ্নে দলীল হিসেবে বিবেচ্য। কিতমান অধ্যায়ে ইমাম জা'ফর স.াদেকে.র জনৈক বিশিষ্ট শিষ্য সুলায়মান ইবন খালিদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে :[১১]

قال ابو عبد ا لله عليه السلام يا سليمان انكم على دين من كتمه اعزه ا لله ومن اذاعه اذله ا لله.

ইমাম জা'ফর স.াদেক বলেন- "হে সুলায়মান ! তোমরা এমন এক ধর্মের অনুসারী যার গোপন কারীকে আল্লাহ্ সম্মান দান করবেন এবং প্রকাশকারীকে আল্লাহ্ অপমানিত করবেন।"

অন্যত্র ইমাম বাকিরের পিতা তার শিষ্যদের লক্ষ্য করে বলেন :[১২]

ان احب اصحابى إلىّ اورعهم وافقههم واكتمهم لحديثنا

"আমার সঙ্গীদের মধ্য হতে আমার নিকট সে সর্বাধিক প্রিয় যে সর্বাধিক পরহেযগার, সর্বাধিক সমঝদার এবং আমাদের কথাবার্তা সর্বাধিক গোপনকারী।"

দুই. আল-তাকি.য়্যাহ্ (التقيّة):

তাকি.য়্যাহ্ 'আরবী শব্দ, এর অর্থ হল কথায় ও ব্যবহারে প্রকৃত অবস্থার বিপরীতভাব প্রদর্শন এবং আপন বিশ্বাস ও মতের বিপরীত মত প্রকাশ করা। এর মাধ্যমে অন্যকে প্রতারিত করা। শী'আদের বিভিন্ন গ্রন্থে এ নীতির বৈধতা এমনকি ফযী.লত সম্পর্কেও নানান রিওয়ায়িত পরিদৃষ্ট হয়। الجامع الكافى এর ৩৮২ পৃষ্ঠায় আবু 'উমাইর আ'জমীর একটি বর্ণনা দেয়া হচ্ছে-[১৩]

عن عمير الاعجمى قال قال لى ابو عبد الله عليه السلام يا ابا عمير تسعة اعشار الدين فى التقية ولا دين لمن لا تقية له.

আবু আব্দুল্লাহ্ (জা'ফর স.াদেক আ.) আমাকে বলেছেন : ধর্মের দশ ভাগের নয় ভাগ তাকি.য়্যাহ্র মধ্যে নিহিত। যে তাকি.য়্যাহ্ করেনা সে ধর্মহীন।

অন্য একটি রিওয়ায়িতে আছে :

قال ابو جعفر عليه السلام التقية من دينى ودين أبائى ولا ايمان لمن لا تقية له.

---

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১২ প্রাগুক্ত

১৩ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু জা'ফর (ইমাম বাকির আ.) বলেন: তাকি.য়্যাহ্ আমার ও পূর্বপুরুষদের ধর্ম। যে তাকি.য়্যাহ করে না তার ঈমান নেই।

তাকি.য়্যাহর গুরুত্ব এত অধিক যে, ছোট-বড় সব কাজে এর গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শী'আদের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। যেমন من لا يحضره الفقيه গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে :[১৪]

قال الصادق عليه السلام لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا وقال عليه السلام لا دين لمن لا تقية له.

"ইমাম জা'ফর সাদেক বলেছেন: আমি যদি বলি যে, তাকি.য়্যাহ্ বর্জনকারী নামায পরিত্যাগকারীর অনুরূপ, তবে তা সত্যই বলা হবে। তিনি আরও বলেন, যার তাকি.য়্যাহ্ নেই তার ধর্ম নেই।"

الجامع الكافى তে যে কোন প্রয়োজনে তাকি.য়্যাহর নীতি অবলম্বনে বলা হয় :

عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال التقية فى كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به

যুরারা থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু জা'ফর অর্থাৎ ইমাম বাকির (আ.) বলেন: তাকি.য়্যাহ্ যে কোন প্রয়োজনে করা যায়। প্রয়োজন কোনটি তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই নির্ধারণ করবে।

<u>আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য</u> :

উল্লেখিত কিতমান ও তাকি.য়্যাহ্ যদি বৈধ হয় তা হবে গুরুতর কারণে জান-মাল এবং নিজের নিরাপত্তার হুমকির সম্মুখীন হলে। তবে এ পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র দূর্বল শ্রেণীর লোকেরাই রুখসত তথা এ মত গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আদর্শস্থানীয় 'উলামা' ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্য কিতমান ও তাকি.য়্যাহর নীতি নয় বরং তারা 'আজীমতের পথ অবলম্বন করে প্রয়োজনে ধৈর্য, কষ্ট এমনকি শাহাদাতের সম্মুখীন হবেন। মহান স.াহ.াবীগণ দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয়, বিপদ এড়ানোর জন্য সত্য গোপন বা ঈমানের দাবী পরিত্যাগের প্রমাণ কোন হাদীস বা ইসলামী ইতিহাসে নেই।

ইমাম ইবন তায়মিয়্যাহ বলেন : " তাকি.য়্যাহ্ হচ্ছে রাফিদী.দের বৈশিষ্ট্য ..... যাদের চরিত্র হচ্ছে কাপুরুষতা, গুণ হচ্ছে কপটতা, পুজি হচ্ছে মিথ্যা এবং যাদের শপথ হচ্ছে ধোকা দেবার অস্ত্র। তারা ইমাম জা'ফর সাদেকের প্রতি মিথ্যারোপ করে যে, তিনি বলেছেন- " তাকি.য়্যাহ্ হল আমার ও পিতৃপুরুষদের ধর্ম।" আল্লাহ্ তা'আলা আহলে বায়তকে এ ধরণের নীচতা থেকে রক্ষা করেছেন। তারা ছিলেন ঈমানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক ও শক্তিশালী। তাঁদের ধর্ম-তাকৃওয়া তাকি.য়্যাহ্ নয়।"[১৫]

---

১৪ প্রাগুক্ত

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ ইমাম পন্থী শী'আদের বিশ্বাস যে, আলী (রা.) ও তাঁর সাথে আরও চারজন স.হ.াবী সালমান ফারসী (রা.), আবু য.র গিফারী (রা.), মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) ও 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা.) সত্য গোপন করে চাপের মুখে আবু বকর (রা.) কে খলীফা হিসেবে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। শী'আদের নির্ভরযোগ্য احتجاج طبرزى গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে :[১৬]

ما من الأئمة احد بايع مكرها غير على واربعتنا

"আলী ও আমাদের চারজন ছাড়া উম্মতের কেউ আবু বকরের হাতে বাধ্য হয়ে বায়'আত করেনি।"

শী'আদের একটি মৌলিক বিশ্বাস এই যে, খলীফা 'উমর ও 'উছমান (রা.) এর হাতেও তাকি.য়্যাহ্র (ধোকা দেয়ার) উদ্দেশ্যে বায়'আত গ্রহণ করেন। শী'আরা মূলত: অসম সাহসী বীর আলী (রা.) এর চরিত্রে তাকি.য়্যাহ্ নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে কলংক লেপনে লজ্জাবোধ করেনি। অধিক ভক্তির কারণে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোন অংশই বাকী রাখে নি।

২. <u>তাহ.রীফুল কু.রআনে বিশ্বাসী</u> :

পবিত্র আল-কু.রআনের পারা ও সূরার ক্রমান্বয় ইত্যাদির সন্নিবেশন রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায়ই হয়েছিল। আবু বকর (রা.) ও 'উছমান (রা.) এর যুগে শুধুমাত্র সংরক্ষণের পদ্ধতিগত দিক নির্দেশনা হাতে নেয়া হয়েছিল। দ্বাদশ ইমামপন্থী শী'আদের মূল বিশ্বাস হচ্ছে রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর আল-কু.রআন তার পূর্বের অবস্থায় বিদ্যমান নেই। প্রথম তিন খলীফা মহোদয়গণ প্রচুর কাটছাট ও সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। শী'আদের প্রামাণ্য গ্রন্থে তাদের ইমামদের অসংখ্য উক্তি ও বক্তব্য পেশ করে আল-কুরআনের বিকৃত দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার পায়তারা করেছে। যার ভূরি ভূরি উদাহরণ তাদের গ্রামাণ্য ও সর্বজনবিদিত الجامع الكافى গ্রন্থে রয়েছে। আসল আল-কুরআনের সংকলক হলেন ইমাম আলী (রা.)। তাদের ইমামদের মাঝে যে কুরআন রয়েছে, শী'আদের ব্যাপক প্রচলিত বিশ্বাস যে, বর্তমান কু.রআন মূল কুরআনের অর্থাৎ মাস.হ.াফে ফাতিমীর এক তৃতীয়াংশ মাত্র। الجامع الكافى এর নিম্নোক্ত বর্ণনাটি এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য :[১৭]

ثم قال وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة ؟ قال فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد.

---

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

"অত:পর ইমাম জা'ফর সাদেক বললেন : আমাদের নিকট মাস.হ.াফে ফাতিমী রয়েছে। তারা কি জানে মাস.হ.াফে ফাতিমী কি ? তিনি বললেন সেটি তোমাদের এই আল-কু.রআনের তিনগুণ। আল্লাহর কসম, এতে তোমাদের আল-কু.রআনের একটি হরফও নেই।"

শী'আদের এহেন জঘন্য ও গর্হিত কাজকে আরও শক্তিশালী করার জন্য হি. ১৩৯২ সনে তদানিন্তন শী'আ পন্ডিত 'আল্লামা মির্যা হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ ত.কী নূরী তাবরিযী فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب (মহান প্রভুর গ্রন্থে বিকৃতি প্রমাণে চূড়ান্ত কথা) নামে একটি কিতাব রচনা করেন। গ্রন্থটি ইরানে মুদ্রিত হলে শী'আদের মধ্যে এ নিয়ে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়। তারা চেয়েছিল আল-কু.রআনের সংশয় ও সন্দেহের বিষয়টি তাদের মাঝে সীমাবদ্ধ ও গোপন থাকুক, বিষয়টি বিভিন্ন গ্রন্থেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকুক। বই আকারে প্রকাশ করে জনমনে ছড়িয়ে না যাক। শী'আ বুদ্ধিজীবি মহলে এরূপ মন্তব্য যখন অসন্তোষে রূপান্তরিত হল তখন তাদের আপত্তি অপনোদন ও স্বীয় মতের সঠিকতা প্রমাণের জন্য গ্রন্থকার আরেকটি পুস্তক রচনা করেন। এর নাম দিলেন :

" رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب"

سورة الولايات فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب গ্রন্থের ১৮০ পৃষ্ঠায় শী'আগণ নামের একটি সূরার উল্লেখ করেছেন।[১৮] তাদের মতে উক্ত সূরাটি আল-কুরআন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। (উক্ত সূরাটির ফটোকপি পরিশিষ্টে দেয়া হলো।)

শী'আ পন্ডিত 'আল্লামা মুহসিন ফানী আল কাশ্‌মিরী রচিত دبستان مذاهب (দবিস্তানে মাযাহিব) গ্রন্থে ও سورة الولايات এর উল্লেখ রয়েছে। তা থেকেই প্রাচ্যবিদ "নলদাক" আল্লাহ তা'আলার উপর অপবাদ আরোপকারী এ সূরাটি তাঁর "History of Scriptures" নামক গ্রন্থে ২য় খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন। ১৮৮৪ ইং সনে ফ্রাংকো-এশীয় জার্ণালের ৪৩১-৪৩৯ পৃষ্ঠায় মন্তব্য সহ এটা প্রকাশিত হয়।[১৯]

শী'আদের আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে, পবিত্র কুরআনের সূরা الم نشرح এর নিম্নোক্ত আয়াতটি বাদ দেয়া হয়েছে :[২০] "وجعلنا عليا صهرك" (এবং 'আলীকে তোমার জামাতা করে দিলাম)।

---

১৮ শাহ্ আব্দুল আযীয, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১ ; 'আল্লামা সায়্যেদ মুহিব্বুদ্দীন আল খতীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৯ আল্লামা সায়্যেদ মুহিব্বুদ্দীন আল খতীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য :

প্রথমোক্ত বক্তব্য سورة الولايات এর ব্যাপারে একথা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল যে, এটা শী'আদের কাল্পনিক, শঠতা ও ইর্ষার বহি:প্রকাশ বৈ কিছু নয়।

আর সূরা الم نشرح এর নাযিলের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, মূলত: সূরাটি মাক্কী। রাসূল (স.) এর একমাত্র জামাতা ছিলেন উমাইয়া বংশের আছ ইবন রবী'। আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.) বিয়ে সম্পন্ন হয় মদীনা শরীফে। আলী (রা.) শুধুমাত্র একজন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন আর উছ্‌মান (রা.) বিবাহ করেছেন রাসূল (স.) এর দু'জন কন্যাকে। দ্বিতীয় কন্যার মৃত্যু হলে রাসূল (স.) উছ্‌মানকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : "لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها" (আমার যদি তৃতীয় আরেকজন কন্যা থাকত তাহলে তাকেও তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম) এখন প্রশ্ন জাগে দু'জনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আলী (রা.) এর নামে কেন আয়াত নাজিল হবে ? আলী ও ফাতিমা এর বিবাহ কোন বিতর্কিত গোপন বা অসম্ভব ছিল না যে, এজন্য আয়াত নাজিল হতে হবে। আরো বলা যায় যে, الم نشرح এর সূরার বক্তব্য ও বিষয়বস্তুটি আলোচ্য বাক্যটির সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং এটাই প্রমাণ করে যে, ইহা মানুষের তৈরী একটি আয়াত মাত্র।[২১]

৩. স.হ.াবা ও মুসলিম শাসকদের প্রতি বিরূপ মনোভাব :

শী'আ ইমামিয়্যা ইছ্‌না আশরিয়া মাযহাব মতে আলী (রা.) এর শাসনকাল ছাড়া রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ের ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত সবই ছিল অবৈধ। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে আলীকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাসূল (স.) এর স্থলাভিষিক্ত, ভাবী খলীফা এবং মুসলমানদের ইমাম ও নেতা মনোনীত করেছিলেন। রাসূল (স.) এর ওফাতের পর আবূ বকর, উমর, উছ্‌মান ও তাদের সমর্থক স.হ.াবাদের (রা.) চক্রান্তের ফলে আলী (রা.) ন্যায্য পাওনা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এ কারণেই শী'আগণ স.হ.াবা-ই কিরাম (রা.) বিশেষকরে আবূ বকর, উমর ও উছ্‌মান (রা.) কে বিশ্বাসঘাতক, মুরতাদ, কাফির, মুনাফিকের মত জঘন্য অপবাদে দুষিত করে। (নাউযুবিল্লাহ)

তাদের বক্তব্যের অনুকূলে নিম্নোক্ত আয়াতটি দলীল হিসেবে ব্যবহার করে:[২২]

إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم.

---

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

২২ সূরা আন নিসা : ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে অত:পর কাফির হয়ে গেছে, আবার ঈমান আনয়ন করেছে আবার কাফির হয়ে গেছে এবং কুফরের দিকে আরো বেশী এগিয়ে গেছে, আল্লাহ্ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না।"

উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় "الجامع الكافى" এর ২৬৫ পৃষ্ঠায় ইমাম জা'ফর সাদিকের যবান মুবারক দিয়ে লোমহর্ষক তাফসীর বর্ণিত হয় "(যা তার প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে) যে, তিনি বলেন :[২৩] এ আয়াতটি অমুক, অমুক ও অমুক (আবূ বকর, 'উমর ও 'উছ্মান) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এরা প্রথমে রাসূল (স.) এর প্রতি ঈমান আনে। অত:পর রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে 'আলী (রা.) এর প্রতি বায়'আত গ্রহণ করতে বললে তখন তারা মানতে অস্বীকার করে এবং কাফির হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাসূল (স.) এর কথায় বায়'আত গ্রহণ করল। রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর আবার কাফির হয়ে যায় এবং কুফুরীর মধ্যেই রয়ে গেল। (নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বলগাহীন মিথ্যা ও অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে শী'আরা যে, কত নির্ভীক-নির্মম হতে পারে নিম্নোক্ত আয়াতটির শী'আ তাফসীর তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে :[২৪]

ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكرّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان.

"আল্লাহ্ তাআলা ঈমানকে তোমাদের নিকট প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে ঈমানের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমাদের অন্তরে কুফুর, পাপাচার ও অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"

الجامع الكافى এর ২৬৯ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের তফসীর প্রসংগে বলা হয়, এ আয়াতে (الايمان) শব্দ দ্বারা 'আলী (রা.)কে, (الكفر) দ্বারা প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.) কে, (الفسق) দ্বারা দ্বিতীয় খলীফা 'উমর (রা.) কে এবং (العصيان) দ্বারা তৃতীয় খলীফা 'উছ্মান (রা.) কে বুঝানো হয়েছে।[২৫]

<u>আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত</u> :

প্রথমোক্ত আয়াতটির শানে নুযুলের প্রতি তাকালেই মূলত : বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ মূলোৎপাটন হয়ে যায় যে, উক্ত আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে রুহুল মা'আনীর বরাত সূত্রে উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত আয়াতটি মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, অনেক মুফাস্সিরদের মতে য়াহুদীদের প্রতি ইংগিত বহন করে। কেননা প্রথমে তারা মূসা (আ.) এর প্রতি ঈমান এনেছিল তারপর গো-বৎসের পূজা

---

২৩ আল্লামা সায়্যেদ মুহিব্বুদ্দীন আল খতীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২৪ সূরা আল-হুজ্.রাত : ৭

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

করে কাফির হয়েছিল, অত:পর তওবা করে আবার ঈমান এনেছিল, পুণরায় হযরত ঈসা (আ.) কে অস্বীকার করে কুফরীর চরমে উপণীত হয়েছে।[২৬]

উত্থাপিত সূরা আল-হুজরাতের ৭নং আয়াতে মূলত: সাহাবীদের ঘৃণার বস্তু সম্পর্কে রাসূল (স.) তাঁর সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। সুতরাং কুফুর ফিসক ও 'ইস.য়ান দ্বারা কারো নামবাচক গুণের সানে সম্পৃক্ত করা পাগলের প্রলাপমাত্র।

৪. শী'আদের পুনরাবির্ভাবের বিশ্বাস :

শী'আদের অন্যতম প্রধান মৌলিক আকীদা হচ্ছে "রাজ্জা'আত"। রাজ্জা'আত শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রত্যাবর্তন, পুনরাবির্ভাব, পুনরাগমন। কিয়ামতের পূর্বে দ্বাদশতম প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী তাঁর এগার শতাধিক দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে সমাজে আত্মপ্রকাশ করবেন। এজন্য শী'আ গ্রন্থে যেখানেই প্রতিক্ষীত ইমাম মাহদীর নাম এসেছে সেখানেই তাঁর নামের শেষে عج অক্ষর দু'টো লিপিবদ্ধ রয়েছে।[২৭]

তাঁর আবির্ভাবের পর আলমে বরযখ থেকে মুহাম্মদ (স.), 'আলী (রা.) ফাতিমা (রা.) ইমাম হাসান ও হুসায়ন (রা.) এবং শী'আ নেতৃবৃন্দ আলেম উঠে ইমাম মাহদীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করবেন। অন্যদিকে আবূ বকর (রা.) 'উমর ফারুক (রা.) 'উছ.মান (রা.) 'আইশা (রা.) ও হাফসা (রা.) এবং তাদের সহযোগী সমর্থকগণ কবর থেকে উঠবেন। ইমাম মাহদী সেদিন এই ক্ষুদ্র হাশরের বিচারক হবেন। তিনি আবূ বকর (রা.) 'উমর (রা.) সহ অভিযুক্ত স.াহ.াবী এমনকি স.ালাহ.উদ্দীন আয়ুবী (র.) সহ অনেক বীর পুরুষ দখলদার অত্যাচারী শাসক হিসেবে অভিযুক্ত হবেন। এক এক দফায় তিনি পাঁচশত শাসকের ফাঁসী ও হত্যার নির্দেশ দিবেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তিনহাজার শাসকের হত্যাযজ্ঞ সমাপ্ত করবেন। শায়খায়ন অর্থাৎ আবূ বকর ও 'উমর (রা.) এর লাশ একটি বৃক্ষে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে। এ সম্পর্কে শী'আদের বিখ্যাত আলিম সায়্যেদ মুরতাযার المسائل النصيريه গ্রন্থে বলেন :[২৮]

" أن أبا بكر وعمر يصلبان يؤمئذ على شجرة فى زمن المهدى وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب فتصير يابسة بعده"

---

২৬ হযরত মাও. মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহ.) অনু. সম্পা: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পবিত্র কোরআনুল করীম, (মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ, কোরআন মুদ্রণ প্রকাশ, তা.বি.), পৃ. ২৮৮

২৭ 'আল্লামা সায়্যেদ মুহিব্বুদ্দীন আল খতীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪। عج শব্দের মূল হচ্ছে : عجل الله فرجه (আল্লাহ তাঁর পুনরাবির্ভাব ত্বরান্বিত করুন)।

২৮ 'আল্লামা সায়্যেদ মুহিব্বুদ্দীন আল খতীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

"আবূ বকর ও 'উমরকে ইমাম মাহদীর যমানায় বিচারের দিন একটি বৃক্ষে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে। ক্রুশবিদ্ধ করার পূর্বে বৃক্ষটি থাকবে সজীব কিন্তু এর পরপরই এটা শুকিয়ে যাবে।"

উক্ত 'আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত শী'আদের আরও অনেক গ্রন্থে এরূপ অনেক বর্ণনার ইংগিত মিলে। যেমন মোল্লা বাকির মজলিসীর حق اليقين, 'আল্লামা আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন নু'মানের الارشاد فى تاريخ حُجَج الله على العباد গ্রন্থেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[২৯]

৫. বারজন ইমামে বিশ্বাসী :

দ্বাদশ ইমামপন্থী শী'আগণ বারজন ইমামের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বস্তুত: ইমামত 'আকীদাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে শী'আবাদ। আর একে টিকিয়ে রাখার জন্যই তৈরী হয়েছে অন্যান্য 'আকীদা যেমন, কিতমান ও তাকিয়্যাহ্, কুরআনের বিকৃতি, পুনরাবির্ভাবের বিশ্বাস প্রভৃতি।

বিদায় হ.জ্জ থেকে ফিরার পথে "গাদীর খুম" নামকস্থানে আলী (রা.) এর ব্যাপারে রাসূল (স.) বলেছিলেন من كنت مولاه فعلى مولاه (আমি যার দাস আলীও তার দাস) উক্ত বানীর ভিত্তিতে শী'আগণ বলেন ঐ সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'আলী (রা.) কে পরবর্তী খলীফা ও মুসলমানদের ইমাম নির্ধারণ করা হয়। ঘটনার আশি দিন পর রাসূল (স.) ইন্তিকাল করলে আবূ বকর (রা.) 'উমর (রা.) ও 'উছ্মান (রা.) সহ তাদের সমর্থকগণ ষড়যন্ত্র করে 'আলী (রা.) এর মনোনয়নকে বাতিল করে দেয়। তাদের বিশ্বাস 'আলী (রা.) ও পরবর্তী ইমামগণকে আল্লাহ তা'আলাই নির্ধারণ করেন। নিম্নে বারো ইমামের একটি নকশা দেয়া হল :

'আলী (রা.)

↓

ইমাম হ.াসান (রা.)

↓

ইমাম হুসায়ন (রা.)

↓

'আলী ইবন হুসায়ন (আ.)

↓

জয়নুল 'আবদীন

↓

২৯ 'আল্লামা সায়্যেদ মুহিব্বুদ্দীন আল খতীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

শেষোক্ত ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান, তিনিই প্রতিক্ষীত ইমাম মাহদী, শী'আগণ বিশ্বাস করেন যে, তিনি ২৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সে অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যান, সবার অলক্ষ্যে একটি গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। কিয়ামতের পূর্বে কোন এক সময় পৃথিবীতে এসে আহলে বায়তের প্রকৃত ইসলামী শাসন কায়েম করবেন।[৩০]

শী'আ ইমামদের মর্যাদা সম্বলিত ব্যাপক আলোচনা الجامع الكافى তে উল্লেখ রয়েছে এবং অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম সংযোজিত করেছে। নিম্নে কয়েকটি শিরোনামের উল্লেখ করা হলো :[৩১]

১. ইমামদের চেনা ও মানা ঈমানের শর্ত

২. ইমাম ছাড়া সৃষ্টজীবের উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রমাণিত হয় না।

৩. ইমাম আল্লাহর নূর যথা : آمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا

---

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

(তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ্, তাঁর রাসূলগণ ও সেই নূরের প্রতি যা আমরা নাযিল করেছি) এর তাফসীরে ইমাম বাকির বলেন- এখানে নূর হল ইমামগণ। অথচ 'আহলুস্ সুন্নাহ্ এর মতে' নূর হচ্ছে এখানে আল-কুরআন)।

৪. ইমামদের আনুগত্য করদ.।

৫. ইমামগণ নবীদের মত মা'সূ.ম বা নিষ্পাপ।

৬. ইমামদের মর্যাদা মুহাম্মদ (স.) এর সমান এবং অপর সকল নবীর উর্ধ্বে।

৭. ইমামগণ হাশরের ময়দানে শাফা'আতের অধিকারী হবেন।

৮. ইমামগণ জ্ঞানের উৎস, নবুয়্যতের বৃক্ষ এবং ফিরিস্তাদের অবতরণ স্থান

৯. ইমামদের ইচ্ছাধীনে মৃত্যু হয়।

১০. ইমামগণ দুনিয়া-আখিরাতের মালিক, যেখানে ইচ্ছা রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

‘আলী (রা.) এর পূর্বে আরবী কবিতার বিষয়বস্তু

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

'আলী (রা.) এর পুর্বে আরবী কবিতার বিষয়বস্তু

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাহিলী যুগ

আমাদের মন-মানসিকতা যখন আল-আয়্যামুল জাহিলিয়্যাহ এর দিকে তাড়না করি তখন ইসলাম পূর্বযুগকে এ সময়সীমায় নির্ধারণ করে থাকি। 'আরবী সাহিত্যের গবেষকদের মতে 'আরবী ভাষার পূর্ণতা লাভের প্রাক্কালকে জাহিলী যুগ বলা হয়।[১] ভাষাতত্ত্ববিদ আল জাহি.জ. এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন:[২] 'আরবী কবিতার বয়স খুবই অল্প, সবে মাত্র শৈশবকাল অতিবাহিত করছে। এ পথে যারা অগ্রসর হয়েছেন তন্মধ্যে 'ইমরাউল ক্বায়স, মুহালহিল ইবন রবীআ'হ্ ..... প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কবিতার ছড়াছড়ি ইসলাম পূর্ব যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে লাগে। তখন তার বয়স একশত পঞ্চাশ বছর। কবিতার পূর্ণতার বয়স দু'শ বছর ধরা যেতে পারে। কেননা ইতিপূর্বে কবিতার ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য মিলে নি অপরিচিত হিসেবেই ছিল।[৩]

আবার কেউ কেউ জাহিলী যুগকে প্রথম জাহিলী ও দ্বিতীয় জাহিলী হিসেবে বিভক্ত করেছেন।[৪] প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে খৃষ্ট্রীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ সুদীর্ঘকালকে বলা হয়েছে প্রথম জাহিলী যুগ। খৃষ্টীয় পঞ্চাশ শতাব্দী থেকে রাসূল (স.) এর নবুয়্যাত প্রাপ্তি পর্যন্ত সময় হল দ্বিতীয় জাহিলী যুগ।[৫]

পন্ডিতদের মধ্যে জাহিলী যুগ এর সময়-সীমা নির্ধারণে পবিত্র কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ :[৬]

---

১ ড. শওকী দ্যয়ফ, তারীখ আল-আদব আল-'আরাবী, আল 'আসরুল জাহিলী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.) সংস্ক. ৮, পৃ. ৩৮।

২ প্রাগুক্ত

৩ প্রাগুক্ত

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯ ; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৫/১৯৯৫) সংস্ক. ৩, পৃ. ৬।

৫ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৬ সূরা আল আহ্যাব : ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ولا تبرّجن تبرج الجاهلية الأولى

"তোমরা প্রথম অজ্ঞতার যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িও না।"

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত প্রথম জাহিলী (الجاهلية الأولى) বাক্যদ্বয়ের কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে :

১. প্রথম অজ্ঞতার যুগ নূহ (আ.) এর সময় হতে পূর্ববর্তী এক হাজার বছর পর্যন্ত।

২. ইব্রাহীম (আ.) এর সময় হতে ঈসা (আ.) এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত।

৩. মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বের যুগ।[৭]

যাদের মতে অরাজকতা ও বিশৃংখলা জাহিলী যুগের মাপকাঠি তাদের মতে খৃ. ৫০০ শতাব্দী কিংবা খৃ. ৫২৫ শতাব্দী হতে এ যুগের সূচনা মনে করেন। আর রাসূল (স.) এর মদীনায় হিজরতের বছরকে অর্থাৎ ৬২২ খৃষ্টাব্দকে এ যুগের সমাপ্ত বলে দাবী করেন।[৮]

আরবী কবিতার উৎপত্তি :

ছন্দের ছাঁচে গঠিত কতগুলো বাক্যের নাম জাহিলীয়াহ্ কবিতা নয় বরং ছন্দের সাথে উন্নতমানের সংযোগ পদ্ধতি ও শব্দের প্রয়োগ বিধির সমাহার একান্ত প্রয়োজন। কতগুলো বিক্ষিপ্ত বাক্য আর আকর্ষণীয় ছত্রসমূহ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের আবেদন রাখে, যুগ যুগ ধরে এ ধারা অব্যাহত। তবে মানুষের অনুভূতি হৃদয়ের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার সংস্কার মার্জিত রুচিবোধের প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে উঠে। এ বিষয়টি ভাষার রূপান্তর, পরিবর্ধন প্রভৃতির মাধ্যমে অর্জন সম্ভব। পর্যায়ক্রমে তা ব্যবহার বিধিতে উপযোগী করে তোলা হয়। এ পদ্ধতিটি আদনানী ভাষায় লক্ষ্য করা যায় যা সামী ভাষা থেকে পৃথক হয়ে নতুন রূপ লাভ করে আসছে।[৯] শব্দের প্রয়োগ, রূপান্তর প্রভৃতিতে পর্যায়ক্রমে মুদরীয় ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। আর এ ভাষা থেকেই কবিতার বহি:প্রকাশ ঘটেছে, নির্ভরযোগ্য ভিত্তিতে এ সময়টি হিজরতপূর্ব দুইশত বৎসরের মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।[১০]

ভাষাতত্ত্ববিদ আবূ 'উবায়দার মতে বিশুদ্ধ আরবী শুধুমাত্র মুদরীয় বংশের মাধ্যমে অর্জন সম্ভব। মনীষীগণও এ বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।[১১] মুদরও এর আশে পাশের গোত্রগুলো হচ্ছে

---

৭ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬ (পাদটীকা সহ)।

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৯ মুস্তফা সাদিক্ব আল রাফি'য়ী, তারীখু আল-আদব আল-'আরব (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-'আরাবী, ১৩৯৪/১৯৭৪) ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২।

১০ প্রাগুক্ত

১১ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার কেন্দ্রস্থল। আমরা যদি উক্ত ধারায় পূর্ব যুগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখব যে, অসমর্থিত বক্তব্য হলেও মনীষীগণ এ ব্যাপারে গ্রন্থাবলীতে লেখনীর বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন যে, সর্ব প্রথম কবিতা কে আবৃত্তি করেছেন। উক্ত বিষয়ে 'জামহারাতু আশ'আরিল 'আরব' গ্রন্থে নিম্নোক্ত উপস্থাপনা উল্লেখযোগ্য :[১২]

تغيرت البلاد ومن عليها + فوجه الأرض مغير قبيح

تغير كل ذى لون وطعم + وقل بشاشة الوجه القبيح

وجاورنا عدو ليس يفنى + لعين لا يموت فنستريح

اها بل ! ان قتلت فإن قلبى + عليك اليوم مكتئب قريح

"শহর ও তার উপর অবস্থিত বিষয়াদি পরিবর্তন হয়েছে : পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে ধূলায় ধূসরিত নিকৃষ্ট বস্তুতে পরিণত হয়েছে। স্বাদ ও রঙের বস্তু সমূহ পরিবর্তন হয়েছে। সহাস্য মুখ-মন্ডল অল্পতেই মলিন হয়ে যায়। আমাদের চারপার্শ্বে শত্রু রয়েছে যা দূরতীত হবার নয় এবং মৃত্যুও হবেনা (যদি মৃত্যু হত) তাহলে স্বস্তিতে থাকতে পারব। হাবীল ! সে তো নিহত হয়েছে যে কারণে আজ আমি আহত ও বিষন্ন হয়েছি।"

উক্ত শ্লোকগুলো সম্পর্কে আবু'আব্দিল্লাহ্ আল মুফাদ্দাল ইবন 'আব্দিল্লাহ্ আল মাহবারী মন্তব্য করেন যে, পন্ডিতদের একটি দল মনে করেন যে, উল্লেখিত কবিতার রচয়িতা আদম (আ.)। যখন কাবিল স্বীয় ভ্রাতা হাবিলকে হত্যা করেছিল তখন আদম (আ.) এ কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন। সঠিক ও নির্ভুলের ব্যাপারটি আল্লাহর নিকট অর্পন যুক্তিসঙ্গত।[১৩]

উপরোক্ত কবিতার জবাব প্রদানে অভিশপ্ত ইবলীস বলেছিল :[১৪]

تنح عن الجنان وساكينها + ففى الفردوس ضاق بك الفسيح

"তুমি জান্নাত ও তার আবাসস্থল থেকে দূরে সরে গিয়েছ, জান্নাতুল ফিরদাউস সংকীর্ণ ছিল তোমার কারণে প্রশস্ত হয়েছে।"

কোন কোন পন্ডিত এ মন্তব্য করেছেন যে, জনৈক ফিরিস্তা নিম্নোক্ত (শ্লোকটি) প্রথম আবৃত্তি করেন:[১৫]

---

১২ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবিল খাত্তাব আল কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল 'আরব (বৈরূত: দার আল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ১৪১২/১৯৯২), পৃ. ৩৯

১৩ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবিল খাত্তাব আল কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল 'আরব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

১৪ প্রাগুক্ত।

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

لدوا للموت وابنوا للخراب + فكلكم يصير إلى الذهاب

"মৃত্যু থেকে বেচে থাকার ঔষধ সংগ্রহ কর, তাকে বিনষ্ট করে দাও, কারণ তোমরা সবাই মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হবে।"

এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থে 'প্রথম কবিতা আবৃত্তিকারী' শিরোনামে 'আদ, ছামুদ ও হুদ (আ.) এর বংশধরদের থেকেও উক্ত মতবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৬] আরবদের স্বভাব ছিল কবিতা আবৃত্তি করা। কিন্তু কবিতা রচনার সকল শর্তাবলী পূর্ব যুগে মানা হত না। যেমন সুরয়ানী ভাষাভাষীদের কবিতায় ক্বাফিয়ার (শ্লোকের অন্ত্যমিল) এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হতনা।[১৭] আবার 'ইবরানী ভাষায় ক্বাফিয়ার নিয়ম নীতি মানা হত কিন্তু ওযন (ছন্দ) এর প্রতি লক্ষ্য ছিল না। বরং তাদের কবিতা সাজ্জা' বা ছন্দোবদ্ধ গদ্যের অনুরূপ হত।[১৮] ইবন রশীক এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে- তাদের বক্তব্য বিক্ষিপ্তাকারে ছিল। আরবদের নৈতিক চরিত্র, স্বাভাবগত অভ্যাস, মরুভূমির রুক্ষজীবনে ক্ষণিকের জন্য বৃক্ষের ছায়াতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ইত্যাদির কারণে গীতি কবিতার রূপ লাভ করে। পর্যায়ক্রমে কবিতার শর্তাবলী মেনে চলতে অভ্যস্থ হয় বিধায় সে বক্তব্যগুলোকে শি'র (কবিতা) নামকরণ করা হয়।[১৯]

জাহিলী যুগের কবিতার বর্তমান রূপটি হঠাৎ করেই উন্নত হয়নি বরং বিভিন্ন ধাপ অতিক্রান্ত করে এ পর্যায়ে এসেছে। প্রথমে 'হিদা'[২০] এরপর 'রজয' এবং সর্বশেষ 'যাহার' যুক্ত ছন্দে বিকশিত হয়েছে।[২১] এ সমস্ত পর্যায়গুলো আমাদের নিকট অস্পষ্ট রয়েছে। কারণ এগুলোর উৎপত্তি ও বাল্যজীবন সম্পর্কীয় কোন কবিতার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। তবে উক্ত প্রচ্ছন্ন বিষয়টি উদ্ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন ইবন সাল্লাম, তাঁর অনুসরণ করেছেন ইবন কুতায়বা।[২২] তাদের মতে-জাহিলী যুগের শুরুতে কাসীদা আবৃত্তির কিছু

---

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১৭ মুস্তফা স.াদিক আল রাফি'য়ী, তারীখুল আদাবিল আরব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৮ প্রাগুক্ত

১৯ প্রাগুক্ত

২০ ইবন রশীক, 'আল উমদা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, 'হিদা' নসব এর অন্তর্ভুক্ত। আর তা হচ্ছে মরুভূমিতে রাখাল ও যুবকদের উট পরিচালনার জন্য গাওয়া হত। উল্লেখ্য যে, জনাব ইবন আব্দিল্লাহ্ ইবন হুবল এর নামানুসারে উক্ত গীতকে الغناء الجنابى বলা হয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২১ হান্না আলফাখুরী, আল-মু'জায ফিল আদব আল আরাবী ওয়া তারীখিহি (বৈরুত :দার আল জায়ল, হি. ১৪১১/১৯৯১) সংস্ক. ২, ১ খ. পৃ. ৯৩

২২ ড. শওকী দায়ফ, তারীখু আল আদল আল-'আরাবী, আল 'আস.রুল জাহিলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ম-কানুন ছিল কিন্তু কালের অতল গহ্বরে তা নিমজ্জিত হয়ে যায়। ইমরাউল কায়েসের নিম্নোক্ত শ্লোকটিকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন :[২৩]

عـوجا على الطـلل المحيـل لاننا + نبكـى الديار كما بكـى ابـن حزم

"প্রেয়সীর বাসভূমির নিকট অবস্থান কর, কিছুক্ষণ আমরা তার ধ্বংসাবশেষের উপর কান্না করে নেই ইতিপূর্বে যেমনটি করেছিলো ইবন হিযাম।"

উক্ত শ্লোকে কবি ইবন হিযাম ইতিপূর্বে প্রেয়সীর বিরহে বাস্তুভিটার উপর ক্রন্দন করেছেন। তবে মুহম্মদ ইবন সাল্লাম আল জুমাহী স্বীয় "তাবাক্বাতুশ্ শু'য়ারা" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আরবগণ পূর্ব যুগে শি'র আবৃত্তি করতে পারতনা বরং ক্বাসীদা আবৃত্তি করত।[২৪] নবী (স.) এর উর্ধ্বতন পুরুষ আব্দুল মুত্তালিব কিংবা হাশিম ইবন 'আব্দ মানাফের যুগে ক্বাসীদা ও শি'র এর প্রচলন ঘটে।[২৫] অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে হিজরতের একশত বৎসর পূর্বের ঘটনা। তদানিন্তনকালে প্রসিদ্ধ তিন জন যোদ্ধা ছিলেন : 'আমির ইবনুদ্ দরব, রবী'আ ইবনুল হারিছ, ও কুলায়ব।[২৬]

ভাষাবিদ আসমা'ঈ বলেন : কবি ইমরাউল কায়েসের মামা 'আদী ইবন রবী'আ আত্ তাঘলবী যিনি আল্ মুহালহিল[২৭] নামে পরিচিত। তার ভাইয়ের মৃত্যুতে শোকগাঁথা কবিতার ৩০টি শ্লোক কবরের পার্শ্বে ঝুলিয়ে রাখেন। যার শুরু ছিল :[২৮] اهـاج قذاة عينـى الاذكار

কবি আল্ মুহালহিলের পূর্বে 'রজয' ও 'কিত'আ' জাতীয় কবিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনিই সর্ব প্রথম কাসীদা আবৃত্তি করেন। এরপর ইমরাউল কায়স এ বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। রাসূল (স.) এর যুগে এ বিষয়ে আল-আগলাব আল্ আজ্জালী, এরপর আল আজ্জাজ ও তাঁর ছেলে র'উবাহ্ প্রমুখ

---

২৩ প্রাগুক্ত ; ড.এ.এম.এম. আব্দুল মন্নুর চৌধুরী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (জাহিলী যুগ) (চট্টগ্রাম: আরবী ও ফার্সী বিভাগ, চ. বি. ১৪১৪/১৯৯৩), পৃ. ৫৪

২৪ মোস্তফা স.াদিক আল রাফি'য়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২৫ প্রাগুক্ত

২৬ প্রাগুক্ত

২৭ আরবীতে হল্হলা থেকে মুহালহিল নামের উৎসারিত। যার অর্থ হল- কাপড় বুনা, শোকগাথা রচনা করা। তিনি যেহেতু শোকগাথা রচনার মাধ্যমে হৃদয়ের ব্যাথা প্রকাশ করেছেন এ জন্য তাকে আল মুহালহিল বলা হয়। মোস্তফা সাদিক আল রাফি'য়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭ ; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, (পাদটীকা সহ) পৃ. ৯১।

২৮ মোস্তফা স.াদিক আল রাফি'য়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

কবিগণ বুৎপত্তি অর্জন করেন।[২৯] কোন কোন পণ্ডিত নিম্নে উল্লেখিত প্রত্যেককে প্রথম কবিতা রচয়িতা হিসেবে মত প্রকাশ করেন : কবি আবূ দাউদ, লাকীত, আলাস ইবন জুদুন, খুজায়মা ইবন নহদ, জুহায়র ইবন জনাব আলকালবী, হাযীন ইবন লাওযান, রবী'ইবন যিয়াদ, আল ইসরা' আল আদওয়ানী ও 'আমর ইবন কামীআ।[৩০]

জাহিলী যুগের কবিতার শ্রেণী বিন্যাস :

আরবগণ যদিও তাদের কবিতার বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে আল ফাখর, আলহামাসা, আল মাদাহ্ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন কিন্তু অনারব কবিদের দৃষ্টিতে এগুলোকে গীতি কবিতার অন্তর্ভূক্ত করেন। প্রাচীন ইউরোপীয়দের নিকট কবিতা তিন প্রকার :[৩১]

১. আশ্ শি'র আল কাসাসী (EPIC)

২. আশ্ শি'র আল্ গিনায়ী (Lyri)

৩. আশ্ শি'র আত্ তামছীলী (Dramatic)

গ্রীক ও তথা পশ্চিমা সাহিত্যে চার ধরণের কবিতার প্রচলন পাওয়া যায়। যথা :[৩২]

১. আশ্ শি'র আল কাসাসী (মহাকাব্য)

২. আশ্ শি'র আত্তা'লীমী (শিক্ষামূলক কাব্য)

৩. আশ্ শি'র আত্ তামছীলী (নাট্য কাব্য)

৪. আশ্ শি'র আল্ গিনায়ী (গীতিকাব্য)

১. আশ্ শি'র আল কাসাসী (Epic poem মহাকাব্য):

পুরাতনকালের বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জীবনীমূলক আলোচনা একহাজার লাইনের সমপরিমান কাব্যাকারে প্রকাশ করাকে মহাকাব্য বলে।[৩৩] মহাকাব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউরোপীয় মহাকাব্য যাকে epic বলা হয়।[৩৪] হোমারের "ইলিয়ড" যা বিংশ শতাব্দীতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন সুলায়মান আল

---

২৯ মুস্তফা স্বাদিক আল রাফিয়ী, তারীখু আদাবিল 'আরব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩০ জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাহ্ আল 'আরাবিয়্যাহ্ (বৈরুত: মাকতাব আল-বহুছ ওয়াদ্দিরাসাত ফী দার আল-ফিকর, ১৪১৬/ ১৯৯৬),সংস্ক. ১, ১ খ. পৃ. ৬৫-৬৬।

৩১ জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাহ্ আল 'আরাবিয়্যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৩২ ড. শওকী দয়ফ, তারীখু আল-আদব আল 'আরবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৩৪ মুস্তফা স.াদিক আল রাফি'য়ী, তারীখু আদাবিল 'আরব, প্রাগুক্ত, ৩ খন্ড, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

বুস্তানী। ফারজীলের 'ইনিয়ড' হিন্দুদের 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত', ফিরদৌসীর 'শাহনামা',[৩৫] ফ্রান্সীয় ভাষায় লিখিত মহাকাব্য রোলানের 'উনসুদাহ' প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত মহাকাব্য এর আওতায় এসে যায়।[৩৬]

২. আশ্ শি'র আত্তা'লীমী (শিক্ষামূলক কবিতা) :

কোন জ্ঞানগর্ভ বিষয়কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কাব্যাকারে প্রকাশের নাম শিক্ষামূলক কবিতা। যেমন- গ্রীক কবি 'হাবইউড' গ্রাম্য জীবন ও বছরের বিভিন্ন ঋতু সম্বলিত জ্ঞানগর্ভ 'আল্-আ'মাল ওয়াল আয়্যাম' নামে রচনা করেন।[৩৭]

৩. আশ-শি'র আত তামছীলী (নাট্যকাব্য) :

কবির মনের ভাব পাঠকদের হৃদয়পটে জাগরুক হওয়ার জন্য অলংকার শাস্ত্রের নিয়ম-নীতি অবলম্বনে দুই ব্যক্তি তথা নায়ক-নায়িকার মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কথোপকথনের দ্বারা যে কবিতা রচিত হয় এ ধরণের কবিতাকে 'নাট্যকাব্য' বলা হয়।[৩৮]

৪. আশ্ শি'র আল-গিনা'ই (গীতিকাব্য) :

যে কবিতায় কবি সত্তা ও তার মানসিক আবেগ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি প্রকাশ পায় এ ধরণের কবিতা গীতিকাব্য হিসেবে বিবেচিত।[৩৯] ইবন সিনান আল খাফাজী লিখেন- "গীতি কবিতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো তার সব অংশ পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও সম্বন্ধযুক্ত হবে। প্রথম ও শেষের অংশের মধ্যে ঐক্য বহাল থাকবে এবং উভয়ই পরস্পর থেকে কখনও পৃথক হবে না।"[৪০]

জাহিলী যুগের কবিতায় মহাকাব্য, শিক্ষামূলক কাব্য কিংবা নাট্যকাব্য পরিলক্ষিত হয় না। কারণ উক্ত যুগের কবিগণ তাদের কবিতায় আপন সত্তা, হৃদয়ের অনুভূতি, আশা-আকাংখা, বিরহ-বেদনা ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলেছে। মহাকাব্য, শিক্ষামূলক কাব্য কিংবা নাটকাব্যে মূলত: বিস্তরভাবে গল্পকাহিনী,

---

৩৫ কাশফুজ্. জুনুন গ্রন্থকার বলেন- উক্ত শাহনামায় এক মিলিয়ন ছয় হাজার পংক্তি ৩৩০ খণ্ডে লিপিবদ্ধ ছিল। তদানিন্তন 'উছ্মানী খলীফা যায়জীদের নির্দেশে ৮০খণ্ডে সংক্ষিপ্ত করে বাকীগুলো জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ করেন। মুস্তফা সাদিক আল রাফি'য়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৩৭ ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৩৮ জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৩৯ ড. এ.এম.এম. আব্দুল গফুর চৌধুরী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৪০ মো: আবু বক্কর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্য সমালোচনা (ঢাকা : সুলতানা প্রকাশনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খৃ. ১৯৮৯), পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানগর্ভ শিক্ষামূলক আলোচনা যে মানদণ্ডে অন্যান্য জাতির কবিতায় বিদ্যমান তা জাহিলী যুগের কবিতায় পাওয়া দুষ্কর। এছাড়া নায়ক-নায়িকার পরস্পরের অঙ্গি-ভঙ্গি সূচক বাক্যালাপ তাদের কবিতায় অনুপস্থিত। জাহিলী যুগের কবিতা গীতিকাব্য হিসেবে বিবেচ্য। তবে এ যুগের সব কবিতাই যে গীতিকাব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ এমন বক্তব্য রাখা দুষ্কর। কারন গ্রীক জাতির নিয়মানুসারে উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করা হয়।[৪১]

জাহিলী যুগে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র :

জাহিলী যুগের কবিগণ গীতিকাব্য আবৃত্তিতে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। কারণ, গীতি কবিতার সাথে বাদ্যযন্ত্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।[৪২] গান আরবী কবিতা শিক্ষা লাভের মূল উৎস। এজন্য হয়ত কবিতা আবৃত্তিতে 'ইনশাদ' নামে ব্যাখ্যা করা হত। এর সাথে সাথে 'হুদা' নামটিও ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কারণ তাদের বাহন গুলোকে গান গেয়ে গেয়ে পরিচালিত করা হত।[৪৩] এ যুগের কয়েকটি প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ নিম্নে করা হল :

১. আল মিযহার (المزهر)

২. আদ্ দফ (الدف)

৩. আস্-সঞ্জ (الصنج)

৪. আল্ বারবাত (البربط)

৫. আল্ উ'দ (العود)

১. আল্-মিযহার (المزهر) :

এ বাদ্যযন্ত্রটি সম্পূর্ণ চামড়ার তৈরী।[৪৪] আরব কবিগণ নিঃসঙ্গ পরিবেশে কবিতা আওড়ানোর তালে তালে এ যন্ত্রটির ব্যবহার করত। প্রখ্যাত কবি 'আলকামার কবিতায় নিম্নোক্ত চরণে 'আলমিযহার' এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যথা :[৪৫]

---

৪১ ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৪২ ড. এ.এম.এম. আব্দুল মঞ্জুর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৪৩ ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

قد اشهد الشرب فهم مزهر رنمٌ + والقوم تصرعهم صهباء خرطوم[৪৬]

"মিযহারের গঞ্জনে মদ্যপায়ীগণ সাক্ষ্যবহন করে, লোক সমাজ মদের প্রথম চুমুকেই তাদেরকে ধরাশায়ী করে ফেলে।"

২. আদ্ দফ (الدف) :

আদ্ দফ[৪৭] আরবদেশে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। চামড়ার তৈরী বিশিষ্ট একটি ঢোল সাদৃশ। একদিক চামড়া দিয়ে বন্ধ থাকে অন্যদিকে ফাঁকা থাকে। ত্যবারীতে উল্লেখ রয়েছে- একদা রাসূল (স.) দাফুফ ও মাযামীর নামক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের সংবাদ পেয়ে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন। রাসূল (স.) কে বলা হল : বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠানে এরূপ করা হয়।[৪৮] বিয়ের অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে প্রচারের নিমিত্তে রাসূল (স.) কর্তৃক উৎসাহব্যঞ্জক বাক্যেও এ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন:[৪৯]

اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف

"এ বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার কর এবং এ অনুষ্ঠান মসজিদে সম্পন্ন কর এ সময় একতারা বাদ্য বাজাও।"

৩. আস্-সঞ্জ (الصنج) :

এ বাদ্যযন্ত্রটি সম্ভবত: ইরানের প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র 'আল জনক' (الجنك) থেকে আরবীতে ব্যবহার করা হয়েছে।[৫০] আরব কবিগণ তাদের বাহন উট, ছাগল,দুম্বাকে তৃণলতা ভক্ষণ করানোর জন্য চারণ ভূমিতে ছেড়ে দিত। তখন এ বাদ্যযন্ত্র দিয়ে গান পরিবেশন করত। আল আ'শার কবিতায় এ ধরণের বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার সর্ব প্রথম পরিলক্ষিত হয়।[৫১] এজন্য তাকে "সন্নাজ্জাতুল আরব" (আরবের চারণভূমি) বলা হয়।[৫২] নিম্নে "আস সঞ্জ" নামক যন্ত্রের ব্যবহার সম্বলিত শ্লোক দেয়া হল : [৫৩]

ومستجيب تخال الصنج يسمعه + إذا ترجع فيه القينة الفضل

---

৪৬ صهباء অর্থ মদ, خرطوم প্রথম চুমুক।

৪৭ বর্তমান সংগীত রাজ্যে 'একতারা বাদ্য' নামে পরিচিত। আদ্দফ এর ইংরেজী হচ্ছে Tambourine খঞ্জনি বা তম্বুরা। দেখুন: মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, জানু: ১৯৯৯) সংস্ক. ৭. (পাদটীকা সহ) পৃ. ১৪৭।

৪৮ ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৪৯ তিরমিযী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮

৫০ ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৫১ ড. এ.এম. এম. আব্দুল গফুর চৌধুরী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৫২ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৫৩ ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

আস্ সঞ্জের বীণার সুর যখন শ্রবণ করা হয় তখন এক কাপড়ে পেচানো বাদ্যযন্ত্রটি পশ্চাদমুখী হয়ে যায়।

৪. আল্ বারবাত (البربط) :

গ্রীকদেশে সর্ব প্রথম এ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। ধীরে ধীরে আরব রাজ্যে প্রবেশ করে। 'আলক্বামা ইবন 'আবদাহ এর বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। একদা 'আলক্বামা একটি দল নিয়ে গাস্সানী রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সেখানে বায়জান্টাইন থেকে আগত কয়েকজন গায়িকাকে "বারবাত" নামক বাদ্যযন্ত্র দ্বারা গান পরিবেশনে দেখেন। অনুরূপ হীরা রাজ্যেও এ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[৫৪]

৫. আল্ 'উদ (العود) :

আল ইয়ামামার কবি "আল্ আশা" 'আল'উদ' নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গাহিত। তার গান শোনার জন্য মানুষের উৎসুক্য লক্ষণীয়। পারস্য রাজা কিসরা তাঁকে তলব করে গান শুনতেন। আর তিনি উক্ত বাদ্যযন্ত্র দিয়ে গান গাহিতেন।[৫৫]

---

৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাহিলী যুগের কবিতার বিষয়বস্তু

প্রাক ইসলামী যুগে কবিতার বিষয়বস্তু নিরূপণে একথা বলা যায় যে, ধর্মীয় কবিতা আরবী ভাষায় একটি বড় ধরণের স্থান দখল করে আছে।[৫৬] আল্লাহর ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে তাদের পূজা-আর্চনা অব্যাহত থাকত। আর এগুলো কবিতার মাধ্যমে ফুটে উঠত। 'আল্লাহ' শব্দটির ব্যবহার ও তাদের কবিতায় লক্ষণীয়। মু'আল্লাকার প্রসিদ্ধ কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমার নিম্নোক্ত শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য। যথা:[৫৭]

فلا تكتمن الله ما فى صدروكـم + ليخفى ومهما يكتم الله يعلم

"তোমাদের হৃদয়ের গোপন কথা আল্লাহর নিকট লুকিয়ে রেখো না; অথচ সে কথা যখনই গোপন করার চেষ্টা করা হয় তা আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই জানবেন।"

দেবদেবীর প্রতিও তাদের প্রবল বিশ্বাস ছিল। শত্রুর সাথে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য কিংবা রণ-কৌশলে দৃঢ়তার জন্য দেব-দেবীর নিকট প্রার্থনা করা হত। এ বিষয়টিও তাদের কবিতায় ফুটে উঠেছে। যেমন:[৫৮]

ومنهم عمرو المحمود نائلـه + كانـا رأسـه طين الخواتيم

তাদের মাঝে রয়েছে'আমর, যিনি নায়েলা নামে প্রশংসিত। তার শির যেন গহনায় ঢালাই সদৃশ।

এজন্যই কুরআন নাজিলের প্রথম যুগে আল্লাহর বাণী প্রচারের সময় রাসূল (স.) কে কখনও কবি, গণক, কখনও বা যাদুকর হিসেবে আখ্যায়িত করা হত।[৫৯] পবিত্র কুরআনে তাদের অমূলক অসারতার জবাব দেয়া হয়েছে। 'যাদুকর' অপবাদের প্রসংগে নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়:[৬০]

وقال الذين كفروا للحق لما جاءهـم إن هذا إلا سحر مبيـن.

---

৫৬ ড. এ.এম.এম. আব্দুল গফুর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৫৭ জনাব মাও: মুহিউদ্দীন, সাবউ মুআ'ল্লাকাত (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, তা.বি) ৩য় মুআল্লাকা, পংক্তি- ২৭, পৃ. ১২৩।

৫৮ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন আব্দিল খাত্তাব আল কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল আরব, (বৈরুত: দার আল-কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪১২/ ১৯৯২) ২য় প্রকাশ, পৃ. ৭২।

৫৯ ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৬০ সূরা সাবা : ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

"আর কাফেরদের নিকট যখন সত্য আগমণ করে তখন তারা বলে এতো এক সুস্পষ্ট যাদু"।

কবি ও গণক হিসেবে রাসূল (স.) কে আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে নিম্নোক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করা যেতে পারে :[৬১]

انه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا تقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين.

"নিশ্চয় এ কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের আনীত। এটা কোন কবির কালাম নয়, তোমরা কমই বিশ্বাস কর এবং এটা কোন গণকের কথা নয়, তোমরা কমই অনুধাবন কর। এটা বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত।"

আরবদের এটা বিশ্বাস ছিল যে, গণকদের নিকট শয়তানের আগমনের মত কবিদের সাহায্যের জন্যও শয়তান আগমন করত। যেমন কবি আল্ আ'শার নিকট (مسحل) মিস'হাল[৬২] নামক শয়তান আগমন করে তাকে কবিতা শিক্ষা দিত। 'আমর বিন কাল্ভানের প্রতি (جهنام) জুহান্নাম নামক শয়তানের প্রভাব পড়ত।[৬৩]

প্রাচীন আরবে ধর্মীয় ভাবধারায় কবিতা শুরু হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয়ে সম্প্রসারিত হয়। ইবন রশীক তাঁর 'আল 'উমদাহ' গ্রন্থে কবিতার বিষয়বস্তু নিরূপণে ৯টি বিষয়ের উল্লেখ করেন :[৬৪]

১. النسيب (প্রণয় গীতি) ২. المديح (স্তুতিবাদ) ৩. الافتخار (গৌরবগাঁথা) ৪. الرثاء (শোকগাঁথা) ৫. الاقتضاء والاستنجاز (প্রয়োজনীয়তা অনুভবসূচককাব্য) ৬. العتاب (অর্ভসনা সূচককাব্য) ৭. الوعيد والانذار (ভীতি প্রদর্শনমূলক কাব্য) ৮. الهجاء (ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কাব্য) ৯. الاعتذار (ক্ষমা প্রার্থনামূলক কাব্য)।

বিশিষ্ট কাব্য সমালোচক কুদামা তার নাকদুশ্ শি'র গ্রন্থে ৬টি বিষয়বস্তুর উল্লেখ করেন :[৬৫]

১. المديح (স্তুতিবাদ) ২. الهجاء (ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ) ৩. النسيب (প্রণয়কাব্য) ৪. المراثى (শোকগাঁথা) ৫. الوصف (বর্ণনামূলক) এবং ৬. التشبيه (উপমা)।

---

৬১ সূরা আল হাক্কাহ : ৪০-৪৩

৬২ ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হিলাল আল 'আসকারী বলেন- জাহিলী যুগের কবিতার বিষয়বস্তু ৫ ধরণের ছিল :[৬৬]

১. المديح (প্রশংসা) ২. الهجاء (ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ) ৩. الوصف (বর্ণনামূলক) ৪. التشبيه (উপমা) ৫. المراثى (শোকগাঁথা)।

'আব্দুল 'আযীয ইবন আবিল আস.বাগ দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার পর ১৮টি বিষয়ের অবতারণা করেছেন:[৬৭]

১. الغزل (প্রেমমূলক) ২. الوصف (বর্ণনামূলক) ৩. الفخر (গৌরব গাথা) ৪. المدح (স্তুতিবাদ) ৫. الهجاء (ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ) ৬. العتاب (তিরস্কার) ৭. الاعتذار (ক্ষমা প্রার্থনা) ৮. الادب (শিষ্টাচার) ৯. الخمريات (মদ সম্পর্কীয়) ১০. الاهديات (উপদেশমূলক) ১১. المراثى (শোকগাঁথা) ১২. البشارة (সু-সংবাদ) ১৩. التهانى (শুভেচ্ছা জ্ঞাপক) ১৪. الوعيد (ভীত প্রদর্শনমূলক) ১৫. التحذير (সতর্কীকরণ) ১৬. التحريض (উৎসাহ ব্যাঞ্জক) ১৭. الملح (রসিকতা) ১৮. باب مفرد السؤال والجواب (প্রশ্ন-উত্তরের বিচ্ছিন্ন অধ্যায়)।

জাহিলী ও অন্যান্য যুগের কবিতার তুলনামূলক গবেষক, শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলক সু সাহিত্যিক আবূ তাম্মাম (মৃ. ২৩১হি.) স্বীয় গ্রন্থ "দীওয়ান আল-হামাসায়" ১০টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন:[৬৮]

১. الحماسة (বীরত্ব) ২. المراثى (শোকগাঁথা) ৩. الادب (শিষ্টাচার) ৪. التشبيب (প্রণয়গীতি) ৫. الهجاء (ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ) ৬. الاضياف والمدائح (আতিথ্য ও স্তুতিবাদ) ৭. الصفات (বর্ণনাবিষয়ক) ৮. السير والنعاس (ভ্রমন ও প্রতিউত্তর) ৯. الملح (রসিকতা) ১০. مذمة النساء (নারী গঞ্জনা)।

প্রাক ইসলামী যুগের কবিতার বিষয়গুলো বিস্তরভাবে বোধগম্যের জন্য তৎকালীন কবিদের কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত। নিম্নে এ বিষয়ের অবতারণা করা হল :

---

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৬৭ মুস্তফা স.াদিক আল রাফি'য়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৬৮ ড. মো: আব্দুস সালাম, "আবূ তাম্মাম : কবি ও কাব্য", ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ রাজশাহী ১ম সংখ্যা, ২০০০, পৃ. ২০৮ ; মুস্তফা স.াদিক আল রাফি'য়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রশংসামূলক কবিতা (المديح) :

মানুষের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, দানশীলতা, রূপ সৌন্দর্য ইত্যাদির প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করাটাই "আল মাদীহ্"। মু'আল্লাকার সুবিখ্যাত কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমা সৌন্দর্য গঠনের প্রশংসায় বলেন :[৬৯]

وفيهم مقامات حسان وجوههم + واندية ينتابها القول والفعل

وان جئتهم الفيت بيوتهم + مجالس قد تشفى باحلامها الجهل

তাদের মাঝে সুদর্শন বিশিষ্ট মানুষ রয়েছে, পরামর্শসভাও রয়েছে যেখানে কথা ও কাজের সমন্বয়ে পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে। যখন তুমি তাদের ঘরের আশে পাশে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতি লক্ষ্য করবে তখন তোমার অজানা বিষয়ের নিরসন হবে।

২. ব্যঙ্গ কবিতা (الهجاء) :

আরবজাতি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। অন্য গোত্রের পক্ষ থেকে নিজেদের বংশ কিংবা ব্যক্তির প্রতি বিন্দুমাত্র দোষারোপ করলে গাত্রদাহ হত, যা তীরের ফলকের চেয়ে কঠিনভাবে হৃদয়ে স্পর্শ করত। রাসূল (স.) এর সাহাবী কবি হাস্সান (রা.) কে মুশরিকদের ব্যাঙ্গাত্মক বক্তব্যের প্রতিউত্তর দানের জন্য উৎসাহ প্রদানে বলেছিলেন :[৭০]

اهجوا قريشا فانه اشد عليهم من رشق النبل

"তোমরা কুরাইশদের দুর্নামজনিত কবিতা আবৃত্তি কর। কেননা, ইহা তাদের জন্য তীরের ফলকের চেয়ে বেদনাদায়ক।"

হিস্.ন গোত্রের ব্যঙ্গাত্মক রচনায় কবি যুহায়র বলেন :[৭১]

ما ادرى ولست اخال ادرى + اقوم آل حصن ام نساء

আমি জানি না এবং ধারণাও করতে পারি না যে, হিস্.ন বংশের লোকেরা পুরুষ না মহিলা।

---

৬৯ আহমদ হাসান আয্ যায়্যাত, তারীখু আল-আদব আল-'আরাবী (বৈরূত : দার আছ্.ছ্.াক.াফাহ্, ১৯৮৫) ২৯তম সং, পৃ. ৪৯

৭০ ওয়ালী উদ্দীন আল খতীব, মিশকাতুল মাস.াবীহ (সাহারানপুর : মাকতবা থানভী, দেওবন্দ, তা.বি.), ২ খ. পৃ. ৪০৯

৭১ ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রণয় কাব্য (النسيب) :

প্রাক ইসলামী যুগের কবিতায় প্রণয়মূলক কাব্য বিষয়ক সব কবিই কম বেশী কবিতা রচনা করেছেন। এ বিষয়ে কবি সম্রাট ইমরাউল কায়সের বহুল আলোচিত শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য :[৭২]

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل + بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها + لما نسجتها من جنوب وشمائل

"দাড়াও যুগল বন্ধু ! কাঁদি প্রিয়া ও তার বাস্তু স্মরি,
'হামলা' দাখুল' বালির টিলায় ভিটে যে তার রইলো পাড়ি।
'তুমি' 'মাকরার' মধ্যে আজো চিহ্ন যে তার মুছলো না হায়,
জমায় বালু দখনে হাওয়া সরায় পুন: উত্তরে বায়।"[৭৩]

৪. শোকগাঁথা (الرثاء) :

স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ ব্যাথা নিয়ে শোকগাঁথা রচিত হত। শোকগাঁথা কাব্যের কিংবদন্তী সুখ্যাতি অর্জন করেছে। কুলায়বের মৃত্যুতে স্বীয় ভ্রাতা মুহালহিল কর্তৃক শোকগাঁথাকে বর্তমান পদ্ধতির প্রথম কবিতা হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করে আসছে। যেমন :[৭৪]

كليب لاخير فى الدنيا ومن فيها + ان انت خليتها فيمن يخليها

كليب اى فتى عز ومكرمة + تحت السقائف اذ يعلوك سافيها

نعى النعاة كليبا لى فقلت لهم + مادت بنا الأرض ام مادت رواسيها

হে কুলয়ব! দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা কিছু আছে তাতে নেই কোন মঙ্গল যদি তুমি দুনিয়া ছেড়ে যাও, অত:পর কে দুনিয়া ছেড়ে গেলো সে সংবাদেও নেই কোন গুরুত্ব।

হে কুলয়ব! আকাশের নিম্নে তুমি সম্মান ও আভিজাত্যের যুবক যখন সে (শত্রু) তোমাকে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে করেছে পরাভূত।

---

৭২ জনাব মাও: মহিউদ্দীন, সাবউ মু'আল্লাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

৭৩ মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, আস-সব-উল মু'আল্লাকাত, সম্পাদনা, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭২) সংস্ক. ১, পৃ. ৮২

৭৪ জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

শোকার্ত রমণীরা কুলয়বের জন্য আমার নিকট শোক করেছে। আমি তাদের বলেছি, পৃথিবী আমাদের নিয়ে কাপছে, পাহাড় পর্বত দুলছে।[৭৫]

৫. গৌরবাত্মক (الفخرية) :

আরবগণ ঐতিহ্যগতভাবে আত্মগৌরব ও বংশগৌরব করত। প্রত্যেক কবিদের কবিতায় এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। কবি তুয়াক্কর এ বিষয়ের শ্লোকগুলো নিম্নরূপ :[৭৬]

و يوم حبست النفس عند عراكه + حفاظا على عوراته والتهدد

على موطن يخشى الفتى عنده الردى + متى تعترك فيه الفرائص ترعد

কতদিন যুদ্ধক্ষেত্রে সংকটময় মুহূর্তে ভয়ভীতি উপেক্ষা করে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমার চিত্ত দৃঢ় রেখেছি। যেখানে বীর যোদ্ধাগণ মৃত্যু ভয়ে শংকিত হয়, যখন তাদের স্কন্ধ দেশে পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষিত হয় এবং গ্রীবা প্রকম্পিত হয়।[৭৭]

৬. বীরত্বমূলক কাব্য (الحماسة) :

যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিংবা বড় ধরণের কৃতিত্বের জন্য বীরত্বমূলক কবিতা রচনা করত। গোত্রে গোত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ যুদ্ধ লেগেই থাকত। আর কবিতার মাধ্যমে ইন্ধন যোগাতো। হরবুল বসুসের সময় কবি আব বিম্মানী নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন :[৭৮]

فلما صرع الشر + فامسى وهو عريان

ولم يبق سوى العدوا + ن دناهم كما دانوا

مسينا مشية الليث + غدا والليث غضبان

يضرب فيه توهين + وتخضيع واقران

---

৭৫ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৭৬ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন আখিল খাত্তাব আল কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

৭৭ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৭৮ আব্দুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খৃ. ১৯৯৫), পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

যখন খোলামেলা যুদ্ধ শুরু হল আর, অত্যাচারের প্রতিদান দেয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না তখন তারা যেরূপ আচরণ করেছিল আমরাও তাই করলাম। আমরা প্রত্যুষে ক্রোধান্বিত সিংহের ন্যায় চললাম। আমরা তাদেরকে এমন মার দিলাম যাতে ছিল- অপদস্থতা, হীনতা ও আনুগত্যলাভ করা।

৭. ভর্ৎসনা (العتاب) :

কাংখিত কোন বস্তুর দ্বার প্রান্তে না পৌঁছতে পারলে ভর্ৎসনার উদয় হয়। কবি ইমর'উল কায়সের নিম্নোক্তচারণে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে :[৭৯]

اذا قلت هذا صاحب قد رضيته + وقرت به العينان بدلت آخرا

كذلك جدى: لا اصاحب واحدا + من الثا الاخاننى وتغيرا

আমি যখনই আমার কোন বন্ধুকে বলেছি, সে ভাল, তাকে দেখলে আমার দু'চোখ জুড়ায়, তখনই আর তাকে খুজে পাইনি। আমার কপাল এমনি, আমার সাহচর্যে যেই আসুক না কেন- হয় সে বদলে গেছে না হয় হারিয়ে গেছে।

৮. মদের প্রশংসায় রচিত কাব্য (الخمريات) :

জাহিলী যুগের মদের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। মদের বর্ণনায় কবি আল্‌তারা ইবন শাদ্দাদের শ্লোকদ্বয় উল্লেখযোগ্য :[৮০]

فاذا شربت فاننى مستهلك + مالى وعرضى وافر لم يكلم

واذا صحوت فما اقصر عن نرى + وكما علمت شمائلى وتكرمى

মদ পান করে আমার সম্পদ নষ্ট করায় আমার সম্মান কমবে না বরং বাড়বে। যখন আমি নেশা থেকে সুস্থ হই, তখনই দান-দক্ষিণার কমতি নাই যেমনটি আমার চরিত্র ও মান-সম্মান সম্পর্কে অবগত রয়েছে।

প্রাক ইসলামী যুগে বিভিন্ন কবিতায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্ব স্ব কবিতায় উল্লেখের মাধ্যমে কবিতার মান আরও উন্নত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

---

৭৯ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৮০ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবীল খাত্তাব আল কুরশী, পৃ. ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

এক. শিল্প-খনিজদ্রব্য :

মু'আল্লাকার অন্যতম কবি তারাফাহ্ ইবন আল'আব্দ আল বকরীর কবিতায় শিল্প খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দিজলা নদীর স্রোতের অবগাহনে চালিত নৌকার সাথে তার বাহনের তুলনা প্রসংগে বলেন :[৮১]

واتلع نهاض اذا صعدت بـه + كسكان بوصى بدجلة مصعد

ঐ উষ্ট্রীর গ্রীবাদেশ উচু এবং দ্রুতগামী। যখন উপরে উত্তোলন করে তখন মনে হয় যেন দিজলা নদীর 'বূসী' নামক নৌকার পাল তুলে বয়ে চলেছে।

দুই. প্রকৌশল সম্পর্কীয় :

কবি তরাফার নিম্নোক্ত পংক্তিতে রোমক প্রকৌশলীদের নির্মিত ব্রীজের উল্লেখ প্রসংগে বলেন :[৮২]

كقنطرة الرومى اقسم ربها + لتكتنفن حتى تشاد بقرمد

উষ্ট্রীটি যেন রোমক প্রকৌশলীদের তৈরী মজবুত পুল সদৃশ, কন্ট্রাক্টর যেমন এমন অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে কার্য পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে প্রস্থান করবে না।

তিন. পোষাক পরিচ্ছদ :

নর্তকীদের ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা কবি তরাফার কবিতায় স্থান পেয়েছে। উল্লেখিত পোষাকের উপরের আবরণ বেশ ঢিলা-ঢালা এবং ভিতরের পোষাক বেশ আট-সাট ছিল। যেমন :[৮৩]

ندماى بيضٌ كالنجوم وقينةٌ + تروح الينا بين بُردٍ ومُجْسَد

নক্ষত্রের ন্যায় আমার সভাসদ নির্দেশ ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত এবং আমাদের মাঝে জাফরানী রংয়ের ঢিলে-ঢালা কাপড় পরিহিতা একজন নর্তকী উপস্থিত হত।

চার. দর্শন শাস্ত্রীয় উপাদান :

মানুষের মূল্যায়ন সাথী-সঙ্গীদের সংশ্রবের মাধ্যমে চেনা যায় قل لى من تعاشر اقل لك من انت।[৮৪] "আমাকে তোমার সঙ্গী-সম্পর্কে বল তাহলে তুমি কে এ কথা আমি বলে দিব" উক্ত দর্শনশাস্ত্রীয় বক্তব্য নিম্নোক্ত চরণে ফুটে উঠেছে :[৮৫]

---

৮১ জনাব মাও: মহিউদ্দীন, সাবউ মুআল্লাকাত, পংক্তি নং ২৯

৮২ প্রাগুক্ত, পংক্তি নং ২৩

৮৩ প্রাগুক্ত, পংক্তি নং ৪৯

৮৪ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন আখিল খাত্তাব আল কুরাশী, প্রাগুক্ত, (গাদটীকাসহ) পৃ. ২১০

৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

عن المرء لاتسأل وابصر قرينه + فان القرين بالمقارن مقتدر

মানুষকে জিজ্ঞেস না করে তার সাথীকে বল, কেননা সঙ্গী-সাথীদের মাধ্যমেই ব্যক্তির পরিচয় মিলে।

পাঁচ. নীতিবাক্য :

প্রাক ইসলামী যুগের অনেক কবিতায় নীতিবাক্য সম্পর্কীয় ধারণা প্রকাশ পায়। যেমন হারাম ইবন সিনান সম্পর্কে কবি যুহায়র বলেন :[৮৬]

وكنت اذا ما جئت لحاجة + نفت واجنت حاجة الغد ما تخلو

فان الحق مقطعة ثلاث + يمين او نفار او جلاء

আজ একটি অভাব পূর্ণ হলে আগামীকাল আরও একটি অভাব সৃষ্টি হয়। তিনটি বস্তুর দ্বারা সত্য অকাট্য হয় : শপথ, ফয়সালার জন্য নেতার নিকট যাওয়া এবং বিষয়টি স্পষ্ট করে প্রকাশ করা।

ছয়. প্রবাদবাক্য :

ইমরা'উল ক্বায়সের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উম্মুল হুনদুবের স্বামী সমসাময়িক তামীম গোত্রের কবি 'আলক্বামার নিম্নোক্ত চরণটি তদানিন্তন সমাজে প্রবাদ বাক্য হিসেবে বহুল আলোচিত ছিল :[৮৭]

فان تسألوني بالنساء فانني + بصير بادوا النساء طبيب

নারীদের সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, কারণ আমি দক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় তাদের রোগের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত।

সাত. আত্মজীবনীমূলক কবিতা :

তাগলিব গোত্রের কবি 'আমর ইবন কুলসূম (মৃ. ৬০০খৃ.) এর আত্মজীবনীমূলক ঘটনাটি মুআল্লাকাতে স্থান পেয়েছে। কোন এক ঘটনায় বিজয় বেশে নিম্নোক্ত চরণটি রচনা করেন। যা আত্মজীবনী মূলক কবিতার বহি:প্রকাশ :[৮৮]

صَدَدت الكأس عنا ام عمرو + بصاحبك الذى لا تصبحينا

আমরের মাতা ! পানপাত্রটি আমাদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। এটা যেন ডান দিক থেকে অন্যত্র সরিয়ে (বামদিকে) রেখেছে।

---

৮৬ ড. এ.এম.এম. আব্দুল গফুর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৮৭ আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৮৮ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন আখিল খাত্তাব আল কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আট. তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা :

কাব্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং বংশের পরম্পরায় কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমার রচিত মু'আল্লাক্বার কিছু কিছু তত্ত্বজ্ঞানের কথা প্রতিভাত হয়েছে :[৮৯]

وكائن ترى من صامت لك معجب + زيادتـــه او نقصـــه فى التكلم

لسانُ الفتى نصف ونصف فؤاده + فلـم يبق الاصورةُ اللحم والدم

অনেককে তুমি দেখবে তার নীরবতা তোমাকে আশ্চার্যান্বিত করে দিবে, যার ভাল-মন্দ তার বাক সঞ্চালনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। মানুষের মাঝে দু'টি বস্তু কাজ করে একটি হচ্ছে জাবা, অপরটি হল: হৃদয়। এ গুলো ব্যতীত শরীরে শুধু মাংস ও রক্ত ছাড়া আর কিছু থাকে না।

নয়. অতিথি পরায়ণ :

কবি লবীদ (রা.) অতিথি পরায়ণে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। স্থানীয় জনগণ ও মুসাফির সর্বস্তরের লোকজন তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করত। খাদ্য পরিবেশনের রীতি খুবই রুচিসম্মত ও উন্নতমানের হত। তার রচিত মুআল্লাকার এক অংশে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।[৯০]

ادعـو بـهـن لعاقر او مطفـل + بذلت لجيـران الجميع لحـامُها

فالضيف والجار الغريب كانما + هـبطا تـبالـة مخصبا اهضامها

আমি বন্ধ্যা উট কিংবা উন্নতমানের শাবকের মাতা জবাই করে তুনা গোশ্‌ত দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন করি। সুতরাং আমন্ত্রিত অতিথি ও পাড়া-প্রতিবেশী এমনভাবে আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করে যেন খাদ্য-শস্যে প্রসিদ্ধ "তাবালাহ্" নামক স্থানের শস্য-শ্যামল ভূমিতে মানুষের ভীড় করার ন্যায়।

দশ. উপদেশমূলক কবিতা :

প্রাক ইসলামী যুগের অনেক কবি নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে অতীতের অভিজ্ঞতার নিরীখে এবং আবহমান কাল থেকে যে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়কে হস্তগত করেছে তার প্রতি মানুষকে সজাগ করার জন্য ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সদুপদেশ প্রদান করেছেন। কবি যুহায়রের নিম্নোক্ত চরণগুলো এ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে :[৯১]

---

৮৯ হান্না আল ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

৯০ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবিল খাত্তাব আল কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

৯১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ومــن يجعل المعروف من دونه + يـفــره ومن لا يتق الشــتـم يُشتم

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله + على قــومــه يُستغن عنه ويذمم

যে ব্যক্তি সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে তার সম্মান বৃদ্ধি পায়, আর যে স্বীয় দূষণের গালমন্দ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে না তাকে সে পরিস্থিতির শিকার হতেই হয়।

যার নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থাকা সত্বেও স্বজাতির জন্য ব্যয় করে না, সে যেন তাদের পক্ষ থেকে লাঞ্চনার জন্য অপেক্ষা করে।

এগার. <u>শালীনতাবোধ</u> :

প্রাক ইসলামী যুগে নারীদের অবস্থান শোচনীয় হওয়া সত্বেও কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ তাদের আত্মমর্যাদাবোধ যথাসাধ্য বজায় রেখেছেন। যেমন কবি 'আনতারা ইবন শাদ্দাদ এতই শালীন ও লাজুক ছিলেন যে, বেগানা মেয়েদের সামনে যেতে ইতস্তত: করতেন। হঠাৎ তাদের কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে দৃষ্টি অবনমিত করতেন। নিম্নোক্ত চরণদ্বয় এ বিষয়টি বহি:প্রকাশ করে :[৯২]

اثــنــى علــى بما علمت فاننــى + سـهـل مخالقتى اذا لم اظلم

واغض طرفى ما بدلت لى جارتى + حــتــى يــورى جارة ما واها

তুমি আমার সম্পর্কে যা জান প্রকাশ কর। তুমিতো জান আমি বিনয়ী যতক্ষণ কেউ আমাকে উৎপীড়ন না করে। আমার প্রতিবেশী আমার সামনে এলে আমি দৃষ্টি সংযত করে নেই ; যতক্ষণ না সে তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

<u>আরবী সাহিত্যের যুগের বিন্যাস</u> :

ঐতিহাসিকদের নিকট আরবী সাহিত্যের যুগের বিন্যাস নির্ণয়ে দু'টো মতের উল্লেখ রয়েছে।[৯৩]

১. মূল ভাষাগত দিক থেকে:- ক. প্রাচীন সাহিত্য, খ.মুখাদরম সাহিত্য, গ. মুআল্লাকা সাহিত্য ও ঘ. নতুন সাহিত্য।[৯৪]

---

৯২ হান্না আল ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

৯৩ হান্না আল ফাখুরী, আল্ মু'জাম ফিল আদবিল 'আরবী ওয়া তারীখিহি (বৈরুত : দারুল জায়েল, হি. ১৯৯১, সংস্ক. ২, ১ম খন্ড, পৃ. ২৮-২৯।

৯৪ প্রাচীন সাহিত্য বলতে জাহিলী যুগের সাহিত্য, মুখাদরম সাহিত্য হচ্ছে যার শুরু জাহিলী যুগ এবং শেষ হচ্ছে ইসলামী যুগ। মুআল্লাদ সাহিত্যের ব্যাখ্যায় পন্ডিতদের মতে 'আব্বাসী ও স্পেনীয় সাহিত্য।

Dhaka University Institutional Repository

২. সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে:- ক. জাহিলী সাহিত্য, খ. ইসলামী সাহিত্য, গ.'আব্বাসী সাহিত্য, ঘ. পতন যুগের সাহিত্য ও রেঁনেসা সাহিত্য। উক্ত শ্রেণীবিন্যাসের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপভাবে সাজানো হল :

ক. প্রাচীন আরবী সাহিত্য :

১. জাহিলী সাহিত্য (খৃ. ৪৭৫-৬২২) নবুয়্যত প্রাপ্তির বৎসর পর্যন্ত

২. ইসলামী সাহিত্য (খৃ. ৬২২-৭৫০)'আব্বাসী খেলাফতের পূর্ব পর্যন্ত

খ. 'আরবী মুআল্লাদ সাহিত্য :

১. আব্বাসী সাহিত্য (খৃ. ৭৫০-১২৫৮)

২. স্পেনীয় সাহিত্য (খৃ. ৭১০-১৪৯২)

গ. পতন যুগের সাহিত্য : (খৃ. ১২৫৮-১৭৯৮)

ঘ. নতুন 'আরবী সাহিত্য :

১. রেঁনেসা যুগ (খৃ. ১৭৯৮-১৯০০)

২. আধুনিক আরবী সাহিত্য- অদ্যাবধি

শেষোক্ত পক্ষের পণ্ডিতদের শ্রেণী বিন্যাস :

ক. জাহিলী যুগ :

১. প্রথম-খৃষ্টীয় ৫ শতক পূর্বে

২. দ্বিতীয় - খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে ৬২২ খৃ. পর্যন্ত

খ. ইসলামী যুগ :

১. নবুয়্যত ও খিলাফাতে রাশিদার যুগ : (খৃ. ৬২২-৬৬১)

২. উমায়্যা যুগ : (খৃ. ৬৬১-৭৫০)

গ. আব্বাসী যুগ :

১. প্রথম- (খৃ. ৭৫০-১০৮৫)

২. দ্বিতীয় - (খৃ. ১০৮৫-১২৫৮)

ঘ. পতনের যুগ : (খৃ. ১২৫৮-১৮০৫) হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ পতন হতে মুহাম্মদ 'আলী পাশার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত।

ঙ. রেঁনেসা যুগ :

(খৃ. ১৮০৫-থেকে অদ্যাবধি) মুহাম্মদ আলী পাশার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে অদ্যাবধি।

কেননা, তাদের দৃষ্টিতে এ যুগে নিরেট আরবী ভাষার ব্যবহার ছিল না বরং সংমিশ্রণ হয়েছে। প্রাগুক্ত, (টীকাসহ) পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুখাদ্‌রম কবি ও কবিতার বিষয়বস্তু

যে সব কবি প্রাক ইসলামী ও ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছেন তাঁদেরকে মুখাদ্‌রম[৯৫] কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ যুগের কবিদের ভাষা স্বচ্ছ, নিষ্কলুষ ও বিশুদ্ধ। রাসূল (স.) এর আবির্ভাবের পর ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রভাব তাদের হৃদয়পটে বদ্ধমূল হয়ে বসে। রাসূল (স.) এর নবুয়্যত লাভের পর দা'ওয়াতের কাজ দ্রুত সম্প্রসারণ হতে থাকে। পাশাপাশি ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্রের অগ্নির বিস্ফুরণ অব্যাহত থাকে। ফলে বিভিন্ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সব যুদ্ধে উভয় পক্ষ থেকেই কবিতার মাধ্যমে যুদ্ধের স্পৃহার জন্য ইন্ধন যোগায়। রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) এর যুগে 'আহ্‌লে রিদ্দার' সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে ও বিবাদমানদলের মধ্যে কাব্যরচনার ধারা অব্যাহত থাকে। এভাবে তৃতীয় খলীফা 'উছ্‌মান (রা.) এর শাসনামলে মতবিরোধের চিত্রও কবিতায় স্থান পায়। তাছাড়া 'আলী (রা.) এর খিলাফতকালে এক পক্ষে খলীফা নিজেই অপরপক্ষে প্রসিদ্ধ সাহাবী তালহা (রা.), যুবায়র (রা.) ও উম্মুল মুমিনীন 'আইশা (রা.) এর সাথে "উষ্ট্রের যুদ্ধ" হয়। 'আলী (রা.) ও মু'আবিয়া (রা.) এর সাথে সিফ্‌ফীন যুদ্ধ হয়। এ সব যুদ্ধের ভয়াবহতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির বর্ণনা কাব্যাকারে আল্ আগানী, তাবারী, সীরাতু ইবন হিশাম এবং সাহাবীদের পরিচিতি সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী যেমন আল ইস্তী'আব, আল ইসাবা প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহে উল্লেখ রয়েছে। এভাবে মুখাদ্‌রম কবিদের কবিতার চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যদিও ঐতিহাসিক ইবন খালদূন ইসলামের প্রথম যুগের কাব্যচর্চা প্রসংগে বলেন যে, "ইসলাম প্রচারের শুরুতে মুসলমানগণ ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ থাকার ফলে এবং জিহাদে নিমগ্ন থাকার কারণে কাব্যচর্চার ব্যাঘাত ঘটে। ইসলাম সু প্রতিষ্ঠিত হলে আবার কাব্যচর্চা শুরু হয়।"[৯৬] উল্লেখিত বক্তব্যের প্রতিবাদে ইবন সাল্লাম বলেন- জিহাদের কারণে 'আরবী কবিতা চর্চার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে, এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ সে যুগের বহু কবিতা ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন অধ্যায়ে সংরক্ষিত রয়েছে।[৯৭]

---

৯৫ মুখাদ্‌রম অর্থ মিশ্রজাতি বা অংশ। জাহিলী ও ইসলামী এ দু'যুগ প্রাপ্ত হয়েছে বলে তাঁরা মিশ্র, মুখাদ্‌রম। আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, (টীকালহ), পৃ. ১৪৭ ; আবু যায়েদ আল কুরাশী, জামহারাতু আশ্‌আরিল 'আরব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯৬ ড. শওকী দয়ফ, তারীখু আল আদব আল-'আরাবী, আল 'আসরুল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

মুখাদরম কবিদের কাব্যচর্চা :

পবিত্র আল-কুরআনে ঢালাওভাবে কাব্যচর্চা ও কবিগণকে তিরস্কার করে নি। বরং ইসলামের দা'ওয়াতকে নির্বাপিত করার জন্য যারা আত্মনিয়োগ করেছিল তাদের ব্যাপারে অনীহার বাণ নিক্ষেপ করেছে। পবিত্র আল-কুরআনের পাশাপাশি আল-হাদীস ও সমান্তরালে এ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন:[৯৮]

والشعراء يتبعهم الغاوون. الم تر انهم فى كل واد يهيمون. وانهم يقولون ما لا يفعلون.

বিভ্রান্ত লোকজন কবিদেরঅনুসরণ করে। তুমি কি দেখনা যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরে? এবং এমন কথা বলে যা তারা করেনা।

এ বিষয়ের হাদীসটি নিম্নরূপ :[৯৯]

لأن يمتلئ جوف احدكم قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرا

তোমাদের উদর পূঁজ ও রক্ত দ্বারা ভর্তি করা কবিত্বপূর্ণ করার চেয়ে উত্তম।

উল্লেখিত আয়াত والشعراء ....الخ এর মাঝে إلا বর্ণটি (استثناء) এর জন্য এসেছে যা পূর্ববর্তী বাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ হবে। যেমন-[১০০]

والشعراء ..... إلا الذين آمنوا وعملوا الصلحت وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا.

"কবিগণ ..... তাদের কথা ভিন্ন যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ এবং নিপড়ীত হওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।"

উক্ত আয়াতে কবিতা আবৃত্তি করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়নি বরং স্পষ্টভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

রাসূল (স.) ও বিভিন্ন সময় এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন :[১০১]

ان من البيان لسحرا وان من الشعر لحكما او حكمة

---

৯৮ সূরা আশ শুআ'রা : ২২৪-২২৬

৯৯ আল-বুখারী, আল জামি আসসহীহ, (দিল্লী: কুতুবখানা রহীমিয়্যা, তা.বি.) ২ খণ্ড, পৃ. ৯০৯ ; মুসলিম, আস সহীহ (দিল্লী: কুতুবখানা রহীমিয়্যা, তা.বি.) ২ খণ্ড, পৃ. ২০৪

১০০ —— আশ শুআরা

১০১ ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪ ; আবু ঈসা আত্-তিরমিযী, আল জামিউস সহীহ (দিল্লী : কুতুবখানা রহীমিয়্যাহ, তা.বি), ২ খ, পৃ. ১০৭ ; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাহ্ আল আরাবিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

"কোন বক্তব্যে রয়েছে যাদু আর কোন কোন কবিতায় রয়েছে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।"

একদা রাসূল (স.) এর নিকট কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন রাসূল (স.) বললেন:[১০২]

هو كلامٌ فحسنه حسنٌ وقبيحه قبيح

উহাও এক প্রকার তান প্রকাশ। তবে উহার ভালটি ভাল এবং মন্দটি মন্দ।

রাসূল (স.) কবি হাস্সান (রা.) কে কবিতা আবৃত্তির জন্য উৎসাহিত করেছেন এমনকি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করেছেন। কবি কা'ব ইবন যুহায়র (রা.) এর বিখ্যাত 'ক.াসী্দাহ্ বুরদাহ্' এর আবৃত্তিতে পুরস্কার দিয়েছেন। উক্ত কবিতার উল্লেখযোগ্য ছত্রটি নিম্নরূপ :[১০৩]

ان الرسول لنور يستضاء به + وصارمٌ من سيوف الله مسلول

"নিশ্চয় রাসূল (স.) আলোকরশ্মি, তাঁর নিকট রশ্মি কামনা করা হয়। তিনি আল্লাহর তরবারী সমূহের একটি ধারালো তরবারী।"

স.াহ.াবাদের নিকট ইসলামের বাণী পৌছার পর সাম্প্রদায়িকতা মনোভাব আর বাকী থাকল না এবং ভাল-মন্দ নির্ণয়ের জন্য কবিদের নিকট যেতে হয় নি। আল-কুরআন এর রচনা শৈলী তাদেরকে আকৃষ্ট করে তুলেছে। প্রয়োজনের তাগিদে বিক্ষিপ্তাকারে কবিতা আবৃত্তি করতেন। মদীনায় অবস্থানরত মুখাদরম কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন : হাস্সান ইবন স্াবিত (রা.), কা'ব ইবন মালিক (রা.) ও 'আব্দুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহাহ্ (রা.)। উক্ত কবিদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহাহ্ (রা.) আল-কুরআনের অনুসরণে পৌত্তলিকদের নিন্দাবাদে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। যেমন :[১০৪]

شهدت بأن وعد الله حق + وان النار مثوى الكافرينا

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ধ্রুব সত্য ; অগ্নি হচ্ছে কাফেরদের আবাসস্থল।

---

১০২ ওয়ালী উদ্দীন আল খতীব, মিশকাতুল মাস্াবীহ (সাহারানপুর: মাকতবা রাশতী, দেওবন্দ, তা.বি.), ২ খ, পৃ. ৪১০-৪১১ ; জাবী যাদাহ 'আলী শাকির ফাহমী, হুসনুস্ সাহাবা (মিশর: রওশন মাতবাআ' সি ১৩২৪) ১ খ, পৃ. ১২। এতে অর্থগত এক রকম বাক্যলেও শাব্দিক পরিবর্তন রয়েছে। যেমন :

الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام

"কবিতা কথার মতই। ভাল কথা যেমন সুন্দর, ভাল কবিতাও তেমনি সুন্দর এবং মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ।"

১০৩ আবু যায়দ আল কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল 'আরব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০।

১০৪ ড. শওক্বী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত প্রসিদ্ধ তিনজন কবি ছাড়াও যাদের পরিচিতি প্রসিদ্ধ লাভ করেনি অথচ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে দৃঢ়বদ্ধ। তাদের মধ্যে আবু ক.য়স সিরমা ইবন আবী আনাস আল আনসারী (রা.) বলেন :[১০৫]

ونعلم ان الله لا شيئ غيره + وان كتاب الله اصبح هاديا

আমরা জানি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ মা'বূদের যোগ্য নয় আর কিতাবুল্লাহ হচ্ছে হেদায়েতের পাথেয়।

এভাবে আবূ দারদা (রা.) বলেন :[১০৬]

يريد المرء ان يؤتى مُناه + ويـــابـــى الله إلا مـا ارادا

يقول المرء فائدتى ومالـى + وتقوى الله افضـل ما اسـتفادا

মানুষ তার কাংখিত বস্তুর পূর্ণতা চায় অথচ আল্লাহ অসন্মত হন তবে যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতীত। মানুষ বলে বেড়ায় এটা আমার সম্পদ ও উপকারীবস্তু ; অথচ আল্লাহকে ভয় করা সর্বোত্তম অর্জিত সম্পদ।

মক্কা বিজয়ের পর পৌত্তলিকগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে তাদের কবিতার বিষয়বস্তু পরিবর্তন হয় এবং ইসলামের আকর্ষণ তাঁদের হৃদয়ে রেখা টানে। যেমন মক্কার প্রখ্যাত কবি ইবন যিবয়ারী (রা.) রাসূল (স.) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার্থে বলেন :[১০৭]

يا رسول الله المليك ان لسانى + راتـق ما فتقـت اذ أنا بور

হে রাসূলদের দলপতি ! আমার রসনা সেলাই করে ফেললাম। প্রতিযোগীতায় মেতে উঠলেও তা আর ফাটবে না, (আর নিন্দা করব না)।

মুখাদ.রাম কবিদের এরূপভাবে দিন দিন ইসলামের প্রতি তাদের ঝোঁক বাড়তেই থাকে। এমনকি রাসূল (স.) এর বিরহ বেদনায় শোকগাঁথা কাব্য আবৃত্তি করতে দেখা যায়। যেমন আবূ সুফিয়ান ইবন হারিছ (রা.) বলেন :[১০৮]

لقد عظمت مصيبتا وجلت + عشيـة قيل : قد قبض الرسول

বড় ধরণের দূর্যোগ আমাদের উপর নেমে এল এবং সাঁঝ-সন্ধ্যা ছেয়ে গেল যখন বলা হল : রাসূলের বিয়োগের কথা।

---

১০৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১০৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১০৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১০৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

মুখাদ.রম কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু :

হাদীস, সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলী ও আরবী কবিতার বিভিন্নগ্রন্থ অধ্যয়নে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তাদের কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ণয় করতে পারি। যথা :

১. আল্লাহর একত্ববাদ
২. আল্লাহর প্রশংসা
৩. আল্লাহর কালামের সুউচ্চ প্রশংসা
৪. রাসূল (স.) এর প্রশংসা
৫. রাসূল (স.) এর মু'জিযার বর্ণনা
৬. ইসলামের দাওয়াতের ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধি আগমনের বর্ণনা
৭. ইসলাম প্রীতি
৮. রাসূলের বিরহে শোকগাথা
৯. মুশরিকদের প্রতি নিন্দাবাদ
১০. যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা
১১. দুশমনদের বিরুদ্ধে গৌরব প্রকাশ
১২. উপদেশ সম্পর্কীয় বর্ণনা
১৩. জ্ঞানগর্ভ ও নীতিবাক্য
১৪. অমুসলিমদের কাব্যের দাতভাঙ্গা জবাব
১৫. রাসূল (স.) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা নিয়ে কবিতা আবৃত্তি।

মুখাদ.রম কবিদের তালিকা :

আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাব যথা জামহারাতু আশ'আরিল আরব, আসমায়িয়্যাত, আল ইসাবা, আল ইস্তীআ'ব, সীরাতু ইবন হিশাম, হুসনুস্ সাহাবা ফী শরহি আশ'আরিস্ সাহাবা প্রভৃতি গ্রন্থে নিম্নোক্ত মুখাদরম কবিদের নাম পাওয়া যায় :

১. কায়স ইবন হাতীম আল আউসী- মৃ. ২ হি.
২. আব্দুল্লাহ ইবন রওয়াহা (রা.) - মৃ. ৮ হি.
৩. নুরায়দ ইবন ছুম্মাহ - মৃ. ৮ হি.
৪. আবু আহমদ ইবন জাহাশ আলআসাদী- মৃ. ২০ হি.
৫. আশ্ শাম্মাখ ইবন দিরার- মৃ. ২২ হি.
৬. আমর ইবন মা'দী কারাব (রা.) মৃ. ২৪ হি.
৭. কা'ব ইবন যুহায়র (রা.)- মৃ. ২৬ হি.
৮. আল খানসা (রা.)- মৃ. ২৭ হি.

Dhaka University Institutional Repository

৯. আবু যু'আইব আল হুজলী (রা.) মৃ. ২৮ হি.
১০. উরওয়াহ্ ইবন হিযাম- মৃ. ৩০ হি.
১১. মুতাম্মিম ইবন নুওয়াইরাহ- মৃ. ৩০ হি.
১২. আল আগলাব আল'আজালী- মৃ. ৩১ হি.
১৩. আবু মিহযান আছ ছাকাফী- মৃ. ৩১ হি.
১৪. তামীম ইবন মুক্বিল আল 'আমেরী- মৃ. ৩৭ হি.
১৫. লাবীদ ইবন রবী'আহ - মৃ. ৪১ হি.
১৬. আল হুতায়্যাহ্ (রা.)- মৃ. ৪৫ হি.
১৭. কা'ব ইবন মালিক আল আনসারী (রা.)- মৃ. ৫০ হি.
১৮. নাবিঘাহ্ জু'দী (রা.)- মৃ. ৫০ হি.
১৯. হাস্সান ইবন সাবিত (রা.)- মৃ. ৫৪ হি.
২০.'আদী ইবন হাতিম আততা-ঈ- মৃ. ৬০ হি.
২১. আবু জায়দ আত্ তা-ঈ- মৃ. ৬২ হি.
২২.'আমর ইবন আ'হমার- মৃ. ৬৫ হি.
২৩. আল কু.তামা - মৃ. ১৩০ হি.
২৪. দিরার ইবন আল খাত্তাব আলফিহরী- মৃ.-------
২৫. খুফাফ ইবন নুদরাহ্ আল সালামী- মৃ. ------

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আলী (রা.)-এর কবিতার বিষয়বস্তু

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

'আলী (রা.)-এর কবিতার বিষয়বস্তু

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) নবী (স.) এর সাহচর্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষায় অন্যান্য স.হ.বীদের শীর্ষে ছিলেন। তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ সিপাহসালার, অসাধারণ চিন্তাশীল, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষ এবং বহুবিধগুণ ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। 'আলী (রা.) নিজেই বলতেন আমি প্রতিদিন দু'বার রাসূল (স.) এর দরবারে হাজিরা দিয়ে 'ইলম ও হিকমত শিক্ষা গ্রহণ করেছি।[১] 'আরবী ভাষায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ বলে খ্যাতি লাভ করেন। বাগ্মীতায় তিনি এমন সুদক্ষ ছিলেন যে তার জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনে কঠিন প্রাণ ব্যক্তিদের অন্তরও বিগলিত হত। কবিতা লেখা এবং কাব্য রচনা তাঁর নিকট একটি আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক বিষয় ছিল। কথায় কথায় তিনি কবিতা বলতেন।

পবিত্র হাদীস শরীফ, 'আরবী ডিকশেনরী ও 'আরবী সিয়ারের কিতাব সমূহ এবং 'আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে তার অনেক কবিতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কবিতার বিভিন্ন সংকলনও রয়েছে। "দীওয়ান-ই আলী" তাঁর সুবিখ্যাত সংকলন। এ কাব্য সংকলনটি অদ্যাবধি কাব্যরস পিপাসুদের আভিভূত করে রেখেছে। তাঁর দীওয়ান[২] অধ্যয়নে বুঝা যায় যে, তিনি কত উঁচু মানের সাহিত্যিক ও কবি

---

১ গরীবুল্লাহ মসরুর, কাতেবীনে ওহী, (ঢাকা : ইফা সংস্ক. ১, ডিসেম্বর ১৯৮৬) পৃ. ১৯৫

২ দীওয়ান মূলত: ফার্সী শব্দ, আরবী ও ইউরোপীয় ভাষা সমূহে প্রবিষ্ট হয়েছে। মূলত: এর দ্বারা হিসাব বা তথ্য সংরক্ষণ বুঝাতো। কিন্তু কালক্রমে এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উমায়্যা আমলে এর দ্বারা সরকারী রেজিষ্ট্রার বুঝাতো। এ নামটি খলীফা 'উমর (রা.) প্রবর্তন করেন। ঐ সময় সামরিক, ধর্মীয় প্রভৃতি গুণাগুণ অনুযায়ী বৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে গোত্র ক্রমানুসারে আরবের সকল মুসলমানকে উক্ত রেজিস্ট্রারবা দীওয়ানভূক্ত করা হতো। 'আব্বাসী যুগে দীওয়ান বলতে কতিপয় সরকারী দফতর বুঝাতো। যেমন: দীওয়ানুল খারাজ (কর দফতর), দীওয়ানুশ্ শুরত্তাহ্ (পুলিশ বিভাগ), দীওয়ানুল বারীদ (ডাক বিভাগ) ইত্যাদি নামে প্রচলন ছিল। 'উছ.মান সাম্রাজ্যে এ শব্দটি তুর্কী প্রশাসনিক ভাষায় গৃহীত হত। প্রথমত: এর দ্বারা সুলতানের সভাপতিত্বে গঠিত আদালত ও বিশিষ্ট সামরিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পরিষদ বুঝাতো। বর্তমানকালে আরব রাষ্ট্র সমূহে দীওয়ান বলতে কোন সরকারী বিভাগের চ্যান্সেলরী বুঝায়।

আরবী সাহিত্যে দীওয়ান বলতে কোন কবির বা একই গোত্রভূক্ত কতিপয় কবির কবিতা সমূহের কিংবা উহ্যর অংশ সমূহের সংগ্রহ বুঝায়। দীওয়ান দ্বারা একই বিষয়ের উপর রচিত কিংবা একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন কবির কবিতাবলীর সংগ্রহ বুঝায়। এ সমস্ত কবিতা সাধারণত: কবিতার প্রথম চরণের

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। অদ্যাবধি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাদ্রাসা, স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে "দীওয়ানে আলী" গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস হিসেবে গণ্য রয়েছে। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে দীওয়ানে 'আলী সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে দীওয়ানে আলী শিরোনামে যাত্রা শুরু করছি।

দীওয়ান-ই 'আলী (রা.) :

১. দীওয়ান-ই 'আলীর (রা.) মূল্যায়ন :

এ প্রসংগে 'আল্লামা শিবলী নো'মানী বলেন- 'আরবী কাব্য সাহিত্যে মু'আল্লাকা, লামিয়াত ও আধুনিক 'আরবী গদ্য ও কাব্য সাহিত্যের সুবিশাল জগতের মধ্যে দীওয়ান-ই 'আলীর তুলনামূলক মূল্যায়নে এটা স্বচ্ছ হয় যে, ইসলামের অনুপম সত্য ও সুন্দরের উপস্থাপনায়, মানবীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের সৃজনশীলতায় নশ্বর পার্থিবতার বলয় ভেঙে চিরন্তন জীবনের আহবান কুশলতায়, সর্বোপরি মা'বুদ ও বান্দার সম্পর্ক ও নৈকট্যের জন্য অনুপম আকুতি সমৃদ্ধ। দীওয়ান-ই 'আলী একই সাথে তত্ত্বসন্ধানী ও শিল্পান্বেষী মানুষের জন্য এক মূল্যবান উপহার, এর গতিময়তা কাল থেকে কালান্তরে, শতকের পর শতক পেরিয়ে দুর্ভাগ্যবশত দৃষ্টিকোণ গত সংকীর্ণতার যূপকাষ্ঠে দীওয়ানে আলীর মত সার্বজনীন মানবতাবাদী বিশ্ব সাহিত্যের যথাযোগ্য মূল্যায়ন ঘটেনি।[৩]

ড. জাবির কুমায়হ.ার 'আদাবুল খোলাফা আল্ রাশিদীনের ৩৯১ পৃষ্ঠায় ৩৮ নং টীকায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, 'আব্দুল 'আযীয আল করম তিনি দীওয়ান-ই 'আলী নামে একটি সংকলন করেন, যার মধ্যে মাত্র ১০০টি চরণ ছিল। দীর্ঘ ক্বাসীদাহ্ও এতে রয়েছে। যেমন "ক্বাসীদায়ে যয়নবিয়্যাহ্" নামের ক্বাসীদাহ্ এতে ৬৬টি পংক্তি স্থান পেয়েছে। 'আব্দুল 'আযীয সায়্যেদুল আহাল তাঁর

প্রথম অক্ষর অনুযায়ী সাজানো হয়। খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম, সম্পাদিত, বাংলা বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস নওরোজ কিতাবিস্তান,বাংলাবাজার, ১৯৭২) পৃ. ৮০০;

মাওয়াঅরদীর আল আহকামু আস্ সুলত.নিয়্যাহ্ গ্রন্থে "দীওয়ান" এর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয় যে, এটি একটি কাব্য বা গদ্য সংকলন পুস্তক, একখানা নিবন্ধগ্রন্থ অথবা একটি অফিস। এর ভাষাগত উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্র উল্লেখিত রয়েছে। এর মূলগত শব্দ ফারসী "দেভ" (Dev) পাগল অথবা শয়তান হতে উদ্ভূত বলে মনে হয়। অবশ্য অনেকে আরবী (دوّن) শব্দ হতে উৎপত্তি বলে মনে করেন। যার অর্থ সংগ্রহ করা বা তালিকাভুক্ত করা তখন এর অর্থ দাঁড়ায় রেকর্ডপত্র বা শীট (Sheet) সমূহের সংগ্রহ। অবশ্য প্রশাসনিক ব্যাপারে উক্ত শব্দটির দ্বারা সৈন্যদলের নিবন্ধগ্রন্থ বুঝাতো। ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত (ঢাকা : ইফা, ১৩শ খন্ড, ডিসে: ১৯৯২), পৃ. ৪০৭।

৩ ফজলুর রহমান সম্পাদনা কর্তৃক দীওয়ান-ই- আলী (রা.) (ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ফেব্রু: ২০০২) ১ খ. পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সংকলিত দীওয়ানে প্রথম দীওয়ানের তুলনায় খুব কম পংক্তিই স্থান পেয়েছে। এছাড়াও সীরাত ইবন হিশামে ২/২৮৬, ২/২৮৯, ৩/১৫১, আল্লামা সুয়ূতীর "তারীখুল খোলাফা" এর ১৭১ পৃ.কয়েকটি পংক্তি সহ ইবন রশীকের আল্ 'উমদাহ্ এর ১ম খন্ডে ৩২,৩৩, ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠাতে কয়েকটি কবিতা পরিলক্ষিত হয়। যার সম্পৃক্ত 'আলী (রা.) এর সাথে করা হয়।

এ কাব্য সংকলনে তাঁর প্রতি সম্বন্ধযুক্ততা সম্পর্কে 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। (ব্রোক্যালম্যান, তারীখ, পৃ. ১৭৫-৭৬) ঐতিহাসিক ইবন কুতায়বা দীওয়ানে আলী কাব্য সংকলন 'আলী (রা.) এর প্রতি আরোপিত বলে মত পোষণ করেন।[৪]

'আলী (রা.) এর দীওয়ানের প্রথম কবিতা সম্পর্কে 'আব্দুল ক.াদির জুযজ্ঞানী বলেছেন যে, এটি মুহাম্মদ ইবন রবী 'আল মুসিলী কর্তৃক রচিত।[৫]

২. <u>দীওয়ান-ই আলী (রা.) এর ব্যাখ্যাকার</u> :

কবি শাওকী হি. ৮৭৩/খৃ. ১৪৬৮ সনে এ দীওয়ানের ফারসী অনুবাদ করেন। "আল আরে মুন্তাখাবা" (নির্বাচিত কবিতা) শিরোনামে খৃ. ১৮৮৩ সনে বোম্বেতে, হি. ১৩০৮ সনে কানপুরে, হি. ১২৮১ সনে তেহরানে এবং হি. ১৩১৭ সনে ইস্তাম্বুলে ছাপা হয়। 'আলী ওয়াদুদ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ এ দীওয়ান কলকাতা ও আম্মায় হি. ১৩০৩ ও ১৩০৪ সনে এবং কানপুরে হি. ১৩১৩ সনে ছাপা হয়। হাফিজ. মুহাম্মদ 'আব্দুল্লাহ্ এর ফারসী অনুবাদসহ হি. ১৩১১ সালে কানপুরে ছাপা হয়। ১৯০০ সনে আব্দুল কাদির দেওবন্দীর ফারসী অনুবাদ সহ লক্ষ্ণৌ এ ছাপা হয়।[৬] হি. ১৩২৭ সনে বৈরুতের বিখ্যাত আল মাহলিয়া মুদ্রণালয় হতে "দীওয়ান-ই- আমীর আল মুমিনীন আল ইমাম 'আলী ইবন আবী তালিব" শিরোনামে ছাপা হয়। খৃ. ১৯৪৭ সনে একই শিরোনামে দামেশক থেকে ছাপা হয়। মূলসহ মুহাম্মদ জাওয়াদ শাজ্জাকী ১৩৮৪ হিজরীতে কৃত ফারসী অনুবাদ খৃ. ১৯৯৫ সালে তেহরানের দীবা প্রেসে ছাপা হয়ে ইনতাশারাতে জেইহুন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়।[৭]

---

৪ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান সম্পাদিত দীওয়ান-ই- আলী (রা.) প্রাগুক্ত, পৃ. (ভূমিকা দ্র.)

৫ আবু তাহির মুহম্মদ মুজলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা : ইফা ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫/ ১৯৯৫), পৃ. ১৪৯ টীকা দ্র:।

৬ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান সম্পাদিত দীওয়ান-ই 'আলী (রা.), প্রাগুক্ত, (ভূমিকা দ্র.)

৭ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাতিমান সাহিত্যিক সমালোচক ড. 'উমর ফারুক আত্ তাবা' কর্তৃক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ ১৪১৬/১৯৯৫ সালে লেবাননের "শারিকা দারুল আরকাম ইবন আবিল আরক.াম" নামক সংস্থাটি "দীওয়ানু আমীরিল মোমিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.)" শিরোনামে প্রকাশ করেছে।[৮]

৩. <u>দীওয়ান-ই 'আলী (রা.) এর যুগসূত্র</u> :

দীওয়ান-ই আলী এর মুদ্রণ, প্রকাশনালয় ও গ্রন্থাগার সম্পর্কিত উপর্যুক্ত তথ্যমালার সূত্রে রয়েছে ব্রোক্যালমান, তারীখে আল আদব 'আরবী, পৃ. ১৭৫-১৭৮ ; ইবন কুতায়বা, 'উয়ূন আল-আখবার ৩ :৫, ইবন জারীর আত.ত.াবারী, তাফসীর আত্.ত্াবারী ৬:১১০, যাকী মুবারক, আল মুআযানাহ বায়ন আশ ও'আরা, আল জাহিয, আল বায়ান ওয়াত্ তাবয়ীন ১:৮৩, ড. উমর ফররুখ, তারীখ ও আল 'উমদাহ্ ১:১ ।[৯]

'আলী (রা.) কর্তৃক দীওয়ানের সম্পৃক্ততা যথার্থ কিনা এবং তিনি আদৌ কবিদের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিনা এ ব্যাপারে আরবী সাহিত্য সমালোচক ও গবেষকদের মতে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করার অবকাশ রয়েছে। আমরা তাদেরকে প্রধাণত: দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি।[১০]

১. ফুয়াদ আফরাম আল বোস্তানী রচিত "আল্ রাওয়ায়ে' আল হল্কাহ্ আল উলা" গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করা হয় যে, ইমাম 'আলী (রা.) কবি ছিলেন না।[১১]

২. ঐতিহাসিক নিকলসন তার বিখ্যাত Lit. Hist of Arabis গ্রন্থের ১৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, ইসলামী জগতে 'আলীর (রা.) কবিতা, অলংকার শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় সমাসীন রয়েছে যেরূপ রয়েছে বাগ্মীতার ক্ষেত্রে।[১২]

<u>**প্রথম পক্ষের যুক্তি ও দলীল**</u> :

১. কুরায়শ পক্ষ যখন মুসলমানদের গালাগালি করেছিল তখন মুসলমানদের কেউ কেউ 'আলী (রা.) কে বললেন-[১৩]

---

৮ উক্ত কপিটি সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক ২০০১ সালের হজ্জের মৌসুমে সৌদী আরব থেকে সংগ্রহ করে আমাকে দেন।

৯ ফজলুর রহমান সম্পাদিত দীওয়ান-ই-আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১০ ড. 'উমর ফারুক আততাব্বা দীওয়ানু আমীরিল মুমিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব (বৈরুত: শারিকা দার আল আরক্বাম ইবন আবিল আরক্বাম ১৪১৬/১৯৯৫), ভূমিকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮।

১১ প্রাগুক্ত, পাদটীকাসহ, পৃ. ৮।

১২ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

اهـج عنا الذيـن هجونا. فقال علي رضـ : إن اذن لي رسول الله صـ فعلت. فقال رجل يا رسول الله : ايذن لعلي كي يهجو عنا هؤلاء القوم الذيـن قد هجـونا.

"আমাদের পক্ষ থেকে নিন্দাবাদের উত্তর দিন। 'আলী (রা.) বললেন: রাসূল (স.) যদি অনুমতি দেন তবে এ কাজ করব। এক ব্যক্তি রসূল (স.) কে বলল হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি 'আলীকে অনুমতি দিলে আমাদের পক্ষ থেকে বিদ্রূপকারীদের উত্তর দিতে পারতেন।"

তখন রাসূল (স.) উত্তরে বললেন : (ليس عنـده ذلك) [১৪] কবিতার যোগ্যতা তার নেই। তখন হাস্সান ইবন সাবিতকে কুরায়শ কবিদের প্রতি উত্তরের জন্য দাড় করালেন।

২. ইয়াকুত আল হামাওয়ী মু'জাম আল উবাদা গ্রন্থে আল মাজনী থেকে বর্ণনা করেন যে, ২/৪ টা পংক্তি ব্যতীত 'আলীর (রা.) এর সাথে কাব্যের সম্পৃক্ত সঠিক নয়।[১৫]

৩. আল্লামা যমখশরী ও ইমাম মাজনীর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেছেন।

৪. তবাকাতু আশ-শু'আরা গ্রন্থে ইসলামের প্রথম যুগের "কবি শ্রেণীদের" বিরাট একটি দলে 'আলীর (রা.) নাম উল্লেখ নেই। আর রাসূল (স.) এর বক্তব্যটিও এ মতের সমর্থন করে যে, (ليس هناك) 'আলী (রা.) ঐ যোগ্যতা রাখে না।

<u>দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তি ও দলীল</u> :

"মানাকিবে 'আলী" এর গ্রন্থকার আলমাজেন্দারানী, আল আমেরীয় লেখক আল মুখলাত ও আল কাশকুল, নছর ইবন মাযাহেম সহ ঐতিহাসিক মাসউদী, ইবনুল আছীর ও সুয়ূতী প্রমুখদের বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করি যারা ইতিহাস পর্যালোচনা ও আরবী আদাবে ইমাম 'আলীর (রা.) কম বেশী কবিতা, পংক্তি তাদের কিতাবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সে সমস্ত বক্তব্য থেকে অনুমেয় হবে যে, ইসলামী জগতে 'আলী (রা.) বাগ্মীতার চেয়ে কাব্য আবৃত্তিতে খ্যাত লাভ করেছেন।[১৬]

---

১৩ প্রাগুক্ত

১৪ প্রাগুক্ত, (পাদটীকাসহ) পৃ. ৮

১৫ প্রাগুক্ত

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

উভয় পক্ষের যুক্তি খন্ডন ও সমন্বয় :

১. ইমাম 'আলী (রা.) কবিতা আবৃত্তিতে দক্ষ ছিলেন। অর্থাৎ রচনাশৈলীতে তাঁর দক্ষতা, নৈপুন্যতার অভাব ছিল না। যার কারণে কোন সময় ২/১ ছত্র কিংবা এর বেশীও কবিতা আবৃত্তি করতেন। এটাই সমালোচনার দিক থেকে বাস্তব কথা।[১৭]

২. কুরায়শদের কুৎসা রটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিউত্তরে 'আলী (রা.) এর উদ্যোগকে নিবৃত করা এটা বুঝায় না যে, তিনি অযোগ্য, যেমন অনেকে ধারণা করে থাকেন। বরং এ ব্যাপারে 'আলীর (রা.) তুলনায় হাস্‌সান ইবন সাবিতের রসনা খুব ধারালো, তাই নবী (স.) আলীকে বারণ করে তদস্থলে সাহাবী কবি হাস্‌সান ইবন সাবিতকে (রা.) নির্বাচিত করেন।[১৮]

৩. "দীওয়ানে'আলী" তে দু'ধরণের খন্ড কবিতা কিংবা বয়ত লক্ষ্য করা যায়-[১৯]

১. এমন শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে যা সরাসরি আলী (রা.) এর বক্তব্য। যেমন :

قال علی او الامام علی او امیر المؤمنیـــن

২. এমন বর্ণনা পদ্ধতি যা 'আলী (রা.) এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। (وینسب الی الامام علی) উল্লেখের মাধ্যমে) এ দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে অনেকের ধারণা জন্মেছে যে, তাঁর কবিতা নয় বরং 'আলী (রা.) এর দিকে প্রক্ষেপিত করা হয়েছে এবং এটাও ধারণা করা হয় যে, কোন রাজনৈতিক মতলবে কিংবা ব্যক্তিদের স্বীয় ফায়সালা বা নিজস্ব মতবাদ প্রচারের জন্য এরূপ করা হয়েছে।

৩. দীওয়ানে 'আলী (রা.) এর চয়ন : ইতিপূর্বে "দীওয়ানে'আলীর" বিভিন্ন সংস্করণ এমনকি বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার ও বিশ্লেষণধর্মী প্রকাশকের আলোচনা করা হয়েছে। আমরা মূলত: ড. 'উমর ফারুক আত্ তাবা' কর্তৃক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত দীওয়ানে 'আলী থেকে কাব্যের বিষয়বস্তু, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার আলোকচ্ছটা সংগ্রহ করব। (আল্লাহ আমাদের সহায়ক হউন)। উক্ত দীওয়ানে মূল্যবান কথা সত্যাশ্রয়ের বাণী, আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য উন্নত উপস্থাপন, হীনমন্যতা ও দোষ ত্রুটির চিকিৎসা, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা ও দা'ওয়াতের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতির আলোচনা, হাদীসে নবতীর বিভিন্ন বিষয়াবলীর আবৃতি, 'আলী (রা.) এর নিজস্ব হিকমত, পূর্বসূরীদের থেকে আহরিত উচ্চাংগের নছীহত, আখেরাতের যাত্রার জন্য আহবান ও দুনিয়া বিমুখতা এবং তাঁর দুই

---

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৮ প্রাগুক্ত

১৯ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান হাসান ও হুসায়ন (রা.) কে নসীহত সহ প্রভৃতি বিষয় যুগপোযোগী দৃষ্টান্ত সহ এতে স্থান পেয়েছে।

আমীরুল মুমিনীন আলী (রা.) এর বিভিন্ন কবিতায় প্রাক ইসলামী যুগে সমর্থিত বিষয়বস্তু সহ নান্দা ভাবধারা ফুটে উঠেছে। এ ব্যাপারে আমরা "দীওয়ানে আলী" সহ নানান সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে চয়নকৃত শ্লোকের মাধ্যমে উত্থাপন করার প্রয়াস পাব। বিশ্লেষনের সুবিধার্থে বিভিন্ন উপশিরোনাম দিয়ে উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'আলী (রা.)-এর কবিতার ধারাবাহিক বিষয়বস্তু

১. তাক্বদীর :

ভাল-মন্দের পরিনাম সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন। উভয়টির সম্পৃক্ততা তার-ই দিকে করাই হচ্ছে মুসলমানের 'আক্বীদার অংশ বিশেষ। এ বক্তব্যটি সুন্দর উপস্থাপনায় নিম্নোক্ত কবিতায় স্থান পেয়েছে।[২০]

فلو كانت الدنيا تُنال بفطنة + وفضل وعقل نلتُ اعلى المراتب

দুনিয়ার অর্জন যদি ধী-শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদার মাধ্যমে হত, তাহলে আমি শীর্ষস্থানে থাকতাম।

ولكنما الارزاق حظ وقسمة + بفضل مليك لا بحيلة طالب

কিন্তু জীবিকা আল্লাহ প্রদত্ত, আর ভাগ্য তাঁর মেহেরবাণী, কলা-কৌশল দিয়ে তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

আল্লাহর লিপি অনুসারে কার্যসম্পাদন হয় মানুষের কলা-কৌশল ও তদবীর এতে স্থান নেই।[২১]

لو كانت الارزاقُ تجرى على + مقدار ما يستاهل العبد

لكان من يخدم مستخدما + وغاب نحسٌ وبدا سعْدُ

জীবিকা যদি বান্দার ইচ্ছানুযায়ী বণ্টিত হত তবে সেবকবৃন্দ সেবা পাবার যোগ্য হত, আর দুর্ভাগ্য দূরিভূত হত ও সৌভাগ্য প্রকাশ পেত।

---

২০ মাওঃ মুফতী মোঃ ইব্রাহীম, আল হাদ্বল জালীলিমা ফী দীওয়ানি সাইয়্যিদিনা আলী (চট্টগ্রাম: ইসলামীয়া লাইব্রেরী, তা.বি.) পৃ. ৮৪ ; ড.'উমর ফারুক আত্তাবা', দীওয়ানু আমীরিল মুমিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব, (বৈরুত: শারিকা দার আল আরকাম ইবন আবিল আরকাম, ১৪১৬/১৯৯৫), পৃ. ৩৮।

২১ ড. 'উমর ফারুক আত্তাবা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২ ; মাওঃ মুফতী মোঃ ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭। এ প্রসঙ্গে শেখ সা'দী বলেন-

اگر روزى بدانش برفزودى + زنادان تنك تر روزى نبودت

بنادان چنان روزى رساند + كه دانا اندران حيران بماند

যদি জ্ঞান দ্বারা রিযিক পাওয়া যেত ; তাহলে অজ্ঞব্যক্তিগণ রুযীই পেত না। অথচ কোন কোন অজ্ঞও এতো রুযীর মালিক হয় যে, জ্ঞানীরা তা দেখে অবাক হয়ে যান।

Dhaka University Institutional Repository

তাক্‌দীরের সাথে সাথে নিজস্ব প্রচেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে। নিম্নোক্ত পংক্তি থেকে তা ফুট উঠে:[২২]

اصبر على الدهر لا تغضب على احد + فلا ترى غير ما فى اللوح محفوظ

ولا تقيمن بدار لا انتفاع بها + فالارض واسعة والرزق مبسوط

কালের বিবর্তনে তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর, ক্রোধান্বিত হইওনা, লওহে মাহফুজে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তার বিপরীত কিছু দেখবে না। এমন স্থানে অবস্থানের প্রয়োজন নেই যেখানে কোন উপকরণ নেই কারণ আল্লাহর প্রশস্ত ভূমিতে রিযিক ছড়িয়ে রয়েছে।

তাক্‌দীরের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোও একই দিক নির্দেশনা দিচ্ছে :[২৩]

وهون عليك فان الامو + ربكف الاله مقاديرها

فليس يأتيك منهيها + ولا قاصر عنك مامورها

নিজের প্রতি সদয় হও কেননা সকল কাজের ভাগ্য নির্ণয় আল্লাহর হাতে। নিষিদ্ধ বস্তুর নাগাল পাবে না আর আদিষ্ট বস্তু ফেলাতে সক্ষম নও। (সুতরাং নিজেকে কষ্ট দেয়া সমীচীন নয় সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

২. <u>বীরত্ব</u> :

৭/খৃ. ৬২৮ সনে নবী (স.) খয়বরের দুর্গ জয় করার জন্য অভিযান চালালেন। নিজ হাতে পতাকা নিয়ে "নাঈম" নামক দুর্গ অপর দু'টি দুর্গ সাআ'ব বিন মা'আয ও কামূস নিজেই জয় করেন। আবূ বকর (রা.) কে পতাকা দিয়ে তায়জ ও সুলালান দুর্গ জয় করার জন্য প্রেরণ করলে জয় করা হল না। এরপর উমর (রা.) কে পতাকা দিয়ে পাঠালেন একই অবস্থার পূণরাবৃত্তি ঘটল।

অত:পর রাসূল (স.) ঘোষণা দিলেন :[২৪]

لاعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، و يحبه الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله على يديه

---

২২ মাও: মুফতী মো: ইব্রাহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮, তবে ড. উমর ফারুক রচিত দীওয়ানে উক্ত পংক্তিটির শাব্দিক হেরফের রয়েছে যা নিম্নরূপ :

اصبر على الدهر لا تغضب على احد + فلا يرعى غير ما فى الدهر مخطوط

অর্থ: যুগের ব্যাপারে কাউকে দোষারোপ না করে ধৈর্য্য ধর, কালের সীমাবদ্ধতায় তা হেরফের হবে না। পৃ. ৯৯।

২৩ ড. 'ওমর ফারুক আত্তাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭ ; মাও: মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

২৪ ইবন 'আব্দিল বার,আল ইস্তী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করব যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন, তিনি ভাগুরে নয় তার হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করবেন।

পরদিন প্রাত্যুষে বিশিষ্ট সাহাবীগণ পতাকা পাবার আশায় রয়েছেন, এমতাবস্থায় রাসূল (স.) আলীর নাম ঘোষণা করলেন। চোখের রোগে ভুগছিলেন, রাসূল (স.) মুখের লালা লাগিয়ে দেয়ায় প্রশমিত হয়। পতাকা পাওয়ার আনন্দে আলী (রা.) ব্যাকুল হয়ে বলে ফেললেন :[২৫]

ستشهد لى بالكر والطعن رايـه + حبانـى بها الطهر النبى المهذب

وتعلم انى فى الحروب اذا التظت + بنيرانها الليث الهمـوس المجرب

ومثلى لاقى الهول فى مفظعاته + وقل له الجَيشُ الخميس العطيطب

وقد علم الاحياء انـى زعيمهـا + وأتي لدى الحرب العُذَيق المرجب

আমার বর্শা চালনা ও হামলার ব্যাপারে সেই পতাকাই সাক্ষ্য দেবে যা আমাকে প্রদান করেছেন সুশীল পুত:পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার মত বীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে রক্ষিত পঞ্চ তন্ত্র।[২৬] সেনাদলের শক্তি খর্ব হয়ে যায়। গোত্রদল সবাই জানে আমিই তাদের নেতা, ফলদার বৃক্ষের মত আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফলদান করি (যুদ্ধে জয়ী হই)।

বর্ণিত আছে যে, উক্ত অভিযানের সফলতা সম্পর্কে বীর আবু রাফী'(রা.) বলেন যে, খায়বার দরজাটি আমি সহ আরও সাতজন যুবক নড়াতে অক্ষম ছিলাম যে দরজাটি আলী (রা.) একাই উপড়ে ফেলেছিলেন।

উক্ত ঘটনাটি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ভাষায় মূর্ত হয়েছে এভাবে-

খবরদার জয়ী আলী হায়দার,
জাগো জাগো আরবার।

---

২৫ মাও: মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯ ; ড. 'উমর ফারুক আত্তাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭। তবে উক্ত গ্রন্থের উল্লেখিত কবিতার দ্বিতীয় লাইনের ২য় পংক্তিতে الهموس المجرب এর স্থলে الهموس المرجب এবং ২য় লাইনের ২য় পংক্তিতে وقل له এর স্থলে وقَلْ لـه লেখা আছে।

২৬ রণকৌশল নীতি হচ্ছে যুদ্ধ অভিযানে যেয় স্থলে সৈন্যদলকে বিভিন্ন প্লাটুনে বিভক্ত করলে জয় সহজ ও অবশ্যম্ভাবী হয়। প্লাটুন গুলো হচ্ছে : المقدمة، القلب ، الميمنة، الميسرة، الساقة ড. 'উমর ফারুক আত্তাবা, প্রাগুক্ত, পাদটীকাসহ, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

দাও দুশমন-দুর্গ-বিদারী
দু'ধারী জুলফিকার।।

এস শেরে খোদা ফিরিয়া আরবে
ডাকে মুসলিম 'ইয়া আলী' রবে
হায়দরী হাঁকে তন্দ্রা-মগনে
করো করো হুঁশিয়ার।।

আল্ বোর্জের চূড়া গুঁড়া করা
গোর্জ আবার হানো,
বেহেশ্তী সাকী, মৃত এ জাতিরে
আবে কওসর দানো।।

আজি বিশ্ববিজয়ী জাতি যে বেহোঁশ,
দাও তারে নব কুয়ত ও জোশ্
এস নিরাশার মরু ধূলি উড়ায়ে
দুলদুল্ আস্ওয়ার।।

সিফ্ফীনের যুদ্ধে শত্রুর মুকাবিলায় বীরত্বমূলক কবিতা রচনা করেন। যেমন :[২৭]

ولما رأيت الخيل ترجم بالقنا + نواصيها حمر النحور دوام
واعرض نقعٌ فى السماء كأنه + عجاجة رجْن

"আমি অশ্বারোহী সৈনিকদের বর্শা নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তাদের কপাল থেকে রক্ত ঝরছে এবং রঞ্জিত হচ্ছে। আকাশে ধুলোর ঝড় উঠেছে, মনে হয় ধুলোর মেঘমালার কালো বর্ণের পোষাক পরিধান করে আকাশ ছেয়ে আছে।"

খায়বারের দিন য়াহুদী মারহ.াবের তাষণের প্রতিউত্তরে বলেন :[২৮]

انا الذى سمتنى امى حيدرة + ضرغام أجام وليث قسورة
عبل الذراعين شديد القصرة + كليث غابات كريه المنظرة
اكيلكم بالسيف كيل السندرة + اضربكم ضربا يبين الفقره

---

২৭ আল-ইমামু আবী 'আলী-আল হাসান ইবন রশীক আল-কায়রয়ানী, আল 'উমদাতু ফী মাহাসিন আশ-শি'র ওয়া আদাবিহি (বৈরুত : দার আল-মা'রিফাহ ১৪০৮/১৯৮৮) পৃ. ৯৭।

২৮ মাও: মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬ ; ড. 'উমর ফারুক আত্তার্বা প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১ ; আস সায়্যেদ মুহাম্মদ কাযিম আল কাযভীনী, আল ইমামু 'আলী (আ.) মিনাল মাহ্দি ইলাল লাহ্দি, (লেবানন: মুআস্সাসাতুল ওফা, ১১তম প্রকাশনী, ১৪০২/ ১৯৮২), পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

واتــركُ الـقــرنَ بـقاع جزده + اضرب بالـسيف رقاب الكفره
ضـرب غــلام مـاجد حزوره + من يـترك الحق يقوم صغيره
اقـتـل مـنـهم سبعة او عشره + فـكلـهـم اهل فسـوق فجره

আমি তো এমন ব্যক্তি
মা আমার যার নাম রেখে দিয়েছেন
বন্য শার্দুল আমিও হিংস্রপ্রাণী।

শক্তহাত ও শক্ত গর্দান
বন্য ব্যাঘ্রের মত চেহারা আমার ভয়ংকর।

তোমাদের অসি দিয়ে পরিমাপ করবো এখন
যেভাবে বৃহৎ দাড়ি পাল্লার দ্বারা মাপা হয়
এবং তোমাদের দেব যে এমন মার
যা পিঠের হাড্ডি দেবে ছিন্নভিন্ন করে।

আমি নিজ প্রতিপক্ষ ছিন্নভিন্ন করবো ময়দান
অসি দিয়ে কাফিরদের উড়াবো গর্দান।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সম্ভ্রান্ত শক্তিশালী যুবা
যেভাবে উড়ায় গর্দান
যে করবে সত্যত্যাগ, যে বহন করবে অপমান।

আমি হত্যা করবো তাদের
সাত কিংবা দশজনে

400619

কারণ সবাই তারা ফাসেক ফাজের।[২৯]

৩. গৌরব গাথা :

জাহিলী যুগের মত আলী (রা.)শুধু বংশ গৌরবে বিশ্বাসী ছিলেন না বরং তাঁর বংশ গৌরবে একত্ববাদ ও নবী প্রেম অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ণিত আছে যে, নিম্নোক্ত গৌরবগাথা যখন আলী (রা.) আবৃত্তি করছিলেন তখন রাসূল (স.) মনযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তা হচ্ছে : [৩০]

انا اخو المصطفى لا شك فى نسبى + معه رُبِّيتُ وسبطاه هما ولدى
جـدى وجـد رسـول الله متحد + وفاطم زوجتى لاقول ذى فَنَد

---

২৯ ফজলুর রহমান সম্পাদিত দীওয়ান-ই-আলী (রা.), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২১৩/৪

৩০ ড. উমর ফারুক আত্তাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪ ; মাও: মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

صـدقته وجميع الناس فى ظلـم + من الضـلالـة والاشراك والنكد
الحمـد لله فـردا لا شريك لـه + البر بالعبـد والباقـى بـلا امد

আমার বংশে কোন সন্দেহ নেই আমি মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) এর ভাই। লালিত হয়েছি তাঁর-ই সাথে, আর তাঁর দৌহিত্রদ্বয় আমার-ই সন্তান। আমার দাদা আর রাসূল (স.) এর দাদা একজনই। আর ফাতিমা (রা.) আমার সহধর্মিনী এটা কোন মিথ্যুকের দাবী নয়। আমি তাঁকে সে সময় সমর্থন করেছি যখন মানুষ শিরক কলুষতা ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল। সুতরাং প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার যিনি এক ও অদ্বিতীয় নেই কোন শরীক তার। যিনি অনন্ত অসীম এবং বান্দার প্রতি অনুগ্রকারী।

সিফ্ফীনের যুদ্ধে আমীরে মু'আবিয়াকে অন্বেষণ এবং দীন দুনিয়ার মর্যাদা ও গৌরবের কথা উল্লেখ করে বলেন :[৩১]

انـا علي فاسئلونى تخبـروا + ثم ابـرزولى فـى الوغا وادبروا
سيفـى حسام وسنانى يزهر + مـنـا النبى الطاهـر المطهـر
وحمزة الخير وتربـى جعفر + لـه جـناح فى الجنان احضر
وفاطم عرسى وفيها مفخر + هـذا لـهذا وابن هند محـجر
مذبذبٌ مطرد مؤخـر

"আমি আলী ! আমাকে জিজ্ঞেস করলে সদুত্তর পাবে। যুদ্ধে সামনে আস, তরবারীর চালনায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছু ছুটবে। আমার তরবারী তীক্ষ্ণ ও বর্শার অগ্রভাগ চাকচিক্যময়। আমাদের থেকেই নবী যিনি তাহির ও মুতাহহার। আমাদের বংশে রয়েছেন শার্দুল হামযা ও সমবয়সী জাফর যাদের জন্য জান্নাতে রয়েছে সবুজ পাখা। আর ফাতিমা (রা.) আমার স্ত্রী এটাই আমার গৌরব। আর হিন্দের বংশে (মু'আবিয়া আ.) সে তো গোপন গর্তে অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী।

৪. প্রশংসা :

খলীফাতুল মুসলিমীন আমীরুল মুমিনীন 'আলী (রা.) বিভিন্ন বিষয়ের প্রশংসা সুনৈপুণ্যভাবে করেছেন যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেয়া হল। আহলে বাইতের প্রশংসায় তিনি বলেন :[৩২]

---

৩১ মাও: মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১ ; ড. 'উমর ফারুক আত্তাবা প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২। উক্ত গ্রন্থের প্রথম বয়তের ২য় চরণে ثم ابرزولى فى الوغا এর স্থলে ثم ابرزوا إلـى الوغـى এবং ৩য় লাইনের ১ম স্থলে وحمزة الخيـر وصنوى جعفـر এর স্থলে وحمزة الخيـر وتربـى جعفـر উল্লেখ রয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিই কাছাকাছি।

Dhaka University Institutional Repository

قد يعلم الناس انا خيرهم نسبا + ونحن افخرهم بيتا اذا فخروا

رهط النبى وهم مأوى كرامته + وناصروا الدين والمنصورُ من نصروا

والأرض تعلم انا خير ساكنها + كما به تشهد البطحاءُ والمدر

والبيتُ ذو الستر لو شاء يحدثهم + نادى بذلك ركن البيت، والحجرُ

লোকেরা জানে বংশ লতিকায় আমি সবার শ্রেষ্ঠ, মানুষ যখন বংশ সূত্রে অহংকার করে তখন আমরাই দাবীদার। আমরা নবীর জামাতের এবং এ সমস্ত লোকই নবীর মর্যাদার কেন্দ্রস্থল। সাহায্য-সহযোগীতা যারা করেছে আমরা-ই সে দলের। পৃথিবী জানে আমরা সেরা অধিবাসী আর এ সাক্ষাৎ দিবে মক্কা ও আশে-পাশের গ্রামগুলো। লোকজন যদি এ গিলাফ ঘেরা ঘরের সাথে কথা বলতে চায় তাহলে যেন জড় পদার্থ কৃষ্ণ পাথর ও কাবার স্তম্ভকে আহবান করে।

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা, বিপদ যত কঠিনতর এবং দীর্ঘ হউক না কেন সে অবস্থায় অটল অবিচল থাকা এক ধরণের প্রশংসার বিষয়। এ প্রসংগে তিনি বলেন:[৩৩]

إذا زيد شر زادَ صبرء كأنما + هو المسك ما بينَ الصلابةَ والفهرِ

لأن فتيت المسك يزدادُ طيبه + على السحق والحر اصطبارًا على الشرِ

মানুষের কষ্ট বেশী হলে ধৈর্য ধরার হিম্মতও বেড়ে যায়। উহা যেন মেশকের সমতুল্য সালাবাহ্ ও ফাহ্যর এর পাথরের ঘর্ষণে মেশকের সুঘ্রাণ বৃদ্ধি পায় তদ্রূপ সংকটের নিষ্পেষণে ও ভদ্রলোকের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

পাড়া-প্রতিবেশীদের কেউ যুদ্ধে কিংবা অন্য কোন স্থানে ভ্রমন করলে রেখে যাওয়া আত্মীয়দের খোজখবর রাখা ও তদারকি করার গুণাগুণ সম্পর্কে বলেন :[৩৪]

الم تر قومى اذ دعاهم اخوهم + اجابوا وان يغضب على القوم يغضبوا

هم حفظوا غيبى كما كنتُ حافظا + لقومى اخرى مثلها اذ تغيبوا

بنو الحرب لم تقعد بهم امهاتهم + وابناءهم اباءُ صدق فانجبوا

দেখেনি আমার সম্প্রদায়

যখন তাদের ভাই ডাক দেয় তাদের

---

৩২ মাও: মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১ ; ড. 'উমর ফারুক আতআবা' প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৩৪ ড. 'উমর ফারুক আতআবা প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; মাও: মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সাড়া দেয় তারা
এবং সে যদি কোন কওমের প্রতি
ক্ষিপ্ত হয়ে যায়
তারাও ক্ষিপ্ত হয় তার উপর তবে।
আমি না থাকলে তারা
পরিবার পরিজনকে আমার
করে হেফাযত
যেমন রক্ষা আমি করতাম তাদের
কখনো তারা যদি গরহাযির হয়
আমিও তাদের এরূপই দেবো প্রতিদান।
তারা যুদ্ধাভিজ্ঞ বলে মায়েরা তাদের
তাদেরকে বাধা দেন নাই
তাদের পিতারা সব পিতা সত্যিকার
সেজন্য ভাল ছেলে জন্ম দিয়েছেন।[৩৫]

সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের প্রশংসায় 'আলী (রা.) পঞ্চমুখ। কারণ তারা রণক্ষেত্রে সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন, তাদের সম্পর্কে আলী (রা.) বলেন-[৩৬]

يا ايها السائل عن اصحابى + ان كنت تبغى خبر الصواب
انبئك عنهم غير ما تكذاب + بأنهم او عية الكتاب
صبر لدى الهيجاء والضّراب + فاسئل بذاك معشر الاحزاب

ওহে প্রশ্নকর্তা ! আমার সাথীদের সম্পর্কে জানতে চাও ? যদি তুমি সত্য সংবাদ শুনতে চাও তাহলে এমন সত্য সংবাদ দিব যাতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। তারা ছিলেন আল্লাহর কুরআনের হাফেজ। তরবারি চালনা ও রণক্ষেত্রে তারা পরম ধৈর্যশীল ছিলেন। এ ব্যাপারে সেনা সদস্যদের জিজ্ঞেসও করতে পার।

বদরের যুদ্ধে প্রধান প্রধান সাহাবীদের অংশ গ্রহণের প্রশংসায় 'আলী (রা.) বলেন :[৩৭]

ضربنا غواة الناس عنه تكرما + ولما رواْ قصدَ السبيل ولا الهدى

---

৩৫ ফজলুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৩৬ ড. 'উমর ফারুক, পৃ. ৩৪, মুফতী ইব্রাহীম, পৃ. ১৫৫

৩৭ মুফতী মো: ইব্রাহীম, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ولما اتانا بالهدى كان كلنا + على طاعة الرحمن والحق والتقى

نصرنا رسول الله لما تدابروا + وتاب اليه المسلمون ذو والحجى

তাড়িয়ে দিয়েছি আমরা পথভ্রষ্ট লোকদের মেরে
নবীর নিকট থেকে মহিমা সে প্রকাশের তরে
যখন ব্যর্থ তারা, পায় নাই সঠিক সিরাত
পায় নাই নবীজীর অনুপম নূরী হিদায়াত
হিদায়াত নিয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন যখন
দয়াময় আল্লাহর আনুগত্য নিয়েছি শিক্ষা
সত্য আর তকওয়ার অনুসারী আমরা এখন।
সাহায্য করেছি আমরা আল্লাহর রাসূলে
যখন অন্যরা করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন
ঝুকে পড়ে তার দিকে জ্ঞান দীপ্ত মুসলমানগণ।[৩৮]

৫. বর্ণনা :

প্রাক ইসলামী যুগের কবিতায় সমাজ, পরিবেশ এমনকি নিজের বাহনের বর্ণনা ইত্যাদি তাদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। যা পাঠকের মনে এক অভিভূত সৃষ্টি হয়, তাতে আরও থাকে রূপক বর্ণনার সংমিশ্রণ যা চিত্তাকর্ষকের পানে পৌঁছে দেয়। আমীরুল মোমিনীনের নিম্নোক্ত কবিতা একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে:[৩৯]

السيف والخنجر ريحاننا + اف على النرجس والاس

شرابنا من دم اعدائنا + وكأسنا جمجمة الرأس

মোদের সুগন্ধিদ্রব্য অসি ও খঞ্জর
অনীহা নার্গিস ও গোলাপের পর।
আমাদের পানীয় যে শত্রু রুধির
পানপাত্র শত্রু করোটির।[৪০]

খন্দকের যুদ্ধে কাফির আমর ইবন উদের প্রতিউত্তরে স্বীয় তরবারীর বর্ণনা চমৎকারভাবে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠে। তিনি বলেন :[৪১]

---

৩৮ ফজলুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

৩৯ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

৪০ ফজলুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

يا عمرو ويحك قد اتاك مجيب صوتك غير عاجز + ذو نية وبصيرة والحق منجى كل فائز

ولقد دعوت إلى البراز فتى يجيب إلى المبارز + يعليك ابيض صارما كالملح حتفا للمناجز

হে 'আমর ! তোমার প্রতি আস্থ আক্ষেপ হয়, কারণ তোমার আহবানে সেই সাড়া দিল যিনি অক্ষম নয়, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও অন্তর্দৃষ্টিময় লোক। আর আল্লাহপাক সর্বকাজে তাদেরকে সাফল্যদান করেন। তুমি মোকাবিলার জন্য এমন ব্যক্তিকে আহবান করলে যে তোমার আহবানে সাড়া দেয় এমন ঝলমলে তরবারী নিয়ে যা নিমিশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় লবন যেমন তার আগ্রাসীর মৃত্যু ঘটায় তদ্রূপ তরবারী এত তীক্ষ্ম ধারালো যা মুহূর্তেই কার্য সম্পাদন করে।

৬. <u>ভর্ৎসনা</u> :

'আরবদের নিকট ভর্ৎসণারও একটি মূল্যায়ন তাদের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। বিপক্ষীয় লোকজন ও গোত্রের কীর্তিকলাপের কারণে মূলত: এটির ব্যবহার। আমরা এ বিষয়টি তাঁর কবিতায় পাই। উক্ত কবিতায় 'উছ.মান (রা.) এর কৃতদাস আহমাদের হত্যা সংঘটিত হওয়ার পর 'আলী (রা.) কর্তৃক নিম্নোক্ত কবিতাটি রচিত হয়।[৪২]

لهف نفسي وقليل ما اسر + بما اصاب الناس من خير وشر

لم ارد في الدهر يوما حربهم + وهم الساعون في الشر الشر

আফসোস আমার উপর, আমি আনন্দ কমই হই এ কারণে যে, মানুষের নিকট ভাল-মন্দের স্বাদ পৌঁছে গেছে, তাদের সাথে কখনও আমি যুদ্ধ করতে চাই নি, তারা চরম অন্যায় ও অরাজকতার মধ্যে ডুবে রয়েছে।

লজ্জা মানুষের ভূষণ। যার অনুপস্থিতি মানুষকে ধ্বংশের দিকে নিয়ে যায়। পদে পদে ভর্ৎসনার সম্মুখীন হয়। নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোতে ভর্ৎসনার বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ রয়েছে:[৪৩]

النار اهون من ركوب العار + والعار يدخل أهله في النار

والعار في رجل يبيت وجاره + طاوى الحشا متمزق الاطمار

والعار في هضم الضعيف وظلمه + واقامة الاخيار بالاشرار

والعار ان يجدى عليك صنيجة+ فتكون عندك سهلة المقدار

---

৪১ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

৪২ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০, ড. 'উমর ফারুক, পৃ. ৮৮

৪৩ ড. 'উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯ ; মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১-৬২

Dhaka University Institutional Repository

العار فى رجل يحيد عن العدى + وعلى القرابة كالهزبر الضارى

والعار ان تك فى الانام مقدما + وتكون فى الهيجا من الفرار

লজ্জার বহন থেকে আগুন বহন অতি সহজ, কোন কোন লজ্জাবহনকারীকে লজ্জা জাহান্নামে ঠেলে দেয়। লজ্জা সে ব্যক্তির যে রজনী কাটায় আনন্দে আর প্রতিবেশী অনাহারেও ছিন্ন কাপড়ে জীবন অতিবাহিত করে। দূর্বলকে যে শোষণ করে আর দুষ্টকে যে লালন করে তার বিষয়টিও লজ্জাস্কর। কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে থাকলে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান মনে করাটা ও লজ্জা ভর্ৎসনার কারণ হয়ে দাড়ায়। শত্রুদেরকে এড়িয়ে চলানীতি এবং আত্মীয়দের প্রতি শিকারী বাঘের মত হামলানীতি ও লজ্জার দিকে ঠেলে দেয়। আর এটাও বড় লজ্জার কথা- হচ্ছে যে, লোক সমাজে সামনে সামনে থাক আর যুদ্ধ শুরু হলে ভেগে যাও।

আলী (রা.) নিম্নোক্ত কবিতায় ঐ জাতিকে ভর্ৎসনা করেন যারা তাঁর মৃত্যু কামনা করে আর নিজেদেরকে সব যুগে বেচে থাকার কামনা করে।[৪৪]

تمنى رجال ان اموت وان امت + فتلك سبيل لست فيها باوحد

وليس الذى يبغى خلا فى يشرنى + ولا موت من قدمات قبلى بمخلدى

وانى ومن قد مات قبلى لكالذى + يزور خليلا او يروح ويغتدى

অনেক লোক আমার মৃত্যু কামনা করে অথচ এ পথে আমি একা নই। আমার বিরুদ্ধবাদী আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং আমার পূর্ণমৃত্যু বরণকারীগণ আমাকে স্থায়ী রাখার যোগ্যতা রাখেনা। আমি ও আমার পূর্বে মৃত্যু বরণকারীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বন্ধুর সাথে সাক্ষাতে সকাল-সন্ধ্যায় গমনকারী।

৭. <u>শোকগাঁথা</u> :

আত্মীয়তার বিরহ বিচ্ছেদ থেকেই মূলত: শোকগাথার উৎপত্তি হয়। মৃত ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনের কর্মকান্ড, গুণাবলী ও জীবনের অংশ বিশেষ কিংবা বিকৃত বিষয় নিয়ে এতে আলোচনা হয়। আমীরুল মোমিনীন আলী (রা.) এর কবিতায় উক্ত প্রকারের কবিতা বিদ্যমান। রাসূল (স.) এর বিয়োগ ব্যাথায় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃতি করেন :[৪৫]

---

৪৪ ড. 'উমর ফারুক, পৃ. ৬৫, মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৪৫ মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৪৩ তবে ড. 'উমর ফারুক আত্তাবা' সংকলিত দীওয়ানের প্রথম লাইনের ২য় ছত্রে ...... باثوابه এর স্থলে نعيش بالاء ونجتنى السلوى লেখাটির উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া ২য় ছত্রের পুরোটাই বেয়াক্কা রয়েছেন- যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

أمـن بـعد تكفين النبى ودفنـه + بـاثـوابـه اسـى على هالـك ثـوى
رزيـنا رسول الله فينا فلن نرى + بذلـك عـديـلا ما حـيينا من الردى
وكـان لـنا كالحصن من دون أهله + لـه مـعـقـل حرز حريـز من العدى
وكنـا بـمرأه نرى النورَ والهـدى + صباحـا مساءً راحَ فـينا او اغتـدى
لـقـد غـشـيـتنا ظلمـة بعد موتـه + نهارا فقد زادت على ظلمة الدجى
فياخير من ضم الجوانح والحشا + ويا خير ميت ضمّـه التربُ والثرى
كـان امـور الـناس بعدك ضُمنت + سفينة مـوج حين فى البحر قد سما
فضاق فضاء الأرض عـنهم برحبه + لفقد رسول الله اذ قيل قد مـضـى
فـقـد نـزلـت بالمسلمين مصيبـة + كصدع الصفا لاشعب للصدع فى الصفا
فـلـن يـستقل الناس تلك مصيبة + ولـن يـجبر العظم الذى منهم وهـى
وفـى كـل وقـت للصلوة يهيجـه + وبـلال ويـدعـو باسـمـه كلمـا دعـى
ويـطـلب اقـوامٌ مواريث هالـك + وفـيـنـا مـواريـث النبوة والهـدى

পরিহিত জামাসহ দাফনান্তে নবী করীমের

তুলায়িত করেও কি মর্মাহত হব না শোকের ?
আমরা রাসূল শোকে এতোই ব্যথিত মুহ্যমান
জীবনে পাবো না দু:খ এ দু:খ সমান।
তিনি আমাদের জন্য ছিলেন যে দুর্গ দুর্জয়
শত্রুর সামনে যা হতো দৃঢ় শক্ত আশ্রয়।
আমরা তাঁর
দর্শনে পেতাম নূর হিদায়াত আর
যখন সকাল-সন্ধ্যা সম্মানিত উপস্থিতি
আমাদের মধ্যে ছিল তাঁর
তাঁর ওফাতের পর (আলোকিত) দিনের বেলায়
সর্বগ্রাসী অন্ধকার করেছে আচ্ছন্ন দুনিয়ার
রাতের আঁধার করে ঘনীভূত ঘোর তমাসায় !

رزئنا رسول الله حقا فلن نـرى + بذلك عديلا ما حيينا من الورى

এভাবে আরও সার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বিস্তারিত দেখুন পৃ. ১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

হে পাঞ্জর অস্ত্রধারী লোকদের শ্রেষ্ঠতম, আর
মাটি ও কাদার তলে এ জীবন অতিক্রান্ত শ্রেষ্ঠ সবার
সিন্দুর উত্তলে ঢেউয়ে নিপতিত এমন নৌকায়
মানুষের কর্মক্ষেত্র তরঙ্গে আকাশ ছোঁয়া (হায় !)
যদিও প্রশস্ত ছিল, সংকীর্ণ হয়েছে যমীন
রসূলের ইন্তেকাল : ঘোষণায় বিদায়ের দিন।
পাষাণে ফাটল যেন- বিপন্ন হলো মুসলমান
লাগবে না জোড়া আর (সে যে ভেঙে যাবে খান খান।)
মানব সন্তান ভাবতে পারে না তুচ্ছ এ বিপর্যয়
তাদের দীর্ণ অস্থি জোড়া দেয়া যাবেনা নিশ্চয়।
আর
প্রতি নামাযের কালে চাঙ্গা করে মুসীবত সেই
হযরত বেলাল তাঁর নাম ধরে ডেকে ওঠে যেই,
সে যখন ডেকে চলে (মুসল্লীকে) আযানের সূত্রে
সে ডাকছে তাঁর নাম ধরে।[৪৬]
মানুষ মীরাস চায় ফেলে যাওয়া মৃতজনের
আমাদের মীরাস এ নবুওয়ত ও হিদায়াতের।[৪৭]

নবীর আদরের দুলালী ফাতিমা (রা.) এর ইন্তিকালের পর আলী (রা.) তাঁর কবরের পার্শ্বে যেয়ে নিম্নোক্ত শোকগাথা আবৃত্তি করেন :[৪৮]

حبيب ليس يعدله حبيب + وما لسواه فى قلبى نصيب

---

৪৬ রাসূল (স.) এর ওফাতের পর বিলাল (রা.) শোকাভিভূত হয়ে সিরিয়া চলে যান। একদা স্বপ্নে নবী (স.) এর আহ্বানে মদীনায় আসেন। তখন ফাতিমা (রা.) এর ওফাত হয়েছিল। বিলাল (রা.) আকুল হয়ে ক্রন্দন করে বললেন হে রাসূল (স.) এর কলিজার টুকরা ! আপনি তো সবার আগেই আপন পিতার সাথে মিলিত হয়েছেন। মদীনাবাসী আযান শুনার জন্য পীড়াপিড়ী করলে আযান শুরু করেন।

اشهد ان محمد رسول الله। বলতেই বেহুশ হয়ে গেলেন। উপস্থিত সাহাবাগণ কান্নাকাটি করলেন।

এ কাব্যাংশটি এ ঘটার প্রতি ইংগিত করছে। বিলাল (রা.) পরে সিরিয়া চলে যান।

৪৭ মো: ফজলুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪৩

৪৮ মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২ ; ড. উমর ফারুক সংকলিত দীওয়ানে প্রথম লাইনটি নিম্নরূপভাবে:

حبيب ليس غيرك لى حبيب + وما لسواه فى قلبى نصيب

অর্থ অনুরূপ শুধু শব্দে পার্থক্য রয়েছে। পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

حبيب غاب عن عينى وجسمى + وعن قلبى حبيبى لا يغيبُ

সে এমন এক বন্ধু যার সমতুল্য কেউ নেই, সে ছাড়া আমার অন্তরে আর কারো স্থান নেই। আমার বাহ্যিক চক্ষু ও বদন থেকে অদৃশ্য হয়ে রয়েছে কিন্তু অন্তর্দৃশ্যে সে অদৃশ্য নয়।

আরেকটি কবিতায় 'আলী (রা.) ফাতিমাকে (রা.) তাঁর পরিনামদর্শিতা স্মরণ করে শোকগাথা আবৃত্তি করছেন :[৪৯]

مالى وقفت على القبور مسلما + قبر الحبيب فلم يرد جوابى

احبيب مالك لا ترد جوابنا + انسيت بعدى خُلة الاحباب

কি হলো আমার বন্ধুর কবরের পার্শ্বে সালাম দিলাম অথচ কোন উত্তর দিলনা আমার সালামের। বলো বন্ধু ! কি হয়েছে তোমার, আমার সালামের উত্তর যে দিলে না ? আমার বন্ধুত্ব কি তুমি ভুলে গেলে?

বর্ণিত আছে যে, একদা 'আলী (রা.) মদীনায় রাসূল (স.) এর কবর যিয়ারত করছিলেন নিজের অজান্তেই বিরহে বিলাপ করতে যেয়ে বলে ফেললেন :[৫০]

" ما احسن الصبر الاعنك يا رسول الله وما اقبح البكاء إلا عليك"

কতইনা উত্তম ধৈর্য্য শুধু আপনার জন্য আর কতই গর্হিত কান্না তবে শুধু আপনার জন্য।

এরপর নিম্নোক্ত কবিতাটি বললেন :[৫১]

ما غاض دمعى عند نائبة + الا جعلتك للبكاء سببا

واذا ذكرتك سامحتك به + منى الجفون ففاض وانسكبا

انى اجل ثرى حللت به + عن ارى لسواه سلتئبا

অশ্রুপাত হয় না কোন বিপদে যে আর
আপনাকে
নিয়েছি ওসীলা আমার কান্নায়।
যখন স্মরণ করি আপনাকে রসূল আল্লাহর
আমার চোখের পলকগুলো আপনাকে করে অশ্রুদান

---

৪৯ ড. 'উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১ ; মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৫০ প্রাগুক্ত, (পাদটীকাসহ) পৃ. ২৩

৫১ মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫ ; ড. 'উমর ফারুকের দীওয়ানে প্রথম লাইনের প্রথম ছত্রে عند نائبة এর স্থলে عند نازلة রয়েছে। আর ২য় লাইনের প্রথম ছত্রেও নিম্নোক্ত পরিবর্তন রয়েছে: واذا ذكرتك ميتا سفحت এবং ৩য় লাইনের শেষ ছত্রে عن ارى لسواه سلتئبا রয়েছে। পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

অত:পর বয়ে চলে আর ঝরে যায় অনর্গল।
যে তুমি আমার কাছে সবার উর্ধে সুনিশ্চয়
যেখানে প্রবেশ আপনার
অন্য কারো থেকে যা আমার জন্য বেদনার।[৫২]

নবী (স.) এর শানে আরও শোক গাথা কবিতা আলী (রা.) এর থেকে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে:[৫৩]

نفسى على زفراتها محبوسة + يالـيتها خرجتْ مع الزفرات
لاخير بعدك فى الحيوة وانما + ابكى مخافةَ ان يطولَ حيوتى

হায় ! আমার প্রাণটি কান্নায় বেষ্টিত হয়ে আছে, যদি সে কান্নার সাথে প্রাণটি বের হয়ে যেত তাহলে কতইনা ভাল হত ! আপনার পরে বেঁচে থাকায় কোন কল্যাণ নেই আমি কাদছি এ আশংকায় যে আমার আয়ু যদি আরও দীর্ঘায়িত হয়।

৮. <u>সময়ানুবর্তিতা</u> :

কোন কাজ সম্পাদনের জন্য সময়ের মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। যথাসময়ে কাজটি না করা হলে অনেক খেসারত দিতে হয়। এমনকি অতীত সময়ের জন্যও আক্ষেপ করতে হয় অথচ যা কাম্য নয়। তাই সময়ের সুদিনেই কাজ সম্পাদন করা উচিৎ। এ দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেঁ আলী (রা.) বলেন:[৫৪]

مضى امسك الباقى شهيدا معدلا + واصبحت فى يوم عليك شهيد
فان كنت بالامس اقترفت اساءة + فثنى باحسان وانت حميد
ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد + لعل غدا يأتى وانت فقيد
ويومك ان عاتبته عاد نفعه + اليك وماضى الامس لا يعود

তোমার বিগত যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তোমার সত্য সাক্ষী হয়ে রয়ে গেছে। আর তুমি এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছ তাও তোমার জন্য সাক্ষী হিসেবে দাড়িয়ে আছে। বিগত দিনে যদি অপকর্ম করে থাক তাহলে তুমি দ্বিতীয়বারে সৎকর্ম করে প্রশংসিত হও। আগামীকালের জন্য কোন কাজ বিলম্বিত করবে না, হয়ত আগামীকাল আসবে আর তুমি মৃত্যুর কোলে থাকবে। যদি আজ তুমি নিজের প্রবৃত্তিকে ভর্ৎসনা কর তাহলে তার উপকার তোমার দিকেই ফিরে আসবে তবে অতীত আর ফিরে আসার নয়।

---

৫২ ফজলুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬

৫৩ মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫

৫৪ ড. উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০ : মুফতী মো: ইব্রাহীম, পৃ. ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

৯. জনসেবা :

জনগণের সেবায় নিজের মান সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পরের কারণে স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া একমাত্র মহৎ ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্ভব হয়। সময়ের প্রয়োজনে নিজের জীবন ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আলী (রা.) নিজেই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রাসূল (স.) এর হিজরতের সময়। তিনি গর্ব করে বলতেন :[৫৫]

وقيت بنفسى خير من وطئ الحصى + ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر

رسول إله الخلق اذ مكروا به + فنجاه ذو الطول الكريم من المكر

وبت اراعيهم متى ينشرونني + وقد وطنت نفسى على القتل والاسر

আমি নিজেই ঐ ব্যক্তিকে রক্ষা করেছি যিনি ঐ লোকদের চেয়ে অতি উত্তম যারা পাথর কুচি করেছে। এবং যিনি পুরাতন ঘর ও কৃষ্ণ পাথর প্রদক্ষিণ করেছেন। আল্লাহর রাসূলের সাথে তারা প্রতারণা করছিল আর আল্লাহ মেহেরবান তাঁকে ঐ প্রতারণা থেকে রক্ষা করলেন। আমি এমন অবস্থায় নিশীরাত কাটালাম কখন রক্ষীবাহিনী আমার উপর চড়াও হয় আর আমি নিহত ও শৃংখলিত হতে প্রস্তুত ছিলাম।

উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধের বিভীষিকা যখন তুঙ্গে, তখন অনেকেই নিজের আত্মরক্ষার জন্য স্বস্থান পরিত্যাগ করেছিল। আলী (রা.) সহ বড় বড় সাহাবী তখনও রাসূলকে (স.) সহযোগীতার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। নিম্নোক্ত কবিতায় বক্তব্যটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে :[৫৬]

نصرنا رسول الله لما تدابروا + وتاب اليه المسلمون ذو والحجى

আমরা রাসূল (স.) কে সাহায্য করেছি যখন মানুষ তার থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছিল। অত:পর বুদ্ধিমান মুসলমানগণ তাঁর দিকে ফিরে এল।

নি:স্ব ফকীর মিসকীনদেরও নিজেদের প্রয়োজনের সময় তাদেরকে প্রাধান্য দিতেন তার স্ত্রী ফাতিমা (রা.)। এই সেবামূলক কাজের প্রতি ইমাম আলী (রা.) ইঙ্গিত প্রদান করেন:[৫৭]

لم يبق مما جئت غير صاع + قد ذهبت كفى مع الزراع

ابناى والله من الجياع + ابوهما للخير ذو اصطناع

يصطنع المعروف بابتداع

---

৫৫ ড. উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১ ; মুফতী মো: ইব্রাহীম, পৃ. ২৭২

৫৬ মুফতী ইব্রাহীম, পৃ. ৪৬

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

আপনি যা এনেছেন এক সা' যব ব্যতীত অবশিষ্ট আর কিছুই নেই। (আটা পিষার কারণে) আমার কব্জি সহ হাতও গেল। খোদার কসম ! আমার পুত্রদ্বয় ক্ষুধার্ত আর তাঁর পিতা সওয়াবের আশায় নতুন নতুন কর্মপন্থা অবলম্বনে ব্যস্ত।[৫৮]

১০. ঐতিহাসিক বর্ণনা :

'আলী (রা.) এর কবিতায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও স্থান পেয়েছে। যেমন মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্য রেখে তিনি বলেন :[৫৯]

لا يستوى من يعمر المساجد + ومن يبيت راكعا وساجدا

يدأب فيها قائما وقاعدا + ومن يكر هكذا معاندا

ومن يراى عن الغبار حائدًا

শত্রুতাবশত: পিছু হটে যুদ্ধ থেকে যারা এড়িয়ে চলে তারা তো সমান নয়, যারা মসজিদ আবাদ করে রুকু সিজদায় রজনী কাটিয়ে দেয় নামাজ পড়ার কষ্ট সহ্য করে দাড়িয়ে কিংবা বসে মসজিদে থাকে।

এমনিভাবে নবী হুদ (আ.) এর সম্পর্কেও তাঁর কবিতায় ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। আবু তুফায়ল 'আমের ইবন ওয়াছিলা বলেন- একদা আমি 'আলী (রা.) কে হাজরামাউত এর জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি যে, হাজরামাউতের অমুক স্থানে ঘন বনজঙ্গল রয়েছে তুমি কি চিন ? ব্যক্তিটি

---

৫৮ ইমাম হাসান ও হোসায়নের রোগের সময় মা ফাতিমা (রা.) আরোগ্য লাভের জন্য তিনটি রোযার মানত করেছিলেন। ঘরে কোন খাবার নেই। 'আলী (রা.) শামউন নামক ব্যক্তি থেকে এক সা' যব ধার হিসেবে নিয়ে আসেন। তা থেকে ফাতিমা (রা.) পিশে ৫টি রুটি বানান। ইফতারের সময় এক মিসকীন এলে নিজ অংশটুকু দান করে পানি দিয়ে ইফতার করেন। দ্বিতীয় দিনও একজন ইয়াতীম এলে তাঁর অংশটুকু দান করে দেন। ৩য় দিন এক কয়েদী সুয়াল করলে রুটি তাকে দিয়ে পানি দ্বারা ইফতার করেন।

৫৯ মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫ উক্ত বয়তটি সীরাত ইবন হিশামে এভাবে রয়েছে-

لا يستوى من يعمر المساجد + يدأب فيه قائما وقاعدًا

ইবন হিশাম, আসসীরাতু আন নবভীয়্যাহ, (সৌদী আরব: দারুল মুগনী, ১ম প্রকাশ, হি. ১৪২০/খৃ. ১৯৯৯) পৃ. ৪৯৩। ড. 'ওমর ফারুক এর দীওয়ানে ২য় লাইনের ১ম ছত্রে يدأب فيها راكعا وساجدا উল্লেখ রয়েছে এবং মুফতী ইব্রাহীম ও মুখতার আলী ইব'ন মুহাম্মদ আলী রচিত আদদীওয়ানু বাউমদাতুল বায়ান নামক গ্রন্থে ৩য় লাইনের শুধুমাত্র ২য় ছত্র প্রকাশ করেছে। ১মটি হয়ত তাদের নাগালে ছিলনা, আমরা ড. ওমর ফারুকের দওিয়ানে ৫৯নং পৃষ্ঠায় ৩য় লাইনের পূর্ণাঙ্গ পংক্তি খুজে পাই। যেমন:

وقائما طورا وطورا قاعدا + ومن يرى عن الغبار حائدًا

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরে হাঁ বললেন। 'আলী (রা.) পুণরায় জিজ্ঞেস করলেন অমুক স্থানে এই এই জিনিষ রয়েছে তুমি কি পরিচিত আছ? ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করল হে আমীরুল মুমিনীন ব্যাপারটি কি একটু খুলে বলুনতো। 'আলী (রা.) বললেন হাদ্রামাউতের অমুক স্থানে হুদ (আ.) এর কবর রয়েছে। তাঁর কবরের শিউরে একটি বৃক্ষ রয়েছে যা থেকে রক্ত ঝরে একথা বলে নিম্নোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন :[৬০]

عصت عاد رسولهم، فامسوا + عطاشا ما تبلهم السماء

'আদ জাতি তাদের রাসূলের বিরোধীতার ফলে এমন পিপাসার্ত হয়েছে যে, তাদের জন্য আকাশ আর বারি বর্ষণ করে নি।'

১১. প্রেম-প্রীতি (غزل) :

'আরবী কাব্যের প্রধান উপাদান সমূহের মধ্যে একটি হলো : প্রেম- প্রীতি বিষয়ক কবিতা। প্রাক ইসলামী যুগের কবিতায় প্রেমাসক্তির বর্ণনা, প্রেয়সীকে উত্তেজিত করা কিংবা প্রেমিকের অন্তরে আত্মসম্মান বোধের বীজ বপনের জন্য উক্ত উপাদানের আগমন। 'আলী (রা.) এর কবিতায় তা থেকে ভিন্ন। বরং সত্যিকার প্রেমিক কে হবে, অসতী ছলনাময়ী নারীকে জানার পদ্ধতি কেমন হবে ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

সতী নারীর উপভোগের মাধ্যমে ধর্মের অর্ধেক অংশ পূর্ণ হয় এবং নিশ্চিন্তিত মনে যাবতীয় কাজ আঞ্জামদানে সমর্থ হয়। এ সম্পর্কে 'আলী (রা.) বলেন :[৬১]

افلح من كان له مُزخّه + يزُخُّها ثم ينام فخّه

ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যার রয়েছে স্ত্রী, সহবাস করে (নিশ্চিন্তা মনে) নাক ডেকে ঘুমায়।

অসতী নারীর মেকীভাব জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট আলোর ন্যায় প্রকাশ হওয়ার কথা। তাদের চঞ্চলমতি স্বভাবের প্রতি অন্ধ হয়ে আকৃষ্ট যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বলা হচ্ছে :[৬২]

دع ذكرهن فما لهن وفاء + ريح الصبا وعهود هُنّ سواء
يكسرن قلبك ثم لا يجبرنه + وقلوبهن من الوفاء خلاءُ

৬০ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবিল খাত্তাব আল কুরাশী, "জামহারাতু আশ'আরিল 'আরব" (বৈরুত : দার আলকুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪১২/১৯৯২), পৃ. ৪১

৬১ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৬২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬ ; ড. 'উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬

Dhaka University Institutional Repository

ঐ সমস্ত রমনীদের কথা আলোচনা থেকে বাদ দাও, যারা ওয়াদা রক্ষা করতে পারে না। তাদের অংগীকার যেন প্রভাতের সমীরনের ন্যায়। তারা তোমার হৃদয় ভেঙ্গে দিবে জোড়া আর লাগবে না। তাদের হৃদয় বিশ্বাসপূর্ণ থেকে একেবারে শূন্য।

অবাধ্য স্ত্রীকে বসে আনার কলা-কৌশলের সফল প্রয়োগ ব্যর্থ হলে পরিস্থিতিই তাকে বিচ্ছেদ হতে বাধ্য করবে এ নিয়ে মাথা ঘামানো বিফল। এ প্রসংগে আলী (রা.) বলেন :[৬৩]

إلى كم يكون العذلُ فى كل ليلة + لما لا تسلين القطيعة والهجرا

رويدك ان الدهرَ فيه كفاية + لتفريق ذاتِ البين فانتظرى الدهرا

প্রতিরাতে এ গঞ্জনা কতোদিন আর

জ্বালিয়ে দাওনা কেন অমিল ও বিচ্ছেদ দু'জনার ?

তিষ্টক্ষণকাল

ছেদ রেখা টেনে দেবে যুগর পর

তাই, একটু সবর।[৬৪]

১২. <u>দুষ্টের দমন</u> :

আলী (রা.) এর খিলাফত লাভের পর 'আব্দুল্লাহ্ ইবন সাবার ষড়যন্ত্রের দ্বার আরও প্রসারিত হলো। মু'আবিআ (রা.) এর সাথে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিল। আলী (রা.) এর অনুসারীদের মাঝে তাঁর অতিভক্তি, অস্বাভাবিক ভালবাসা, অলৌকিক বিশ্বাসের কথা ছড়িয়ে দিল। এ কথাও বলে বেড়াত যে, পৃথিবীতে আলী (রা.) হলেন আল্লাহর প্রতিভূ, তাঁর মধ্যে আল্লাহর রূহ সমাসীন রয়েছে। আলী (রা.) তাদেরকে তওবার আহবান জানালে অস্বীকার করায় তাদেরকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া হয়। যেমন কবিতায় উল্লেখ রয়েছে:[৬৫]

لما رأيتُ الامر امرا منكرا + او قدتُ نارًا ودعوت قنبرا

ثم احتفرتُ حُفرا وحُفرًا + وقنبرُ يَحْطِمُ حَطْمًا مُنكرًا

"যখন আমি ব্যাপারটি অত্যন্ত ভয়ংকর দেখলাম তখন আমার (কৃতদাস) কাম্বরকে আগুন প্রজ্বলিত করার জন্য আদেশ দিলাম। আমি কয়েকটি গর্ত খুড়েছিলাম আর কাম্বর সে গর্তে নির্মমভাবে তাদেরকে ফেলে দেয়"।

---

৬৩ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

৬৪ মো: ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪

৬৫ মুফতী ইব্রাহীম, পৃ. ২৮০, ড. 'উমর ফারুকের দীওয়ানে ১ম লাইনের ২য় ছত্রে শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে যেমন: ..... اججتُ نارى ودعوتُ قنبرًا এর স্থলে اوقدت نارًا পৃ. ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

১৩. কালের অপরাধ:

অন্যায় করে মানুষ আর দোষ অর্পণ করে যুগকে, এ নেহায়াত অন্যায় বক্তব্যকে খন্ডন করে 'আলী (রা.) বলেন-[৬৬]

يعيب رجالٌ زمانا مضى + وما لزمانٍ مضى من غير

ارى الليل يجرى كعهدى به + وان النهار علينا يكر

ولم تحبس القطر عنا السماء + ولم تنكشف شمسنا والقمر

فقل للذى ذم صرف الزما + ن ظلمت الزمان فذم البشر

পুরাতন যুগকে অনেকেই গালমন্দ করে, অথচ অতীতের কোন রদবদল নেই। প্রথম রজনীকে যেমনটি দেখেছি আজও সেভাবে কেটে যায়। দিবস ও সেভাবেই আসছে আর যাচ্ছে। আকাশতো বারি বর্ষণ থেকে ক্ষ্যান্ত হয়নি আর চন্দ্র-সূর্য টক্করও লাগে নি। সুতরাং তাকে বলে দাও যে তাকে গালমন্দ করছে, 'তুমি যুগকে গালমন্দ করে অত্যাচার করলে অথচ অন্যায় করছে মানুষ।'

১৪. অন্যায় দাবী :

নিম্নোক্ত কবিতাটি 'আলী (রা.) এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। উক্ত কবিতার বক্তব্য হচ্ছে যে, রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর 'আলী (রা.) খিলাফতের যোগ্য ছিলেন। তাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে প্রথম তিন খলীফা অযৌক্তিকভাবে খেলাফতের মসনদে বসেন। তাই বলা হচ্ছে:[৬৭]

لنا ما تدعون بغير حق + اذا ميز الصحاح من المراض

عرفتم حقنا فجحد تموه + كما عرف السواد من البياض

كتاب الله شاهدنا عليكم + وقاضينا الاله فنعم قاض

তোমরা অন্যায় দাবী করছ, আসলে হক হচ্ছে আমাদের। সুস্থ-অসুস্থের পার্থক্য একদিন হবেই। তোমরা জেনে শুনে আমাদের অধিকার খর্ব করছ পার্থক্য নির্ণয় একেবারেই সহজ যেমনটি সাদা-কালোর মধ্যে করা যায়। আল্লাহর কিতাব তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী থাকবে আর আল্লাহ্ আমাদের বিচারক তিনি কতই না উত্তম বিচারক।

১৫. আল্লাহর হুকুমেই সফলতা :

ভালমন্দ আল্লাহরই হুকুমে হয় এ বক্তব্যটি ঈমানের অংশ বিশেষ। সাময়িকের জন্য এ বিশ্বাস থেকে দূরে থাকলে পদস্খলনের সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। কবিতায় উক্ত বক্তব্যটি ফুটে উঠেছে :[৬৮]

---

৬৬ ড. 'উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

اذا اذن الله فــى حاجـة + اتاك النجاح بما يركــض

وان اذن الله فى غيرهــا + اتـى دونها عارض يعـرض

কোন প্রয়োজনে আল্লাহর হুকুম থাকলে তোমার নিকট সাফল্য ছুটে আসবেই। আর যদি অন্য প্রয়োজনে আল্লাহর আদেশ হয় তাহলে প্রথমটি কোনভাবে অন্তরায় হিসেবেই থাকবে।

১৬. বার্ধক্য মৃত্যুর সিগন্যাল :

মৃত্যু সবার জন্য সমভাবে আসে। তবুও বার্ধক্যে উপনীত হলে একটি জীবনে অবসানের পূর্বাভাস হিসেবে ধর্তব্য হবে এটাও চিরাচরিত নিয়ম। কবিতায় এ কথাটি বলা হচ্ছে :[৬৯]

الشيب عنوان المنية وهـو تاريـخ الكبـر

وبياض شعرك موت شعرك ثم انت على الاثر

فاذا رأيتُ الشيبَ عم الرأسَ فالحزر الحزر

চুল সাদা হওয়া সে তো মৃত্যু শিরোনাম
বার্ধক্যের ইতিহাস তা যে
তোমার চুলের মৃত্যু চুল সাদা হওয়া
অত:পর পালা তোমারি যে।
কাজেই মাথার চুল সাদা তুমি দেখবে যখন
পরহেয করো তুমি- পরহেযগারীতে দাও মন।[৭০]

১৭. এক সেকেন্ডের নাই ভরসা :

মৃত্যুর আগমনের জন্য নির্দিষ্ট দ্বার নেই, কাল নেই, প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই, নির্দিষ্ট সময়ে দ্বারপ্রান্তে আসবেই। এ সত্য বক্তব্যটি একটি ছোট্ট উপমার সাথে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত চরণ ক'টিতে :[৭১]

لا تأمن الموت فى طـرف ولا نفس + ولو تمنعت بالحجـاب والحــرس

---

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫ : ড. 'উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫ : ড. 'উমর ফারুক, পৃ. ৯৮

৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

৭০ মো: ফজলুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭

৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭ : ড. 'উমর ফারুকের দীওয়ানে ২য় লাইনের ২য় অংশে.... فى كل مدرع এর স্থলে من كل مدرع منا ومترس উল্লেখ রয়েছে, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

واعلم بان سهام الموت نافذة + فى كل مدرع منها ومترس

مال بال دينك ترضى ان تدنسه + وثوب نفسك مغسول من الدنس

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها + ان السفينة لا تجرى على اليبس

একটি পলক আর একটি নি:শ্বাসকে মৃত্যু থেকে নির্ভয় থেকো না। যদিও তুমি দারোওয়ান ও গার্ড দিয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে থাক। জেনে নেও মৃত্যুরবর্শা লৌহ বর্ম ও ঢালে প্রবেশ করবেই। তোমার যে কি অবস্থা! ধর্মকে কলুষিত করছ আর পোষাক-পরিচ্ছদ ধুলা-ময়লা থেকে পরিস্কার রাখছ, তুমি মুক্তির আশা করছ অথচ সে রাস্তায় চল না, নৌকাতো শুকনার উপর চলে না।

১৮. <u>যৌবনের চড়ামূল্য</u> :

বিগত যৌবন ফিরে আসার নয়। যদি তা হত তাহলে অধিকাংশ মানুষ চড়ামূল্য হলেও তা ক্রয় করত। এ বক্তব্যটি কবিতাতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে :[৭২]

بكيت على شباب قد تولى + فيا ليت الشباب لنا يعود

فلو كان الشباب يباع بيعا + لا عطيت المبائع ما يريد

ولكن الشباب اذا تولى + على شرف فمطلبه بعيد

রোদন করেছি আমি তার জন্য : বিগত যৌবন
হায়! যদি ফিরে আসে যে করেছে পৃষ্ঠপ্রদর্শন!
বিকতো যৌবন, যৌবনের যদি হতো দাম
তা হলে যৌবন বিক্রেতাকে যা চাইতো তাই দিতাম।
কিন্তু যৌবন
যখন বিদায় হয়ে শীর্ষচূড়া করে আরোহণ
নাগাল পাওয়া তার দূর পরাহত।[৭৩]

১৯. <u>আশা বনাম উদ্যোগ</u> :

শুধুমাত্র আশা আকাংখার মাধ্যমে সফলতা আসে না। প্রয়োজন হয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা। নিম্নোক্ত চরণ দু'টিতে তাই বলা হচ্ছে :[৭৪]

وما طلب المعيشة بالتمنى + ولكن الق دلوك فى الدلاء

---

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৭৩ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৭৪ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭ তবে ড. উমর ফারুকের দীওয়ানে ২য় লাইনের ১ম ছত্রে تجئك بملاءها এর স্থলে تجئك بمثليها উল্লেখ রয়েছে। পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

تجنئك بملاءها يوما ويوما + تجنئك بحمأة وقليل ماء

কেবল বাসনা দিয়ে জীবিকা যে হয় না অর্জন
তোমারও বালতি ফেলো অন্যরা ফেলেছে যেমন।
কখনও পূর্ণ পাবে, কখনো সামান্য কাদাপানি
(প্রচেষ্টার বৃন্তে বাজে কুসুমের শুভ আগমনী)[৭৫]

২০. <u>মুনাজাত</u> : আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ।[৭৬]

ذنوبى ان فكرت فيها كثيرة + ورحمة ربى من ذنوبى اوسع
فما طمعى فى صالح قد عملته + ولكننى فى رحمة الله اطمع
فان يك غفران فذاك برحمة + وان تكن الاخرى فما كنت اصنع
مليكى ومعبودى وربى وحافظى + وانى له عبد اقر واخضع

আমার গুনাহর হিসাব চুকলে পরিসংখ্যান অনেক বেশী,
আমার প্রভুর রহমতের হিসাব তার চেয়েও বেশী।
জ্ঞাতসারে আমার ভাল কাজের ভিত্তি দাড় করাতে নাহি পারি,
তবে আমি আল্লাহর করুণার আশা করতে পারি।
যদি করেন ক্ষমা তবে হবে রহমত,
যদি তা না করেন তবে আমার খেসারত।
মালিক, মা'বুদ, প্রভু ওহে আমার হেফাজত কারী,
আমি তাঁর গোলাম বশীভূত হই আর মুখে স্বীকার করি।।

২১. <u>আদেশ পালন</u> :

একদা আবু তালিব আলী (রা.) কে সাথে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রে স্বপ্ন দেখেন। আলী (রা.) তাঁর পিতা আবু তালিবকে বললেন : আব্বা, আমিতো নিহত হব। তখন আবু তালিব তাকে আদেশ দিলেন :[৭৭]

---

৭৫ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৭৬ মুখতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ 'আলী, আদদীওয়ানু বাডমদাতুল বায়ান, (ইন্ডিয়া: কুতুবখানা এমদাদিয়া, দেওবন্দ, ইউপি, তা.বি.), পৃ. ৬৮ ; সদরুদ্দীন আস সায়্যেদ 'আলী খান আল মাদানী আল হুসায়নী, আদ দারাজাত আল রফী'আ ফী তবাকাত আল শী'আহ (তেহরান: মাকতাবা বাছীরাতী ১৩৯৭হি), পৃ. ৪২

৭৭ আস সায়্যেদ মুহাম্মদ কাযিম আল কাযভীনী, আল ইমামু আলী মিনাল মাহ্‌দি ইলাল লাহ্‌দি, (লেবানন: মুআস্সাসাতুল ওফা, হি. ১৪০২/খৃ. ১৯৮২, ১১ তম প্রকাশনা), পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

إصبرن يا بنى فالصبر احجى + كل حى مصيره لشعوب

قد بذلناك والبلاء شديد + لفداء الحبيب وابن الحبيب

হে বৎস ! তুমি রাসূলের সহযোগীতায় ধৈর্যশীল হবে কারণ ধৈর্য মহৎ গুণ। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই উচিৎ জনগণের সেবা করা, আমি কঠিনতম মুহূর্তে বন্ধুর ছেলে বন্ধুকে (রাসূল (স.) সহযোগীতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

আলী (রা.) এর উত্তরে বলেন :[৭৮]

اتأمرنى بالصبر فى نصر أحمد + و الله ما قلت الذى قلت جازعا

ولكننى احببتُ ان ترنصرتى + وتعلم انى لم ازل لك طائعًا

ساسعى لوجه الله فى نصر احمد + نبى الهدى المحمود طفلا ويافعا

আপনি আমাকে আহমদ (স.) এর সহযোগীতা করার আদেশ দিচ্ছেন অথচ শপথ আল্লাহর ! আমি তো ধৈর্যহারা হয়ে বলিনি। তবে আমি আশাকরি আপনি আমার সহযোগীতায় হাত অব্যাহতভাবে স্বপ্রণোদিত হয়ে চলতে দেখবেন। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আহমদ (স.) এর সহযোগীতার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকব কেননা তিনি কৈশোরে, যৌবনে প্রশংসিত হিদায়াত প্রাপ্ত নবী।

২২. <u>মৃত্যু অনিবার্য</u> :

মানুষ মরণশীল। এ দুনিয়ার ধনী দরিদ্র, রাজা-বাদশাহ, নবী-অলী সবাই মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছেন। মৃত্যুর হাত হতে ক্ষণিকের জন্য দূরে থাকলেও একদিন সে কব্জা করবেই। কারও প্রয়োজন পূরণের জন্য মৃত অবকাশ দেয়নি যা নিম্নোক্ত চরণগুলোতে ফুটে উঠেছে :[৭৯]

الموت لا والدًا يبقى ولا ولدًا + هذا السبيل إلى ان لا ترى احدًا

كان النبى ولم يخلد لامته + لو خلّد الله خلقا قبله خلدا

للموت فينا سهام غير خاطئة + من فاته اليوم سهم لم يفته غدًا

---

৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮, মুখতার আলী ইবন মুহাম্মদ আলীর দীওয়ানে ৩য় লাইনের প্রথম ছত্রে ساسعى لوجه الله..... এর স্থলে .... وسعى لوجه الله উল্লেখ রয়েছে, পৃ. ৭১।

৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭, মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭ ; ড. 'উমর ফারুক আততাবা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু পিতা-পুত্র কাউকে ছাড়ে না, এমন নিয়ম আর কোথাও নেই। নবীও ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর উম্মতের জন্য থাকেন নি। আল্লাহ্ ইতিপূর্বে কাউকে স্থায়ী রাখলে তিনি অবশ্যই থাকতেন। মৃত্যুর তীর আমাদের জন্য কখনও লক্ষ্যচ্যুত হবে না, আজ ভ্রষ্ট হলে কাল অবশ্যই আসবে।

২৩. সম্পদেই শক্তি :

অর্থ সম্পদ মানুষের চাহিদার পূর্ণাঙ্গতা বয়ে আনে। ধনী ব্যক্তি দোষক্রটি করে থাকলেও সম্পদ দিয়ে তা ঢেকে ফেলে। সম্পদের লুলুপের পিছনে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ছুটে যায়। আব্বাসী যুগের দার্শনিক কবি আবুল আ'লা আল মা'আররী যথার্থই বলেছেন : لو لا التقى لجلت قدرتـه "খোদাভীতি না থাকলে (অর্থকেই) সর্বশক্তিমান স্থান দিতাম" আলী (রা.) নিম্ন চরণগুলোতে অর্থ-সম্পদের কার্যকারিতার উল্লেখ রয়েছে :[৮০]

تغطى عيوب المرء كثرةُ ماله + فصدق فيما قال وهو كذوب

ويـزرى بعقل المرء قلـة مالـه + فحمقه الاقـوام وهـو لبيبُ

ধনীর বিচ্যুতি হলে সম্পদের আধিক্য তা ঢেকে ফেলে আর মিথ্যা বললেও সত্যই পরিণত হয়। অর্থের স্বল্পতার কারণে বিবেক প্রচ্ছন্ন হয় আর যে জ্ঞানী বিচক্ষণ হলেও মানুষ তাকে অজ্ঞ ও আহমক ভাবে।

২৪. অবসরে বিনোদন :

অবসর জীবন যাপন মানুষের জন্য একটি কর্মক্ষম সুযোগ। কারণ ঐ দুনিয়ার জীবন ঈমানদারদের জন্য অবসর জীবন হতে পারে না। একটি সুদূর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্থান। চিন্তার ভিন্নতায় অনেকেই গান-বাজনা নৃত্য প্রভৃতিকে অবসরের নিত্য সাথী মনে করে কেউবা আবার উক্ত সময়টিকে নফল ইবাদাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রয়াসী হয়। আলী (রা.) এর নিম্নোক্ত চরণটিতে অবসরকালীন প্রোগ্রাম বাতলিয়ে দিচ্ছে :[৮১]

اغتنـم ركعتيـن زلفـى الى الله + اذا كنـت فارغًا مستريحـا

---

৮০ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২ : ড. উমর ফারুক এর দীওয়ানে অর্থগত কোন বৈষম্য না থাকলেও শাব্দিক বৈষম্য রয়েছে যা নিম্নরূপ :

يغطى عيوب المرء كثرة ماله + يصدق فيما قاله وهو كذوب

و يزرى بعقل المرء قلة ماله + يحمقه الاقوام وهـو لبيب

পৃ. ২৮

৮১ মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

واذا هممت بالقول فى البا + طل فاجعل مكانه التسبيحا

অবসরে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করাকে ভাগ্যবান মনে কর। নিরর্থক কথা না বলে তাসবীহ পাঠ কর।

২৫. সম্পদ ও সংকট :

অর্থ-সম্পদ মানুষকে আনন্দ দেয়, দু:খ লাঘব করে, মনে সতেজতা ফিরে আসে। অর্থের অভাবে মানুষ নি:স্ব হয়ে যায়। তবে সর্বদা অর্থ উপকার বয়ে আনে না, এর সাথে সাথে দু:খ কষ্টও জড়িত থাকে। এ জন্যই বলা হয় "অর্থই অনর্থের মূল" 'আলী (রা.) এর কবিতায় সম্পদ ও সংকট পাশাপাশি এ বক্তব্যই আলোচিত হয়েছে :[৮২]

جميع فوائد الدنيا غرور + ولا يبقى لسرور سرور

فقل للشامتين بنا افيقوا + فان نوائب الدنيا تدور

পৃথিবীর যাবতীয় ধন স্রেফ প্রবঞ্চনা হয়
কোন সে সুখীর সুখ-ই চিরন্তন নয়।
কাজেই বিপদ দেখে আমাদের যারা খুশী হয়
তাদেরকে বলে দাও, হয়ো না বেহুশ
পার্থিব সংকট শুধু চক্করে লাগায়।[৮৩]

---

৮২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৮৩ ফজলুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

'আলী (রা.)-এর কবিতায় আল-কুরআনের প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

'আলী (রা.)-এর কবিতায় আল-কুরআনের প্রভাব

আমীরুল মুমিনীন 'আলী বিন আবি তালিব (রা.) একজন সমর নায়ক, বীর মুজাহিদ, প্রখ্যাত বৈয়াকরণিক, বাগ্মী ও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্য হতে বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে, হাদীসের কিতাবে জিহাদের অধ্যায়ে অভিধানের বিভিন্ন গ্রন্থে তুলনামূলকভাবে তাঁর কবিতাই বেশী পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কবিতায় বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও সমস্যা সমাধানের উপায় নিহিত রয়েছে। পবিত্র আল-কুরআনের বাচনভঙ্গি, অভিনবত্ব, ভাবার সাবলীলতা ও অলংকার শাস্ত্রের আলোকচ্ছটা তথা ই'জাযুল কুরআনের আলোচনা এবং আল-কুরআনের অনুরূপ শব্দ তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। কতকস্থানে শব্দের নির্যাস ব্যবহার করেছেন আবার কতকস্থানে মূলভাবার্থ কবিতাকারে উল্লেখ করেছেন। কোথাও বা আল-কুরআনের আহকামের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। অনেকস্থানে আবার আল-কুরআনের যৌগিক শব্দ তাঁর কবিতায় রয়েছে। আবার কতকস্থানে আল-কুরআনে উল্লেখিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিবরণাবলীও তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। আল-কুরআনে উল্লেখিত বিভিন্ন ঐতিহ্যগত অবস্থানেরও উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর প্রতি বিবেচনা করে আল-কুরআনের বিভিন্ন প্রভাব তাঁর কবিতায় রয়েছে। কবিতার ভাবধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিষয়ের মূল আলোচনার সাথে ছোট ছোট শিরোনাম উপস্থাপন করা হল।

১. <u>আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় প্রসংগে</u> :

মহান আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় দেয়ার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য পৃথিবীর সৃষ্টিজীবের প্রতিটিই তাঁর অস্তিত্ব ও পরিচয়ের নির্দেশনা দিয়ে থাকে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আয়াত সমূহ একই গতিতে প্রবাহমান। তদুপরি আল-কুরআনের শব্দের অনুপাতে ক্ষুদ্র একটি সূরা হলেও আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয়দানের জন্য "সূরাতুল ইখলাস.ই" যথেষ্ট। 'আলী (রা.) তাঁর কবিতায় সূরা ইখলাসের কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করে ভাবধারার সাথে তাল রেখে নিম্নোক্ত চরণটি আবৃত্তি করেন : [১]

الله حى قديم قادر صمد + وليس يشركه فى ملكه احد

আল্লাহ চিরঞ্জীব, অনাদি, স্বনির্ভর, শক্তিমান , তাঁর রাজত্বে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

উক্ত শ্লোকটি সূরাতুল ইখলাস এর শাব্দিক ও ভাবার্থের প্রভাব বিদ্যমান। সূরাটি নিম্নরূপ :[২]

قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد. ولم يولد. ولم يكن له كفوًا احد.

---

১ মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০ ; ড. উমর ফারুক এর দীওয়ানে দ্বিতীয় ছত্রে وليس এর স্থলে فليس রয়েছে। পৃ. ৬০

২ সূরাতুল ইখলাস : ১-৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থঃ বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

২. আল্লাহ তা'আলার অবস্থান :

আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান। প্রত্যেক জন্তু ও প্রাণী আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বহির্ভূত নয়। সকলের কার্যাবলী তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি খুবই নিকটে এমনকি গ্রীবা ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। শাব্দিক প্রভাব নিম্নোক্ত চরণটিতে লক্ষ্য করা যায়। যেমন :[৩]

فادعـوا لربك انه لمن ادنـــى + يدعـوه من حبـل الوريـد

তোমার প্রভুকে ডাক, ফরিয়াদকারীর অতি নিকটেই তিনি অবস্থান করছেন এমনকি মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। আল-কুরআনের আয়াতটি নিম্নরূপ :[৪]

ولقد خلقنا الانسان ونعلـم ما توسوس به نفســه ، ونحن اقرب اليه من حبل الوريـد

আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কু-চিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।

৩. আল্লাহ তা'আলা আশ্রয়দাতা :

সকল নৈরাজ্য ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রয়োজন হয় স্থীরতা। অটল, অবিচল ও স্থিরতার স্থল হচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্য। সকল আবেদন নিবেদনের উত্তরদাতা আল্লাহ্ তা'আলা। এ সম্পর্কে চরণটি প্রণিধানযোগ্য :[৫]

يا رب ثبت قدمى وقلبى + سبحانـك اللهـم انت حسبـى

হে প্রভু! আমার হৃদয় ও পদদ্বয় স্থির রাখ ; হে রব পবিত্র সত্তা, তুমি আমার জন্য যথেষ্ট।

উক্ত চরণের ভাবটি নিম্নোক্ত আয়াত থেকে প্রকাশ পায়। যেমন :[৬]

---

৩ ড. জাবির কুমায়াহ.।, আদাবু আল-খোলাফা আল্ রাশিদীন (কায়রো : দার আল-কুতুব আল মিসরী, তা.বি), পৃ. ৩৯৬ ; ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, এর দীওয়ানে প্রথম ছত্রে শাব্দিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন: فالجأ لربـك انه ادنـــى لمن পৃ. ১৭৫।

৪ সূরা ক্বাফ : ১৬

৫ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭, ড. উমর ফারুকের দীওয়ানে প্রথম ছত্রটি নিম্নরূপ: يا رب ثبت لى قدمى وقلبى পৃ. ৩৮।

৬ সূরা বাকারাহ্ : ২৫০

Dhaka University Institutional Repository

ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكفريـن

হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের মনে ধৈর্য্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদের দৃঢ়পদ রাখ। কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

৪. আল্লাহ্ তা'আলার যৌগিক গুণবাচক নাম :

মহান আল্লাহ তা'আলার একক ও যৌগিক গুণবাচক নাম উলুমুল কুরআনের বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত। পবিত্র কুরআন শরীফেও বিভিন্ন স্থানে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন : "فالق الاصباح" প্রভাত রশ্মির উন্মেষক) এ যৌগিক শব্দটি আলী কাব্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু এর নিম্নোক্ত কবিতাটিতে ব্যবহার করেছেন। যেমন :[৭]

اصول بالله العزيز الا مجد + وفالق الاصباح رب المسجد

মহাপরাক্রান্ত মহামহিম আল্লাহ তা'আলার নামে আক্রমন করি যিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক মসজিদে হারামের মালিক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলার উল্লেখিত গুণবাচক নামটি নিম্নোক্ত আয়াতে পরিলক্ষিত হয়। যেমন:[৮]

فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا

তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন।

৫. রাসূল (স.) এর শানে দরূদ :

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে দরূদ পড়া মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব। হাদীসের ভাষ্যে জানা যায় যে, কৃপণের একটি শ্রেণী হচ্ছে- রাসূল (স.) এর নাম শ্রবণের পরও দরূদ পড়া থেকে বিরত থাকা। নিম্নোক্ত চরণে রাসূল (স.) এর শানে দরূদ পড়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যা মূলত: আল-কুরআনের আয়াতের অনুকরণ :[৯]

فصل على جدك المصطفى + وسلم عليه لطلابها

হে হুসাইন ! তোমার নানার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ কর এবং দরূদ সম্বলিত আয়াতের সন্ধানীদেরকেও সালাম পাঠাও।

---

৭ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৮ সূরা আল আন'আম : ৯৬

৯ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত দরূদ সম্বলিত আয়াত নিম্নরূপ:[১০]

ان الله وملئكته يصلون على النبى يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফিরিস্তাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দু'আ কর এবং সালাম প্রেরণ কর।

৬. **হিরা গুহায় রাত যাপন** :

নবী (স.) ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে, মদীনাকে প্রতিরক্ষার ঘাটি বানানোর কৌশল গত অবলম্বনে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে মদীনা হিজরত করেন। হিজরতের সময় 'গারে ছু.র' নামক স্থানে রাসূল (স.) ও আবূ বক্কর (রা.) আত্মগোপণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত চরণটি প্রণিধানযোগ্য :[১১]

وبات رسول الله فى الغار آمنا + موقى وفى حفظ الا له وفى ستر

রাসূল (স.) শান্তিতে গুহায় নিশিযাপন করেন। আল্লাহ্ তায়ালার হেফাযতে ও তত্ত্বাবধানে পর্দায় আড়ালে আশ্রিত হন।

উক্ত চরণের ভাবার্থটি নিম্নোক্ত আয়াত থেকে সংগৃহীত:[১২]

الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار

যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর তবে মনে রেখো আল্লাহ্ তার সাহায্য করেছিলেন, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন।

৭. **আল-কুরআন উপদেশ গ্রন্থ** :

পবিত্র আল-কুরআনুল কারীম জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য উপদেশ গ্রন্থ। গবেষক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ সকলেই হিদায়াত ও উপদেশ আহরণ করে থাকেন। নিম্নোক্ত চরণটিতেও এ বক্তব্যের সত্যায়ন পরিলক্ষিত হয় :[১৩]

ابنى ان الذكر فيه مواعظ + فمن الذى لعظاته يتأدب

ওহে বৎস ! নিশ্চয় আল-কুরআনে উপদেশ রয়েছে, সুতরাং কে আছে এ থেকে উপদেশ নিবে ?

পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ের বক্তব্য নিম্নরূপ :[১৪]

---

১০ সূরা আল আহযাব : ৫৬

১১ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

১২ সূরা আত তাওবাহ: ৪০

১৩ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০ ; ড. উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به

আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর যে কিতাব জ্ঞানের কথা তোমাদের নাযিল করা হয়েছে। যার দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দান করা হয়।

৮. আল-ফুরকান : আল-কুরআনের একটি নাম

পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে, তন্মধ্যে "আল ফুরকান" একটি প্রসিদ্ধ নাম। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য হিসেবে এ নামটি ব্যবহৃত হয়। বদরের যুদ্ধে খলীফাতুল মুসলিমীন আলী (রা.) কাফিরদের লক্ষ্য করে সত্যমিথ্যার পার্থক্যের মাপকাঠি নিরূপণে আল ফুরকানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:[১৫]

فجاء بفرقان من الله منزل + مبينة آياته لذوى العقل

সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণকারী আল ফুরকান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কিতাব যা রাসূল (স.) নিয়ে এসেছেন। বিজ্ঞজনদের জন্য এ কিতাবের আয়াতগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।

আল ফুরকানের ব্যবহার আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয়, যেমন :[১৬]

تبرك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ নাজিল করেছেন, যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হয়।

৯. মসজিদ নির্মাণের মর্যাদা :

পৃথিবীতে সর্বোত্তম স্থান হচ্ছে মসজিদ। আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের স্থল হিসেবে মসজিদের ব্যবহার। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে ধন্যব্যক্তিদের সুপ্ত কামনা-বাসনার একটি হচ্ছে মসজিদ নির্মাণ। মসজিদ নির্মাণের ছওয়াব ও পুণ্যের ধারা কিয়ামত অবধি বিদ্যমান। যারা এতে রুকু-সিজদা করে স.ওয়াব অর্জন করে তার একটি অংশ মসজিদ স্থাপনে সহযোগী ব্যক্তি কিয়ামত অবধি অব্যাহতভাবে পেতে থাকবেন। আলী (রা.) এর নিম্নোক্ত চরণটি উক্ত বক্তব্য ফুটে উঠেছে :[১৭]

لا يستوى من يعمر المساجد + يدأب فيه قائما وقاعدا

---

১৪ সূরা আল বাকারাহ : ২৩১

১৫ ইবন হিশাম, আল সীরাহ আল নবভীয়্যাহ (রিয়াদ : দার আল-মুগনা, মুআস্সাসাতু আল রায়্যান, ১৪২০/ ১৯৯৯), পৃ. ৭০০

১৬ সূরা আল-ফুরকান : ১

১৭ সীরাত ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩, ড. উমর ফারুকে.র দীওয়ানে দ্বিতীয় ছত্রের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যেমন : ومن يبيت راكعا وساجدا পৃ. ৫৯, মুফতী ইব্রাহীম এর দীওয়ান পৃ. ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

যে মসজিদ নির্মাণ করে দাড়িয়ে ও বসে সেখানে ইবাদত করে তাদের সম মর্যাদা সম্পন্ন অন্য কেউ নয়।

মসজিদ নির্মাতাদের প্রসঙ্গে আল-কুরআনের আয়াতটি নিম্নরূপ :[১৮]

انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلوة وآتى الزكوة

নি:সন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং কয়েম করে নামায ও আদায় করে যাকাত।

১০. বায়তুল 'আতীকের বর্ণনা :

বায়তুল 'আতীক তথা বায়তুল্লাহ হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘর। পবিত্র আল-কুরআনের অনুসরণে আলী (রা.) এর চরণে এ যৌগিক শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[১৯] যেমন :

وقيتُ بنفسى خير من وطئ الحصى + ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر

আমি নিজেই তাঁকে (রাসূল (স.) কে) রক্ষা করেছি যিনি ঐ সব লোকের চেয়ে উত্তম যারা পাথর কুচি করেছে। এবং যিনি বা তুল আতীক প্রদক্ষিণ করেছেন ও কালো পাথর চুমু দিয়েছেন।

নিম্নোক্ত আয়াতে বায়তুল 'আতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেমন:[২০]

لكم فيها منفع إلى اجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق

তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সমূহের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উপকার। অত:পর এগুলোকে বায়তুল 'আতীক পর্যন্ত পৌছাতে হবে।

১১. মানব সৃষ্টির মূল অভিন্ন :

আদম ও হাওয়া (আ.) থেকে মানব সৃষ্টির ক্রমাগত ধারা অব্যাহত। মূলত: তারাই হচ্ছেন মূল উৎস। পবিত্র কুরআনের ভাব্যের অনুকরণে নিম্নোক্ত চরণ :[২১]

الناس من جهة التمثال اكفاء + ابوهم آدم والام حواء

মানুষের গঠন ও আকৃতি সম সাদৃশ্য ; আদম ও হাওয়া হচ্ছেন মানবকুলের পিতামাতা।

---

১৮ সূরা তওবাহ : ১৮

১৯ ড.'উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

২০ সূরা হজ্ব : ৩৩

২১ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২, ড. উমর ফারুকে.র দীওয়ানে ১ম চরণে শাব্দিক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : الناس من جهة الاباء اكفاء . পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াতটি নিম্নরূপ :[২২]

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً.

হে মানবজাতি ! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে স্বীয় সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।

১২. নি'আমতের কৃতজ্ঞতা :

আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত বিভিন্ন নেআ'মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। এতে নি'আমত বৃদ্ধির কথা পবিত্র কুরআনে রয়েছে। উক্ত বক্তব্যটি কবিতাকারে নিম্নরূপ :[২৩]

لو شكروا النعمة زادتهم + مقالة لله قد قالها

لئن شكرتم لازيدنكم + لكنما كفرهم غالها

মানুষ যদি নি'আমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে আল্লাহ্ তাআ'লা নি'আমত বৃদ্ধি করবেন যেমনটি তিনি ইরশাদ করেছে : لئن شكرتم لأزيدنكم কিন্তু অকৃতজ্ঞ হলে হ্রাস করবেন।

পবিত্র আল-কুরআনের আয়াতটি নিম্নরূপ :[২৪]

وإذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد

যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে কঠোর।

১৩. ক.াফ ও নুন বর্ণের রহস্য :

আরবী বর্ণমালা সমূহের মধ্যে "ক.াফ ও নুন" সমন্বয়ে গঠিত শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলার মুখপাত্র। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার বহি:প্রকাশ শব্দটি "কুন" (হয়ে যাও)। নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে এর ব্যবহার চমৎকার:[২৫]

---

২২ সূরা নিসা : ১, সূরা রূম : ২১ , সূরা নজম : ৪৫

২৩ ড.'উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

২৪ সূরা ইব্রাহীম : ৭

২৫ ড. 'উমর ফারুক.. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩, মুখতার আলী ইবন মুহাম্মদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

واسترزق الله مما فى خزائنه + فانما الامر بين الكاف والنون

আল্লাহ তা'আলার নিকট খাদ্য তলব কর, তার রশদভান্ডার থেকে বিতরণ করেন, তার আদেশ তো শুধু "ক.াফ ও নূন" এর সমন্বয়ে।

"ক.াফ ও নূন" এর সমন্বয় আয়াতটি নিম্নরূপ :[২৬]

انما أمره إذا أراد شيئًا ان يقول له كن فيكون

অর্থ: তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।

১৪. "মান্না ওয়া সালওয়া" এর বর্ণনা :

বানী ইসরা'ঈল জাতিকে যেহেতু থেকে প্রাপ্ত "মান্না ওয়া সালওয়া" নামক খাদ্য পরিবেশন করা হত। ধৈর্যহীনতার ফলে খাদ্যের ম্যনু পরিবর্তনের আবদারে অভদ্র ও লাঞ্ছিত জাতিতে পরিণত হয়েছে। নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য :[২৭]

واشراف قوم ما ينالوا قوتهم + وقوما لئاماً تأكل المن والسلوى

সভ্য ভদ্র তো তারাই, যাদের নিকট খাদ্য ও জীবিকা যা আছে তা নিয়েই পরিতৃপ্ত আর অভিশপ্ত জাতি তারা যারা "মান্না ওয়া সালওয়া" খাদ্য ভক্ষণ করে।

"মান্না ওয়া সালওয়া" নামক খাদ্যের বিবরণ নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে :[২৮]

وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المنّ والسّلوى

আর আমি তোমাদের উপর ছায়াদান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি "মান্না ওয়া সালওয়া"।

১৫. হিসাব পর্যবেক্ষণ :

পৃথিবীর সকল সৃষ্টি জীবের একদিন মৃত্যু হবে এবং কৃতকর্মের জন্য হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। আল্ কুরআনের আলোকে নিম্নোক্ত চরণটিতে এ বিষয়টি শোভা পাচ্ছে :[২৯]

واخش مناقشة الحساب فانه + لابد يحصى ما جنيت ويكتبُ

---

২৬ সূরা ইয়াসীন : ৮২

২৭ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১. মুখতার আলী ইবন মুহাম্মদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

২৮ সূরা বাকারাহ: ৫৭

২৯ ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩. ড. জাবির কুমায়হা, আদাবু আল-খোলাফা আল রাশিদীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৬

Dhaka University Institutional Repository

হিসাব নিকাশের ব্যাপারে সচেতন হও, ভীত সন্ত্রস্ত থাক, কেননা তোমার কর্মকান্ডগুলো অবশ্যই লিপিবদ্ধ হচ্ছে এবং গণনা করা হবে।

হিসাব সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রযোজ্য :[৩০]

اقـرأ كتابـك كفـى بنفسـك اليوم عليك حسيبا

অর্থ: পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট।

১৬. রিয্ক. বিতরণ :

খাদ্য আল্লাহ তা'আলার দান। এতে মানুষের হাত নেই। রিয্ক. বিতরণের তালিকায় যেরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে সে মোতাবিক বিতরণ করা হবে। কাউকে কম-বেশী দেয়া হবে না যদিও তা বহু দূর থাকে। রিয্ক. প্রসংগে আল-কুরআনের আয়াত সমূহের প্রভাবটি ইমাম 'আলী (রা.) এর নিম্নোক্ত চরণটিতে লক্ষ্য করা যায় :[৩১]

فليرجعن اليك رزقـك كلـه + لو كان ابعد من مقام الكوكب

তোমার সমুদয় রিযিক অবশ্যই তুমি ফিরে পাবে যদি নক্ষত্রের কক্ষপথ বা এর চেয়েও দূরে থাকে।

মূলত: উক্ত চরণটি নিম্নোক্ত আয়াতটির চাহিদা বহন করে :[৩২]

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم واياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।

১৭. মানুষ সৃষ্টির উপাদান :

মানুষের সৃষ্টির উপাদান মাটি। উচু-নীচু সকল শ্রেণীর সৃষ্টি এ মৃত্তিকা থেকেই। প্রত্যাবর্তন স্থল হচ্ছে সৃষ্টির জন্মের অনুরূপ। আল-কুরআনের এ সত্য ও সমুজ্জ্বল বক্তব্যটি নিম্নের কবিতাতে প্রকাশ পায়:[৩৩]

نحن بنو الأرض وسكانها + منها خلقنا واليها نعودُ

والسعد لا يبقى لاصحابه + والنحسُ تمحوه ليالى السعود

---

৩০ সূরা বানী ইসরা'ঈল : ১৪

৩১ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩ : মুফতী ইব্রাহীম, পৃ. ৭৯

৩২ সূরা বানী ইসরা'ঈল : ৩১, সূরা ইউনুস: ৫৯, সূরা আল ফজর : ১৬।

৩৩ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

আমরা মাটির সন্তান, মাটির অধিবাসী, মাটি থেকেই আমাদের সৃষ্টি এবং সেদিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সৌভাগ্য তার সঙ্গীদের জন্য স্থায়ীত্ব থাকে না, আর কুলক্ষণ সৌভাগ্যের রাত্রিকে নস্যাৎ করে দেয়।

পবিত্র আল-কুরআনেও উক্ত শ্লোক দু'টির অর্থ বহন করে। আয়াতটি নিম্নরূপ :[৩৪]

يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقنكم من تراب

হে লোকসকল ! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিহান হও, তবে (তবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি।

১৮. কিছুক্ষণ :

মানুষের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসা এবং কিছুদিন অস্তিত্বকালীন সময়ে অবস্থানের পর আবার অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া প্রভৃতি চক্রের আলোকপাত নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বিদ্যমান, যা মূলত: আল-কুরআনের আয়াতের ইঙ্গিত বহন করে। শ্লোকটি নিম্নরূপ :[৩৫]

قد كنت ميتا فصرتَ حيا + وعن قليل تصير ميتًا

تبنى بدار الفناء بيتا + فابن لدار البقاء بيتًا

তুমি তো মৃত ছিলে কিছুক্ষণের জন্য জীবিত হলে আবার পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ মৃত্যুতে পরিণত হবে। তুমি নশ্বর জগতে ঘর বানিয়েছ: অতএব পরকালীন জীবনের জন্য ঘর তৈরী কর। কুরআনের আয়াতটি নিম্নরূপ :[৩৬]

كيف تكفرون بالله وكنتم امواتًا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون

তোমরা কেমন করে আল্লাহকে অস্বীকার করছ অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অত:পর তিনি তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যুদান করবেন। পুণরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অত:পর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।

---

৩৪ সূরা হজ্ব : ৫

৩৫ ড. 'উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯ ; মুফতী ইব্রাহীম এর দীওয়ানে উক্ত শ্লোকের ২য় লাইনের প্রথম ছত্রটির শাব্দিক পরিবর্তন রয়েছে। যেমন : عز بدار الفناء بيتُ পৃ. ১৬৮

৩৬ সূরা আল-বাকারাহ : ২৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯. যাদুর ফুৎকার :

পবিত্র আল-কুরআনে (نفث) শব্দের অর্থ করা হয় ফুৎকার। এর অনুসরণে নিম্নোক্ত চরণটি খুবই নিকটতম :[৩৭]

هى دنيا كحية تنفث السم + وان كانت المجسة لانت

كم امور لقد تشددت فيها + ثم هو نتها على فهانت

দুনিয়াটা সাপের মত বিষ ছুঁড়ে যদিও তার দেহখানা খুব নরম তুলতুলে। অনেক কাজেই কঠোরতা দেখিয়েছি অত:পর আমার নিকট তাকে হাল্কা করে নিয়েছি ফলে হাল্কা হয়ে গেছে।

আল-কুরআনে উল্লেখিত শব্দের ব্যবহার নিম্নরূপ :[৩৮]

ومن شر النفاثات فى العقد

গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

২০. মাকড়সার বর্ণনা :

পৃথিবী নশ্বর, ধ্বংসশীল, চিরস্থায়ী নয়। উক্ত বক্তব্যটিকে "আল-আনকাবুত" তথা মাকড়সার বুননের সাথে পবিত্র কুরআনে তুলনা করা হয়েছে। আল কুরআনের অনুকরণে ইমাম আলী (রা.) এর বয়াত নিম্নরূপ :[৩৯]

انما الدنيا فناء + ليس للدنيا ثبوت

انما الدنيا كبيت + نسجته العنكبوت

দুনিয়াটা অবশ্যই ধ্বংসশীল ; কোন স্থায়িত্ব নেই। দুনিয়াটা যেন মাকড়সার ঘরের বুননের মত। উক্ত "আল্ আনকাবুতের" ব্যবহার আল কুরআনে নিম্নরূপ :[৪০]

وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت، لو كانوا يعلمون

আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দূর্বল, যদি তারা জানত।

---

৩৭ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১, মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৩৮ সূরা আল ফালাক. : ৪

৩৯ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৪০ সূরা আল-'আনকাবুত : ৪১

Dhaka University Institutional Repository

২১. আবু লাহাবের ধ্বংস প্রসংগে :

রাসূল (স.) এর চাচা আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামীল সাখয়া অমানষিক নির্যাতনের ফলে তৎসনামূলক একটি সূরা তাদের ধ্বংস প্রসংগে নাজিল হয়। নিম্নোক্ত শ্লোকটিও উক্ত আয়াতের ভাব প্রকাশক:[৪১]

ابا لهب تبت يداك ابا لهب + وتبت يداها تلك حما لة الحطب

আবু লাহাব ! হস্তদ্বয় তোমার ধ্বংস হউক, এবং কাষ্ঠ বহনকারীণীর হাত যোগল ধ্বংস হউক।

উক্ত বিষয়ের আয়াতটি নিম্নরূপ :[৪২]

تبت يدا أبى لهب وتب

আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজে।

২২. দুনিয়া : লোভাতুর

দুনিয়া লোভের বস্তু, একথাটি পবিত্র আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। এ বিষয়টিকে (حرص) শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে। পবিত্র আল-কুরআনের অনুকরণে নিম্নোক্ত চরণটি উল্লেখ করার মত। যেমন:[৪৩]

للناس حرص على الدنيا بتدبير + وصفوها لك ممزوج بتكدير

বিভিন্ন কলা-কৌশল ও চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া পেতে চায় অথচ তোমার পরিচ্ছন্ন পোষাক ও দুনিয়ার সাথে মিশে ময়লায় কদার্য হয়ে যায়।

উক্ত শ্লোকে حرص এর ব্যবহারের সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখযোগ্য :[৪৪]

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

তোমরা কখনও নারীদেরকে ভারসাম্য পদ্ধতিতে রাখতে পারবে না যদিও এর আকাংখী হও।

---

৪১ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০, উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ছত্রে تبت يداها (ها) সর্বনাম ব্যবহার করে আবু লাহাবের স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু মুফতী ইব্রাহীমের দীওয়ানে সর্বনামের পরিবর্তে মূল নাম ব্যবহার করেছে। যেমন : وصخرة بنت الحرب حما لة الحطب পৃ. ১২৯।

৪২ সূরা লাহাব : ১

৪৩ 'আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬, ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১ : মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

৪৪ সূরা নিসা : ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

২৩. সংশ্রবের প্রতিক্রিয়া :

প্রবাদ হিসেবে কম বেশী সব ভাষাতেই এ কথাটি রেওয়াজ হিসেবে প্রচলিত "সৎসংগ সর্গবাস, অসৎ সংগ সর্বনাশ"। সংশ্রবের ফলে মানুষের উন্নতি যেমন হতে পারে তদ্রূপ অবনতি অনিবার্য। নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য :[৪৫]

فكم من جاهل اردى + حليما حيـن اخـاه

অনেক মূর্খ ব্যক্তির সংশ্রবে জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ধ্বংসযজ্ঞের লীলাভূমিতে পরিণত করে ফেলেছে।

উক্ত শ্লোকের প্রথম ছত্রে (اردى) শব্দটি 'ধ্বংস' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র আল-কুরআনে উক্ত শব্দটি নিম্নোক্ত আয়াতে 'ধ্বংস' এর অর্থ প্রকাশ করেছে। যেমন :[৪৬]

قال تالله ان كدت لتردين

(জান্নাতি ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের পর স্বীয় বন্ধুর সাক্ষাতের জন্য আল্লাহর অনুমতিক্রমে জাহান্নামে উঁকি দিয়ে বলবে :)

"আল্লাহর কসম ! তুমি তো প্রায় আমাকে ধবংশের দিকে ঠেলে দিয়েছিলে ? উক্ত আয়াতে لتردين শব্দটি (اردى) থেকে এসেছে যার অর্থ প্রকাশ করেছে- 'ধ্বংশ'।

২৪. ধ্বংসযজ্ঞের আলোচনা :

ইসলাম বিদ্বেষী মক্কার নেতৃস্থানীয় কাফির আবু জাহিল, উতবা, শায়বা প্রমুখ কাফেরদের পতনের উল্লেখ করে 'আলী (রা.) বলেন-[৪৭]

فبار ابـو حكـم فى الوغـى + هنـاك واسرتـه الارذلـون

(আবুল হিকাম) আবু জাহিল ও তার পরিবারের সহচরবৃন্দ পথ ভ্রষ্টতার অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়েছে। পবিত্র আল-কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে :[৪৮]

---

৪৫ 'আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) তারীখু আল-খোলাফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬; ড. উমর ফারুখ., প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৮

৪৬ সূরা আস্ সাফ্ফাত : ৫৬

৪৭ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবিল খাত্তাব আল কুরাশী, জামহারাতু আশ্ আরিল 'আরব, (লেবানন: দার আল-কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১২/ ১৯৯২), পৃ. ৩৬।

৪৮ সূরা ইব্রাহীম : ২৮

Dhaka University Institutional Repository

الم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفروا واحلوا قومهم دار البوار

তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা আল্লাহর নি'আমত কুফুরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে ধ্বংশের সম্মুখীন করেছে ?

উল্লেখিত শ্লোকে ব্যবহৃত (فبار) শব্দটি পবিত্র আল-কুরআনে ব্যবহৃত (البوار) শব্দের অনুকরণে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে : 'ধ্বংশ'।

২৫. <u>মৃত্যু হতে পলায়ন</u> :

মৃত্যু হতে পলায়ন সম্ভব নয়। মৃত্যু সম্পর্কীয় বর্ণনা নিম্নোক্ত শ্লোকটি মূলত: পবিত্র কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াতের প্রভাবযুক্ত। শ্লোকটি নিম্নরূপ :[৪৯]

اَیَّ یومَیَّ من الموت افر + یوم لا یقدر او یوم قدر

দু'দিনের কোন দিন মৃত্যু হতে করি পলায়ন
যে দিন বরাদ্দনেই কিংবা তা বরাদ্দ যখন।

উক্ত বিষয়ে আল-কুরআনের আয়াতগুলি নিম্নরূপ :[৫০]

قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلاً

বলুন, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তোমাদেরকে সামান্য মাত্র ভোগ করতে দেয়া হবে।

২৬. <u>বন্ধুর সাথে সৎব্যবহার</u> :

বন্ধু-বান্ধব সব বয়সীদের সাথে সৎব্যবহার করতে হবে। হৃদ্যতার প্রবৃদ্ধি ঘটাতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত চরণটি উল্লেখযোগ্য :[৫১]

واخفض جناحك للصديق وكن له + كاب على اولاده يتحدب

তোমাদের বন্ধুদের জন্য হৃদয়ের ডানা মেলে দাও, যেরূপ মাতা-পিতা স্বীয় সন্তানদের জন্য মায়া মমতার ডানা উজাড় করে দেয়।

---

৪৯ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮; মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

৫০ সূরা আল আহযাব : ১৬

৫১ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক, পৃ. ১৭১; মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত শ্লোকে "واخفض جناحك" (ডানা উজাড় করে দাও) বাক্যটি পবিত্র আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের অনুসরণে নেয়া হয়েছে। যেমন : [৫২]

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين

আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্য স্বীয় মায়া-মমতার ডানা উজাড় করে দিন।

২৭. দু:খ কষ্টের সাথে সুখ-স্বাচ্ছন্দ জড়িত :

সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে দু:খ-কষ্ট সমান্তরালে চলতে থাকে। উক্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যটি নিম্নোক্ত শ্লোকে ফুটে উঠেছে :[৫৩]

اصبر قليلا فبعد العسر تيسير + وكل امر له وقت وتدبير

স্বল্প সময় ধৈর্য্য ধর, কষ্টের পরই আসবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। প্রত্যেক কাজের জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময় ও কর্ম পদ্ধতি।

উক্ত শ্লোকের যথাযথ শব্দাবলী নিম্নোক্ত আয়াত থেকে গৃহীত হয় :[৫৪]

فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا

নিশ্চয় কষ্টের সাথে শান্তি রয়েছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে।

২৮. অপচয় রোধ প্রসংগ :

অপচয় এর আরবী শব্দ হচ্ছে (التبذير) অপচয়ের আলোচনা আল-কুরআন, আল-হাদীসসহ বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। পবিত্র আল-কুরআনের অনুকরণে নিম্নোক্ত শ্লোকে এ শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে:[৫৫]

جاهد على طلب الحلال ولا تكن + تغذوه بالاسراف والتبذار

বৈধ জীবিকা অর্জনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও, অপচয় ও অপব্যয়ের মাধ্যমে তা আহরণ ও ভক্ষণ করোনা।

এ শব্দটির ব্যবহার পবিত্র আল-কুরআনে নিম্নরূপ:[৫৬]

---

৫২ সূরা আশ্ শো'আরা : ২১৫

৫৩ ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪ ; মুফতী ইব্রাহীম, পৃ. ২৪৩

৫৪ সূরা আল্ ইনশিরাহ, : ৫-৬

৫৫ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

৫৬ সূরা আল ইসরা : ২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

ولا تبذر تبذيرا إن المبذريـن كانوا اخوان الشيطيـن

কিছুতেই অপব্যয় করো না, নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই।

২৯. <u>গুনাহ্ ক্ষমা প্রসংগ</u> :

গুনাহ থেকে ক্ষমার পদ্ধতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বাতলিয়ে দিয়েছেন। আল-কুরআনের অনুকরণে নিম্নোক্ত শ্লোকটি এ বিবরটি ফুটে উঠেছে :[৫৭]

فان عذبتنـى فالذنـب منـى + وان تغفـر فانت بـه جديـر

তুমি যদি শাস্তি দাও তাহলে দিতে পার, কারণ অন্যায় আমার পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যদি তুমি ক্ষমা কর তাহলে তুমি এর উপযুক্ত।

উক্ত বিষয়ের আলোচনা নিম্নের আয়াতে :[৫৮]

ان تعذبهـم فانهـم عبادك وان تغفرلهـم فانـك انـت العزيز الحكيـم

যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও তারা তো তোমার বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করে দাও (দিতে পার) নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রান্ত মহাবিজ্ঞ।

৩০. <u>মৃত্যুর সব পথ চেনা</u> :

মৃত্যুর জন্য কোন অপ্রতিরোধ্য ব্যবস্থা নেই। সকল পথ তার জন্য উন্মোক্ত। মানুষের নির্মিত গোপন কুঠিরে প্রবেশে বাধা নেই। এ সত্য বক্তব্যটি পবিত্র আল-কুরআনের আয়াত থেকেই মূলত: অনুসরণ করা হয়েছে। শ্লোকটি নিম্নরূপ:[৫৯]

واعلم بأن سـهـام الموت نافـذة + من كـل مـدرع ومتـرس

জেনে রাখ মৃত্যুর বর্শা কার্যকর হবেই, ঢাল ও বর্ম ভেদ করে প্রবেশ করবেই।

পবিত্র আল-কুরআনের আয়াতটি নিম্নরূপ :[৬০]

اين ما تكونوا يدركـكم الموت ولو كنتم فى بروج مشيّـدة

তোমরা যেখানেই থাক না কেন ; মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরেও অবস্থান কর তবুও।

---

৫৭ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

৫৮ সূরা আল মায়িদাহ : ১১৮

৫৯ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৬০ সূরা নিসা : ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

'আলী (রা.)-এর কাব্যে আল্-হাদীসের প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

'আলী (রা.)-এর কাব্যে আল্-হাদীসের প্রভাব

প্রামাণ্য ও আইন ক.ানুনের উৎস হিসেবে ইসলাম ধর্মে ৪ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। যথা: আল- কুরআন, আল-হাদীস, ইজমা' ও কিয়াস। মুসলিম সমাজে প্রত্যেকটির গুরুত্ব অপরিসীম। স্ব স্ব স্থানে প্রত্যেকটি অনুমোদনযোগ্য ও অনুসরণীয়। উক্ত প্রামাণ্য বিষয়গুলোর শিক্ষা, ভাবধারা ও বিষয়বস্তু বিভিন্ন যুগের খ্যাতনামা কবিদের কাব্যে টেনে এনে মূলত: উপস্থাপিত কবিতার মান বর্ধিত সহ সৌন্দর্যমন্ডিত করার চেষ্টা করেছেন। ইতিপূর্বে 'আলী (রা.) এর কাব্যে আল-কুরআনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত অধ্যায়ে আল-হাদীসের প্রভাব তাঁর কবিতায় কতটুকু রয়েছে তা উদ্‌ঘাটন করাই মূলত: উদ্দেশ্য। 'আলী (রা.) এর কবিতায় আল-হাদীসে বর্ণিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা গুলোর প্রভাব রয়েছে। যেমন: রাসূল (স.) এর উক্তির কিয়দাংশ হুবহু 'আলী (রা.) এর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বা আল-হাদীসে ব্যবহৃত শব্দটির মূলধাতু তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। এমনও লক্ষ্য করা যায় যে, আল-হাদীসের শব্দটির রূপান্তরিত ক্রিয়াপদ তাঁর কবিতায় বিদ্যমান কিংবা আল-হাদীসের বিষয়বস্তুটি কবিতায় বিদ্যমান, কতকস্থানে একই শ্লোকে আল-হাদীসের বিভিন্ন বিষয়গুলো একসাথে গাঁথা। আল-হাদীস এবং 'আলী (রা.) থেকে প্রাপ্ত কবিতার বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে ছোট ছোট শিরোনামসহ আল্-হাদীসের প্রভাব তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত বক্তব্যগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১. আমানত :

মানুষের ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এমনকি ইজ্জত আবরু ও সম্মানযোগ্য বস্তু। এর রক্ষণাবেক্ষণ প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুসমের ব্যাত্যায় ঘটাই হচ্ছে খিয়ানত। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :[১]

اَدّ الامانة والخيانة فاجتنب + واعدل ولا تظلم يطيب المكسب

আমানত সঠিকভাবে আদায় কর আর খিয়ানত থেকে বেঁচে থাক : ন্যায়নীতির অনুসরণ কর তাহলে উপার্জনের উৎস উন্নত হবে।

মূলত: উক্ত কবিতাটি হাদীসের ভাবার্থের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। হাদীসটি নিম্নরূপ :[২]

عن ابى هريرة رضـ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آية المنافق ثلاث : اذا حدث كـذب واذا وعـد اخـلف واذا اؤتمـن خان.

---

১ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

২ বুখারী ১ম খন্ড, পৃ. ১০, মুসলিম ১ম খন্ড, পৃ. ৫৬ তিরমিযী ২য় খন্ড, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যা ওয়াদা-চুক্তি করবে তার বিপরীত কাজ করবে এবং কোন কিছুর আমানত রাখলে খিয়ানত করবে।

২. <u>কবরবাসীদের প্রতি সালাম</u> :

জীবিত মানুষ চাই মুসলিম কিংবা অমুসলিম হোক, পুরুষ কিংবা শর্তসাপেক্ষে নারী, সর্বক্ষেত্রে যেরূপ অভিবাদন বা সালামের পদ্ধতি চালু দুনিয়াতে রয়েছে তদ্রূপ মৃতব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেও সালামের বিধান প্রণিধানযোগ্য। আল-হাদীসের শব্দগত প্রভাবই নিম্নোক্ত শ্লোকটি এ বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলে। শ্লোকটি নিম্নরূপ :[৩]

سلام على أهل القبور الدوارس + كأنهم لم يجلسوا فى المجالس

যুগ যুগ ধরে পড়ে থাকা চিহ্নবিহীন কবরবাসীদের প্রতি সালাম, যেন তারা কোন সভায় কখনও বসেনি। এ বিষয়ে হাদীসটি নিম্নরূপ :[৪]

عن ابن عباس رض قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم اهل القبور.

ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) মদীনার কবরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি কবরবাসীদের সম্মুখে এসে তাদেরকে এ বলে সালাম দিলেন- "আসসালামু আলাইকুম আহলাল কুবুর।"

৩. <u>গর্ব-অহংকার প্রসংগে</u> :

মানুষ মানুষের মাঝে গর্ববোধ করার কোন কারণ নেই, কারণ সৃষ্টিগত দিক থেকে সকলেই এক সূত্রে গাঁথা। এ প্রসংগে শ্লোকটি নিম্নরূপ :[৫]

ايها الفاخر جهلا بالنسب + انما الناس لام ولاب

অজ্ঞতাবশত: বংশীয় সম্পর্কের কারণে ওহে অহংকারী ! সকল মানুষের তো উৎসস্থল একই পিতা-মাতা।

উক্ত বিষয়ের হাদীসটি নিম্নরূপ :[৬]

---

৩ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩ ; মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

৪ আল জামি' আত্ তিরমিযী ১ খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৫ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৬ আলজামি আস সহীহ আল মুসলিম, ২ খ. পৃ. ৩৫৮ ; আবু দাউদ, ২ খ. পৃ. ৬৭১

Dhaka University Institutional Repository

عن عياض بن حمار رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اوحى إلىّ ان تواضعوا حتى لا يبغى احد على احد ولا يفخر احد على احد.

'ইয়াদ. ইবন হি.মার (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (স.) ফরমায়েছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এ বিষয়ে অহী নাজিল করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, যাতে তোমাদের কেউ কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করতে না পারে এবং কেউ কারো কাছে গর্ব করতে না পারে।

৪. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার :

আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহকাম পালন তথা আনুগত্যের পরই মাতা-পিতার কথা মান্য করা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত শ্লোকটি এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে। যথা:[৭]

عليك ببر الوالدين كليهما + وبر ذوى القربى وبر الاباعد

মাতা-পিতা উভয়ের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তদ্রূপ নিকটাত্মীয় ও দূরাত্মীয় সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

উক্ত বিষয় সম্পর্কে আল-হাদীসের বক্তব্য নিম্নরূপ :[৮]

عن ابى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رض قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم اى العمل احب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اىّ قال : بر الوالدين.

আবু 'আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করলাম কোন আমলটি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ? তিনি উত্তর দিলেন সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোন আমল ? তিনি উত্তর দিলেন : মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

৫. তওবা :

অন্যায়ের প্রতিকার হচ্ছে অনুসূচনা, আর আরবীতে অনুসূচনার অর্থ হচ্ছে তওবা। এ প্রসংগে শ্লোক নিম্নরূপ :[৯]

فرض على الناس ان يتوبوا + لكن ترك الذنوب اوجَبُ

---

৭ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৮ বুখারী, ১ খ. পৃ. ৭৬; মুসলিম ১ খ. পৃ. ৬২

৯ ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১ ; মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

সব মানুষের তওবা করা উচিৎ, আর তওবা করার পূর্বে গুনাহ্ পরিত্যাগ করা আরও প্রয়োজন। তওবা প্রসংগে হাদীসটি নিম্নরূপ :[১০]

قال أبو هريرة رضـ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله انى لاستغفــر الله واتــوب اليـه فى اليـوم اكثـر من سبعيـن مرة.

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি- আমি আল্লাহ্র নিকট দৈনিক সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করে থাকি।

৬. <u>সৌন্দর্য প্রসংগে</u> :

'সুন্দর' শব্দটির চাহিদা সর্বক্ষেত্রেই। ইহকালীন ও পরকালীন তথা ইবাদত মো'আমালা, মো'আশারা প্রভৃতি সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এমনকি মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামিনের নিকটও পছন্দনীয়। হাদীসের শব্দগত প্রভাবটি নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে প্রকাশ পেয়েছে। যথা :[১১]

ليس الجمال باثـواب تزينهـا + ان الجمال جمال العلـم والادب

পরিধেয় নতুন বস্ত্রাদিতে সৌন্দর্য লাভ করা যায় না বরং প্রকৃত সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় জ্ঞান ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে।

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য :[১২]

عن ابن مسعـود رض عـن النبى صلى الله عليه وسـلم قال: لا يدخـل الجنــة مـن كـان فـى قلبـه مثقالُ ذرة من كبـر، فقال رجلٌ : ان الرجل يحب ان يكـون ثوبـه حسن ونعلـه حسـنة فقـال: ان الله جميـل يحب الجمال.

ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, যার হৃদয়ে অনুপরিমাণ অহংকার আছে সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি আরজ করল মানুষ তার জামা-কাপড়, জুতা ইত্যাদি সুন্দর হওয়া পছন্দ করে। তিনি বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ্ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।

---

১০ বুখারী শরীফ, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত, প্রাগুক্ত, ২ খ, পৃ. ৯৩৩

১১ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮; ড. 'উমর ফারুক্যে.র দীওয়ানে উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় ছত্রটির শাব্দিক পরিবর্তন নিম্নরূপ : ان الجمـال جمال العقـل والأدب পৃ. ৩৪

১২ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫, রিয়াদুস সালিহীন, ৪খণ্ড, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

৭. নীরবতা উত্তম :

মানুষের বাক সঞ্চালনে ভুল ভ্রান্তি এবং সত্য পথ থেকে পদচ্যুতি ও পদস্খলন হওয়া নৈমিত্তিক ব্যাপার। সুতরাং বাকশক্তির সীমাবদ্ধতা মানুষকে স্বর্ণ শিখরে আরোহন করতে সক্ষম। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত কবিতাটিতে হাদীসের যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে :[১৩]

واحفظ لسانك واحترز من لفظه + فالمرء يسلم باللسان ويعطب

তোমার রসণার সংরক্ষণ কর এবং শব্দের ছড়াছড়ি থেকে পরিহার কর। কারণ, মানুষের রসণার মাধ্যমে নিরাপদ বা পতন হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য :[১৪]

عن ابى موسى رض قال : قلت يا رسول الله اى المسلمين افضل ؟ قال من سلم المسلمونَ من لسانه ويده.

আবু মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত, আমি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম ? তিনি জবাব দিলেন যার রসনা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে সে-ই সর্বোত্তম মুসলমান।

৮. মেহমানের সম্মান :

মেহমানদের সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন নবী-রাসূলদের সুন্নত। যুগ যুগ ধরে সুন্নতের এ ধারা অব্যাহত। হাদীসের শাব্দিক প্রভাবটি নিম্নোক্ত পংক্তিতে মানানসই হয়েছে :[১৫]

والضيف اكرم ما استطعت جواره + حتى يعدك وارثا يتنسب

মেহমানকে সম্মান কর যতক্ষণ তুমি তার সাহচর্যে থাকবে। সে যেন তোমাকে এভাবে মূল্যায়ন করে যে, এটা বংশের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে চলছে।

উক্ত বিষয়ের হাদীসটি নিরূপ :[১৬]

عن ابى شريح خويلد بن عمرو الخزاعى رض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته.

---

১৩ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

১৪ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ৬ ; মুসলিম ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮

১৫ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১ নুফতী ইব্রাহীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

১৬ মুসলিম ১ম খন্ড, পৃ. ৫০ রিয়াদুস সালিহীন ২য় খন্ড, পৃ. ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবু শুরায়হ্, খুওয়ালিদ ইবন 'আমর আল খুযা'ঈ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল (স.) কে এ কথা বলতে শুনেছি- যে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার মেহমানকে সাদর আপ্যায়ন সহ হক আদায় করে।

৯. অপকর্ম :

অপকর্মরত ব্যক্তি সবার চোখেই ঘৃণার পাত্র। সচেতন নাগরিকদের কর্তব্য হচ্ছে তাকে সংশোধনের সকল উপায় ও পথ বাতলাতে হবে। শক্তি ও সাহসের মাত্রা হ্রাস হলে সংশোধনের মাত্রাও কমাতে হবে। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :[১৭]

لما رأيت الامر امرا منكـرا + او قدْتُ نارًا ودعوت قـنبرا

যখন আমি ব্যাপারটি ঘৃণ্য ও ভয়ানক দেখলাম তখন আমি আগুন জ্বালিয়ে খাদেম কাম্বরকে ডাকলাম। উক্ত কবিতায় 'আলী (রা.) এর সমর্থকদের কতিপয় লোক তাঁকে ইলাহ্ হিসেবে নির্ধারণ করায় তিনি এহেন ঘৃণ্য অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ এ বিধান জারী করলেন।

উক্ত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট হাদীসটি নিম্নরূপ :[১৮]

عن ابى سعيد الخدرى رض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان.

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কেউ অপকর্ম হতে দেখলে সে যেন হাত দিয়ে বন্ধ করে দেয়, এ ক্ষমতা না থাকলে মুখ দিয়ে বন্ধ করে দেয় আর এ ক্ষমতাও না থাকলে অন্তর দ্বারা বন্ধ করার পরিকল্পনা করবে। আর এটা অত্যন্ত দুর্বল ঈমান।

১০. ধৈর্য্য :

ধৈর্য্য মহৎ গুণ। ধৈর্য্যের মাধ্যমে নিম্নস্তরের মানুষ ভাগ্যবান হিসেবে পরিগণিত হয়। আর উচ্চস্তরের মানুষ ধৈর্যহারার মাধ্যমে ভাগ্যহারা হিসেবে বিবেচিত হয়। ধৈর্য প্রসংগে শ্লোকটি নিম্নরূপ:[১৯]

الصبر مفتاح ما يُرَجّى + وكل خير بـه يكونُ

---

১৭ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০; ড. 'উমর ফারুক, দীওয়ানে দ্বিতীয় ছত্রে শাব্দিক পরিবর্তন সহ নিম্নরূপ:

اججت نارى ودعـوت قـنبـرا ، পৃ. ১৮৫

১৮ মুসলিম ১ম খন্ড, পৃ. ৫১ ; রিয়াদুস-সালিহীন, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪০

১৯ মুখতার 'আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

فاصبر وان طالت الليالى + فربما طاوع الحزونُ

কাংখিত বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণই উত্তম ও চাবি সদৃশ। যার মাধ্যমে প্রতিটি কল্যাণ লাভ করা যায়। সুতরাং ধৈর্য্য ধর যদিও রজনী প্রবলম্বিত হয়। অনেক সময় দু:খ-কষ্টও আদেশ পালনের দিকে ধাবিত করে।

উক্ত প্রতাবাম্বিত বিষয়ের হাদীসের বক্তব্যটি নিম্নরূপ :[২০]

عن أنس رض قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى قال اذا ابتليتُ عبدى بحبيبتيه فصبر عوّضته منهما الجنة.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- আমি যখন আমার বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে পরীক্ষা করি আর সে তাতে ধৈর্য্য ধারণ করে তখন আমি তাকে তার বদলে জান্নাত দান করি।

১১. প্রতিবেশীদের সাথে ব্যবহার :

পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাগিদ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যেরূপ রয়েছে হাদীসেও এর প্রমাণ মিলে। নিম্নোক্ত শ্লোকটি মূলত: হাদীসেরই প্রভাব :[২১]

واخفض جناحك للاقارب كلهم + بتذلل واصفح لهم ان اذنبوا

সকল আত্মীয়-স্বজনদের জন্য কোমল হৃদয় ও অনুগত হও ; যদি অন্যায় করে ফেলে তাহলে উদার হও।

উক্ত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট হাদীসটি হচ্ছে :[২২]

عن بن عمر و عائشة رض قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبرئيل يوصينى بالجارحتى ظننت انه سيورثه.

ইবন উমর ও আইশা (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন- রাসূল (স.) বলেছেন- জিব্রাইল (আ.) এসে আমাকে প্রতিবেশীদের ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকলেন। এমনকি আমার মনে হল, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।

---

২০ বুখারী, كتاب الطب والمرضى ২ খ. পৃ. ৮৪৪

২১ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪ ; মুফতী ইব্রাহীমের দীওয়ানে উক্ত শ্লোকটি নিম্নরূপ :

كاب على اولاده يتحدب + واخفض جناحك للصديق إن له পৃ. ৫৬

২২ তিরমিযী ২য় খন্ড, পৃ. ১৬, রিয়াদুস সালিহীন, ১ম খন্ড, পৃ. ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

১২. সংশ্রব :

সঙ্গ বা সংশ্রব হচ্ছে মানুষের মাপকাঠি। ভাল-মন্দ নির্ণয়ের প্রাথমিক নিদর্শন হচ্ছে সংশ্রব। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কবিতাটি মূলত: আল-হাদীসের ভাবার্থের প্রভাব ব্যক্ত করে কবিতাটি নিম্নরূপ :[২৩]

واختر قرينك واصطفيه تفاخرا + ان القرين إلى المقارن ينسب

উত্তম সঙ্গী নির্বাচন কর এবং এতেই গর্ববোধ কর, নিশ্চয় বন্ধু-বান্ধব পদমর্যাদার অনেক উচ্চাসনে সমাসীন করে থাকে।

সংশ্রব প্রসঙ্গে হাদীসটি নিম্নরূপ :[২৪]

عن عبد الله بن عمر رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه.

আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (স.) ইরশাদ করেন : বন্ধুদের মাঝে আল্লাহর নিকট উত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার সঙ্গীর কল্যাণকামী।

১৩. তাক্ওয়া :

তাক্ওয়া একটি মহৎ গুণ। এ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি সকলের নিকট সম্মানের পাত্র, এমনকি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমাদৃত বান্দা হিসেবে বিবেচিত। নিম্নোক্ত শ্লোকটি এ বিষয়টির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে :[২৫]

فعليك تقوى الله فالزمها تفز + ان التقى هو البهى الاهيبُ

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাক্ওয়ার সু-সম্পর্ক বজায় রাখ তাহলে বিজয় ও সফলতা অবিচ্ছেদ্যভাবে পাবে। নিশ্চয় তাকওয়া হচ্ছে উজ্জ্বলতম সরঞ্জাম।

নিম্নোক্ত হাদীসটির প্রভাবটি উপরোক্ত শ্লোকটিতে পরিলক্ষিত হয়। হাদীসটি নিম্নরূপ :[২৬]

عن ابن مسعود رض ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول : اللهم انى اسئلك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী (স.) বলেছেন : হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট হিদায়াত, তাক্ওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা কামনা করি।

---

২৩ ড. 'উমর ফারুক., পৃ. ১৭৪

২৪ তিরমিযী ২য় খন্ড, পৃ. ৬১ ; রিয়াদুস সালিহীন, ১ম খন্ড, পৃ. ২১৩

২৫ ড. 'উমর ফারুক., পৃ. ১৭৩

২৬ মুসলিম, ২ খ. পৃ. ৩৫০ ; রিয়াদুস সালিহীন, ১ম খন্ড, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা :

কাজে কর্মে ইহকালে-পরকালে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণ ভরসা করা মুমিনের উচিত। উক্ত বিষয়টি মানুষের চলার প্রধান পাথেয়। নিম্নোক্ত শ্লোকটি খুবই গ্রহণীয়। যথা :[২৭]

فليرجعن اليك رزقك كله + لو كان ابعد من مقام الكوكب

(তুমি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা কর) তোমার সমুদয় রিযিক অবশ্যই আসবে যদিও তা নক্ষত্র এর দেশ থেকেও বহু দূরে হয়।

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আল-হাদীসটি অনুকরণীয় :[২৮]

عن عمر بن الخطاب رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو انكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا.

উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি- যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করার হক আদায় করতে, তবে তিনি পাখিকে রিযক. দেয়ার মতই তোমাদেরকেও দিতেন। পাখিতো সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।

১৫. অপরাধ ঢেকে রাখা :

মানুষ তথা ইনসানের মূল ধাতু হচ্ছে ভুলে যাওয়া। শত সতর্কতার মাঝেও ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়া বৈচিত্র নয়। অন্যায় অপরাধ যদি সমাজ ব্যাধিতে রূপ না নেয় বরং ব্যক্তি বিশেষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে তবে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং লোক সমাজে যেন প্রকাশ না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর সবচেয়ে মহৎ কাজ হবে দোষ-ত্রুটিগুলো গোপন রাখা। নিম্নের শ্লোকটি মূলত: হাদীসের শাব্দিক প্রভাব। যথা :[২৯]

البس اخاك على عيوبه + واستر وغط على ذنوبه

তোমার ভাইয়ের ভুল-ত্রুটির উপর পোশাক জড়িয়ে দাও, অপরাধ-অন্যায়গুলো গোপন কর, ঢেকে দাও।

এ প্রসঙ্গে আল-হাদীসটি নিম্নরূপ :[৩০]

---

২৭ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২৮ তিরমিযী, ২খ., পৃ. ৬০; রিয়াদুস সালিহীন, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৮

২৯ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫; ড. উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৩০ মুসলিম, ২ খ. পৃ. ৩২২ ; রিয়াদুস সালিহীন, ১ম খন্ড, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يستر عبد عبدًا فى الدنيا إلا ستره الله يومَ القيامة.

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) ইরশাদ করেন : যে বান্দাই অন্যের দোষ-ত্রুটি এ পার্থিব জীবনে গোপন রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

১৬. আত্মনির্ভরশীলতা :

অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়েও অনেকে আত্মতৃপ্তি, আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না। আবার এমনও রয়েছে যে, অল্প কিছুর মালিকানায় সে আত্মপ্রশান্তি লাভ করে। রাসূল (স.) এর প্রসিদ্ধ উক্তিরই বহি:প্রকাশ হিসেবে ফুটে উঠেছে। যেমন :[৩১]

غنى النفس يكفى النفس حتى يكفيها + وان اعسرت حتى يضربها الفقر

আত্মার জন্য আত্মনির্ভরতাই যথেষ্ট, যদিও দু:খ-যন্ত্রনাদায়ক অবস্থায় ও মানুষের নিকট ঝাঞ্চনা থেকে বিরত থাকে।

সংশ্লিষ্ট হাদীসটি নিম্নরূপ :[৩২]

عن ابى هريرة رض عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غِنى النفس.

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেন : ধন-সম্পদ বেশী থাকলেই ধনী হওয়া যায় না ; বরং প্রকৃত ধনী হলো আত্মার ধনে ধনী।

১৭. রাগ করা :

রাগ বা ক্রোধ মানুষের স্বভাবজনিত অভ্যাস। কম-বেশী সবার মাঝে এ বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান। তবে ক্রোধের সময় ধৈর্য ধরা এটা একটি উন্নতমানের গুণ। পবিত্র হাদীসের প্রভাবে নিম্নোক্ত শ্লোকটির বহি:প্রকাশ।[৩৩]

اصبر على الدهر لا تغتضب على احد + فلا ترى غير ما فى اللوح المحفوظ

---

৩১ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৩২ বুখারী, كتاب الرقاق , ২ খ. পৃ. ৯৫৪

৩৩ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮ ড. 'উমর ফারুকে.র দীওয়ানে দ্বিতীয় ছত্রে শাব্দিক পরিবর্তন সহ নিম্নরূপ : ولا يرضى غيرما فى الدهر محطوط পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

যুগের প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্য ধর ক্রোধান্বিত হবে না, লওহে মাহফুজে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তার বিপরীত কিছু দেখবে না।

উক্ত বিষয়ের হাদীসটি নিম্নরূপ :[৩৪]

عن ابى هريرة رضـ ان رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم اوصنى– قال : لا تغضب، فردّدَ مرارًا قال لا تغضب.

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স.) কে বলল- আমাকে উপদেশ দিন। রাসূল (স.) ইরশাদ করলেন : রাগ করো না, লোকটি উক্ত আবেদন বার বার করতে লাগল আর রাসূল (স.)ও বলতে লাগলেন রাগ করো না।

১৮. ক.না'আত (অল্পেতুষ্টি) :

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার পিয় বান্দাদের পক্ষেই এ গুণে ভূষিত হওয়া সম্ভব। এ গুণটি যদিও শ্রবণে সহজ তবে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কষ্টের মাঝেও এ গুণটি অর্জনের মাধ্যমে পরিণামে শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে আনে। আল-হাদীসের শাব্দিক প্রভাব নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে ফুটে উঠেছে :[৩৫]

فاقنـع ففى بعض القناعـة راحـة + واليأس مما فات فهـو المطلب

অল্পেতুষ্টির স্বভাব অর্জন কর, কারণ অল্পেতুষ্টি অর্জনে প্রশান্তি লাভ করা যায়। আর হতাশ সৃষ্টি হয় কাংখিত বস্তু খোয়া যাওয়ার কারণে।

উক্ত বিষয়ের আল-হাদীসটি নিম্নরূপ :[৩৬]

عن عبد الله بـن عمرو رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح مـن اسلـم ورُزِقَ كفافًا وقنّعَـه الله بمـا آتاه.

'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন : সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত নে'আমতে তুষ্ট হয়েছে।

---

৩৪ তিরমিযী ২য় খন্ড, পৃ. ২২, রিয়াদুস.সালিহীন ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫

৩৫ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৩৬ মুসলিম ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩৭, রিয়াদুস.সালিহীন ২য় খন্ড, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. হিংসা :

হিংসা-বিদ্বেষ মানব সমাজকে কলুষিত করে থাকে। উন্নতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। হিংসা পরায়ন ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সবাই তাকে বাকা চোখে দেখতে থাকে। এ বিষয়ে শ্লোকটি নিম্নরূপ:[৩৭]

ولا تحسد على العروف قومًا + وكن منهم قيل دار السلام

জাতির মঙ্গলজনক কাজে হিংসা-বিদ্বেষ করো না, মঙ্গলজনক কাজে লিপ্ত হও তাহলে শান্তির নীড়ে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

হাদীস শরীফেও উক্ত বিষয়ের বিবরণ পরিলক্ষিত হয়। যথা :[৩৮]

عن ابى هريرة رض ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب.

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) এরশাদ করেছেন- তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। হিংসা মানুষের ভাল গুণগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যেরূপ আগুন শুকনা কাঠ জ্বালিয়ে ফেলে।

২০. মিথ্যা :

মিথ্যা মানুষকে ধ্বংশের দিকে ঠেলে দেয়। অপরাধের মূল হচ্ছে মিথ্যাকথন। কোন বক্তব্যকে মিথ্যার মাধ্যমে সত্যে পরিণত করা যায়। মিথ্যুক কোন মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু হতে পারে না। জ্ঞানীজন এসব লোকদের থেকে সর্বদা পরিহার করে চলেন। মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার তাকীদ হাদীসের গ্রন্থ সমূহে অনেক স্থানে দেখা যায়। সে সমস্ত হাদীসের আলোকেই নিম্নোক্ত শ্লোকটি পেশ করা হল :[৩৯]

واحفظ صديقك فى المواطن كلها + وعليك بالمرء الذى لا يكذب

اقل الكذوب وقربه، وجواره + ان الكذوب ملطخ من يصحبُ

সর্বক্ষেত্রে তোমার বন্ধুকে নিরাপদ রাখ, যে মিথ্যা পরিহার করে তাকে গ্রহণ কর। মিথ্যুককে শত্রু ভাববে, তার সাহচর্য থেকে দূরে থাকবে, কেননা সে মিথ্যার সাথে জড়াতে অভ্যস্ত।

---

৩৭ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

৩৮ আবু দাউদ, باب فى الحسد ২ খ. পৃ. ৬৭২ ; রিয়াদুস.সালিহীন, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৭৩

৩৯ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১; মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত বিষয়ের আল-হাদীসটি নিম্নরূপ :[৪০]

عن ابن مسعود رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور وان الفجور يهدى إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাক কারণ, মিথ্যা কখনো মানুষকে পাপ ও গুণাহের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ ও গুণাহ তাকে দোযখে নিয়ে যায়। কোন লোক মিথ্যা কথা বলার অভ্যস্ত হতে থাকলে আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন।

২১. 'আলী (রা.) কে স্থলাভিষিক্ত :

হিজরী ৯ম সনে তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে মদীনায় অবস্থানরত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানের জন্য 'আলী (রা.) কে রাসূল (স.) নির্বাচন করেন। আসমানী কিতাব লাভের উদ্দেশ্যে মূসা (আ.) তার ভাই হারুন (আ.) কে লোকজনের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যান। তদ্রুপ রাসূল (স.) ও 'আলী (রা.) কে রেখে তাবুক অভিযানে যান। এ প্রসংগে নিম্নোক্ত শ্লোকটি হাদীসের স্পষ্ট সারাংশের বহি:প্রকাশ। যথা :[৪১]

فقال اخى انت من دونهم + كهرون موسى ولم يأتل

অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে (তোমাকে আমি নির্বাচন করেছি) তুমি তো আমার ভাই, তবে (নবুয়তী) দায়িত্ব ব্যতীত। মূসা (আ.) যেরূপ হারুন (আ.) কে স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

হাদীসটি নিম্নরূপ :[৪২]

عن على رض ..... فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى.

'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) তাঁকে বললেন: তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হবে যেমনটি মূসা (আ.) এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন হারুন (আ.), তবে আমার পরে নবী হিসেবে আসবে না কেউ।

---

৪০ তিরমিযী ২য় খন্ড, পৃ. ১৮, রিয়াদুস সালিহীন, ৪খ,পৃ. ৫০

৪১ ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৪২ তিরমিযী ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

২২. আত্মমর্যাদাবোধ:

অধিক পরহেজগারী অবলম্বনে নিজেকে জনসমাজে গোপন রাখা যেমন উচিৎ, ক্ষেত্র বিশেষে শত্রু পক্ষকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য নিজের পরিচয় উপস্থাপন করাও যুক্তিসংগত। এতে শত্রু পক্ষের মনোবলে ভাটা পড়ে এবং নিজের সাহস বৃদ্ধি পায়। আলী (রা.) তার কবিতায় এ বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেন :[৪৩]

انا علی بن عبد المطلب + مهذب ذو سطوة وذو غضب

আমি ইবনু মুত্তালিবের বংশে 'আলী সভ্য, বংশ মর্যাদাসম্পন্ন ও (শত্রু) দমনে পারদর্শী।

উক্ত বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুকরণ করা হয়েছে :[৪৪]

انا النبی لا کاذب + انا ابن عبد المطلب

"আমি নবী, এতে মিথ্যার অবকাশ নেই। আমি মুত্তালিবের বংশধর"।

২৩. সম শব্দ ব্যবহার :

রাসূল (স.) এর ব্যবহৃত নিম্নোক্ত বাক্যটি যা পরবর্তীতে আরবী সাহিত্যে প্রবাদবাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সে বাক্যটির ব্যবহার 'আলী (রা.) অত্যন্ত সুকৌশলে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। যেমন:[৪৫]

يا عمرو قد حمی الوطيس اضرمت + نارٌ عليك وهاج امرٌ مُفْظِعٌ

"হে 'আমর এখন শক্তিধর যুগ, তোমার জন্য আগুন প্রজ্বলিত করা হয়েছে, আর এ কাজটি অত্যধিক ভয়ানক।"

উক্ত শ্লোকে قد حمی الوطيس বাক্যটি মূলত: রাসূল (স.) হুনায়নের যুদ্ধের সময় এরশাদ করেছিলেন। যেমন:[৪৬] هذا حين حمی الوطيس ..... "ইহা এখন শক্তির যুগ"।

---

৪৩ ড. 'উমর ফারুক., পৃ. ৪২

৪৪ মুসলিম ২য়, পৃ. ১০০

৪৫ মুখতার 'আলী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৪৬ মুসলিম ২খ, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

'আলী (রা.) এর সমসাময়িক কবিদের কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

'আলী (রা.) এর সমসাময়িক কবিদের কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার পর্যালোচনা

আরবদেশ কবিতার দেশ। বিস্তীর্ণ ও ধূসর মরুভূমি স্বচ্ছ ও উদার নীল আকাশ, সন্ধ্যার মৃদুমন্দ মুক্ত বাতাস এবং সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অনুভূতি রঞ্জিত সংবেদনশীল হৃদয় ও প্রখর ধীশক্তি আরবজনগণকে রীতিমত কবি বানিয়ে দিত। রাসূল (স.) এর সান্নিধ্যে এসে আরবজনগণ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা খুঁজে পায়। নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও সত্তাকে রাসূল (স.) এর আদর্শে গড়ে তোলার জন্য ব্রতী হন। সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর (৬১০ খৃ. হতে ৬৩২ খৃ. পর্যন্ত) ব্যাপী আল-কুরআন নাযিলের মাধ্যমে এক নবযুগের সূচনা হয়। ক্লাসিক্যাল আরবীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আল্-কুরআনের ভাষার সৌষ্ঠব, শব্দধ্বনির ব্যঞ্জনা, বাক্য বিন্যাসের সরলতা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে এক নতুন মেরুকরণ। এ ছাড়া দীর্ঘ এবং হ্রস্ব ধ্বনির বৈচিত্র, স্বর ব্যঞ্জনবর্ণের সমাবেশ প্রভৃতি এমনভাবে স্থান পেয়েছে যা পাঠক বিমুগ্ধ না হয়ে পারে না। এজন্য মানুষ আল-কুরআন চর্চার প্রতি বেশী মনোনিবেশ হন। কেউ কবিতায় মনোনিবেশ করেছে এ সংবাদের চেয়ে আল-কুরআনের প্রতি মনোনিবেশের সংবাদটি দ্রুত সম্প্রসারণ ও আনন্দদায়ক হিসেবে বিবেচিত হত। মু'আল্লাকার রচয়িতা মুখদ.রম কবি লবীদ (রা.) এর নিকট কবিতা লিখার জন্য লোক পাঠালে তিনি উমর (রা.) এর জন্য কবিতা লিখার পরিবর্তে সূরা আল্ বাকারা লিখে পাঠিয়েছিলেন।[১]

ইসলামী যুগের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে তথা ৬২২-৬২৩ খৃ. হতে/ ৬৬১-৬৬২ খৃ. পর্যন্ত এবং ৬৬২খৃ. হতে আব্বাসী খিলাফত পতনকাল ৭৫০ খৃ. পর্যন্ত সময়ে আল-কুরআনের সাথে আরবী কবিতার চর্চাও অব্যাহত রয়েছে। 'আলী (রা.) এর সমসাময়িক কবিরা মূলত: সাহাবী। তাঁর সময়কালে গুটিকতক মুখাদরম কবি বেঁচে ছিলেন বাকীরা সবাই ইসলামী যুগের কবি হিসেবেই খ্যাত ছিলেন। কবিতা সম্পর্কে রাসূল (স.) যেরূপ মনোভাব পোষণ করতেন সাহাবাগণও তদ্রূপ মনোভাব রাখতেন। ভাল কবিতাকে ভাল বলতেন আর মন্দ কবিতাকে ঘৃণা করতেন। রাসূল (স.) এর ছোঁয়ায় মূলত: কাব্যজগতে বিরাট আমূল পরিবর্তন আসে। তা সত্ত্বেও সাহাবীদের কাব্যচর্চায় ব্যত্যয় ঘটে নি।

সাহাবীদের প্রায় প্রত্যেকেই কবিতা রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। বিশেষকরে মদীনার স.হ.াবীগণ এ ব্যাপারে অগ্রণীভূমিকা পালন করেন। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ সাহাবী আনাস ইবন মালিক (রা.) এর বক্তব্যটি

---

১ জুরজী যয়নাদ, তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা (বৈরুত : মাকতাবাতুল বহুছ ওয়াদ্ দিরাসাত ফী দারিল ফিকর, ১৪১৬/১৯৯৬), খ. ১, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন- রাসূল (স.) যখন আমাদের নিকট মক্কা থেকে হিজরত করে আগমন করেন, তখন আনসারদের এমন কোন ঘর ছিল না যেখানে কবিতা বলা হত না।[২]

প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) 'উবায়দা ইবনুল হারিছের গাযওয়ার বীরত্বমূলক কবিতাগুলো আবৃত্তি করতেন। 'উমর (রা.) অনেক জ্ঞানগর্ভমূলক কবিতা আবৃত্তি করেছেন। 'উছমান (রা.) শাহাদাতের দিনও কবিতা আবৃত্তি করেছেন। খলীফা 'আলী (রা.) এর স্ত্রী নবী দুলালী ফাতিমা (রা.) এর কিছু কবিতার সন্ধান মিলে। নবী প্রেয়সী উম্মুল মোমিনীন 'আ'ইশা (রা.) থেকেও কাব্য চর্চার বর্ণনা রয়েছে।

উক্ত অধ্যায়ে 'আলী (রা.) এর সমসাময়িক কবিদের কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার আলোকে নিম্নোক্ত সাহাবীদের কবিতা উল্লেখ করা হল :

১. <u>প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.) মৃ. ১৩হি.</u> :

আবূ বকর (রা.) খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম খলীফা। রাসূল (স.) এর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুশিক্ষিত ও শান্ত মেযাজের মানুষ ছিলেন। ধর্মকর্ম পালনে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তাঁর খিলাফতকালে নওমুসলিম যাকাৎ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে বিচক্ষণতা ও মনোবল নিয়ে তাদের শায়েস্তার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল :[৩] والله لو منعونى عقالا لجاهدتهم عليه

"তারা যদি উটের দড়ির ব্যাপারেও নির্ধারিত যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাহলে শপথ খোদার ! তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

কাব্য সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক মনোভাব ছিল। এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। একদা রাসূল (স.) হাসসান (রা.) কে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনার নির্দেশ দিলেন এবং আবূ বকর (রা.) এর নিকট সহযোগীতা নেয়ার জন্য বললেন যেমন :[৪]

اهجهم ومعك جبرئيل روح القدس والق ابا بكر يعلمك تلك الهنات

"তুমি কুরায়শদের বিরুদ্ধে কাব্য আবৃত্তি কর, জিব্রাঈল (আ.) তোমার সাথে রয়েছেন আর আবূ বকর (রা.) এর নিকট যাও তোমাকে বংশ লতিকা সম্পর্কে জ্ঞাত করবেন।"

আবূ বকর (রা.) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের কবিতা আবৃত্তি ও রচনা করেছেন। উক্ত অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিম্নোক্ত বিষয়ের কবিতার উল্লেখ করা হল।

---

২ শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবন আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদুল ফরীদ, (মিশর : মুস্তফা, ১৩৫৩/১৯৩৫), খ ৩, পৃ. ৩৯৬।

৩ ড. শওকী দয়ফ, তারীখ আল আদব আল'আরাবী, (কায়রো : দার আল মা'আরিফ, ১৯৬৩), পৃ. ৫৩

৪ জুরজী যয়দান, তারীখু আদাব আল লুগাহ আল'আরাবিয়্যাহ (বৈরুত : মাকতাব আল বহুছ, ওয়া আল দিরাসাত, ১৪১৬/১৯৯৬), ১ খ. পৃ. ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

এক. তাওয়াক্কুল :

রাতের আঁধারে নবী (স.) এর সাথে আবূ বকর (রা.) হিজরত করেন। কাফিরগণ তাঁদের পদচিহ্নকে প্রমাণ হিসেবে পুঁজি করে গারে ছওর পর্যন্ত পৌছে। আবূ বকর (রা.) তাদের পদযুগলের আভাস পেয়ে প্রকম্পিত হন। রাসূল (স.) তাঁকে অভয় দিয়ে তিলাওয়াত করলেন :[৫] لا تحزن إن الله معنا "কোন চিন্তা কর না আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন।

সে দিনের ভয়াবহতা ও রাসূল (স.) এর উৎসাহ ব্যঞ্জক স্মৃতির কথা স্মরণ করে আবূ বকর (রা.) নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেন :[৬]

قال النبى ولم اجزع يوقرنى + ونحن فى سدف من ظلمة الغار

ولا تخش شيئا فان الله ثالثنا + وقد توكل لى منه باظهار

'নবী (স.) বললেন, আমি যেন ভীতিপ্রদ না হই, তিনি আমাকে সম্মান করেন এ সময় আমরা গুহার আঁধারে নিমজ্জিত ছিলাম। তিনি অভয়দিয়ে বললেন : আমাদের সাথে তৃতীয়সত্তা আল্লাহ রয়েছেন, ভয় করো না কাউকে। তাঁর পক্ষ থেকে আমার জন্য তাওয়াক্কুল ছিল একটি সুস্পষ্ট বিষয়।'

দুই. মৃত্যু সম্পর্কীয় :

মক্কার তুলনায় মদীনার আবহাওয়া খুবই কোমল ও ঠান্ডা ছিল। মুসাফিরগণ মক্কা থেকে মদীনায় পৌছলে আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে বেশ কিছুদিন সময় লেগে যেত। হঠাৎ করে কেউ মদীনায় পৌছলে রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন হতে হত। আবূ বকর (রা.) এর অবস্থাও তেমনটি হয়েছিল। আয়শা (রা.) তাঁর অবস্থার কথা জানতে চাইলে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন :[৭]

كل امرئ مصبح فى اهله + والموت ادنى من شراك نعله

'সকলেই তার পরিবারের সাথে সকাল কাটায়, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে।'

২. দ্বিতীয় খলীফা 'উমর (রা.) (মৃ. ২৩ হি.) :

দ্বিতীয় খলীফা 'উমর (রা.) একজন বিচক্ষণ খলীফা হিসেবে পরিচিত। কঠিন স্বভাবের মানুষ হয়েও ইসলামের বিধি-নিষেধ পালনে আত্ম নিবেদিত প্রাণপুরুষ ছিলেন। চিন্তা-চেতনা সব কিছুই রাসূল

---

৫ সূরা আত্ তাওবা : ৪০

৬ ইবন কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮৩।

৭ শিহাবউদ্দীন আহ্মদ ইবন্ 'আবদ্ রব্বিহ, আল ইক্দুল ফরীদ, (মিসর : মুস্তফা, ১৩৫৩/১৯৩৫), খ. ৩, পৃ. ৩৯৫

Dhaka University Institutional Repository

(স.) এর আদর্শের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তিনি কাব্য প্রীতি ছিলেন। কবিদের যথেষ্ট মূল্যায়ন করতেন। জাহিলী যুগের বহু কবিতা আবৃত্তি করেছেন। সমসাময়িক জনগণকে কবিতা শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন।

একদা বসরার গভর্ণর আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) কে লিখে পাঠান :[৮]

مر من قبلك يتعلم الشعر فانـه يدل على معالـى الاخلاق وصواب الرأى ومعرفـة الانساب

"তোমার বন্ধু-বান্ধব ও সাথী-সঙ্গীদের কবিতা শিক্ষার আদেশ দাও, কারণ এটা উন্নত চরিত্র, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বংশ লতিকা সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচায়ক।"

" 'উমর (রা.) শিশুদেরকেও কবিতা শিক্ষা দেয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।" যেমন তিনি বলেছেন :[৯]

علموا اولادكـم العـوم والرمايـة ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا وروهم ما يجمل من الشعر

"তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে সাঁতার, তীর নিক্ষেপের কলা-কৌশল শিক্ষা দাও। তাদেরকে নির্দেশ দাও, তারা যেন ঘোড়ার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। আর তাদেরকে সুন্দর ও ভাল কবিতা শোনাও।"

'উমর (রা.) একদা কবিতার প্রশংসা ও উপকারিতা প্রসংগে বলেন :[১০]

الشعر جدل من كلام العرب يسكن بـه الغيظ وتطفأ بـه النائرة ويبلـغ به القوم فى ناديهـم ويعطى بـه السائل

"কবিতা আরবদের কথা মালার একটি বিনোদনমূলক বিষয়। এর দ্বারা ক্রোধ প্রশমিত হয়, উদ্বেগ দূর হয়। কোন জাতি এর দ্বারা সভায় আসন করে নিতে পারে এবং প্রার্থীকে এর দ্বারা কিছু দেয়া যায়।"

তাঁর রচিত বিভিন্ন বিষয়ের কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নরূপ :

এক. <u>আমানত প্রসংগ</u> :

'উমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের সময় রাসূল (স.) এর সম্পর্কে স্তুতিপূর্ণ একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। উক্ত কাব্যে 'আমানত' বিষয়টিও ফুটে উঠেছে। যেমন :[১১]

---

৮ আবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১০ ইবন 'আবদ রাব্বিহ্, আল ইক.দ আল ফারীদ, প্রাগুক্ত, ৩ খ. পৃ. ৩৯৪

১১ ইবন হিশাম, আস্-সীরাতুন্নবভীয়্যাহ্, (রিয়াদ: দার আল মুগনী মুআ'সসাতু আল-রায়্যান ১৪২০/১৯৯৯), সংস্ক. ১, পাদটীকাসহ পৃ. ৩৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

فقلت اشهد ان خالقنا + وان أحمد فينا اليوم مشتهر

نبى صدق أتى بالحق من ثقة + وافى الامانة ما فى عوده خور

'আমি এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আর আহমদ (স.) আমাদের মাঝে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। সত্য নবী, বিশ্বস্ততা ও সত্যসহ আগমন করেছেন। তিনি আমানতের ব্যাপারে পূর্ণতা লাভ করেছেন, তাঁর পথে জুলুম শোষণ নেই।

দুই. নম্রতা ও কোমলতা :

'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, 'উমর (রা.) যখন মিম্বরে উঠে খুৎবা দিতেন, তখন প্রায়ই নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতেন :[১২]

خفض عليك فإن الامو + ربكف الالـه مقاديرها

فليس بآتيك منهيها + ولا قاصر عنك مأمورها

'নিজের ব্যাপারে কোমলতা অবলম্বন কর, কারণ সকল বিষয়ের পরিমাপ নির্ধারণ আল্লাহর হাতে। সুতরাং নিষিদ্ধ বস্তু তোমার নিকট আসার নয় এবং নির্দেশিত কাজে তোমার থেকে হ্রাস পাবার নয়।'

৩. তৃতীয় খলীফা 'উছ্মান ইবন 'আফ্ফান (রা.) (মৃ. ৩৫হি.) :

রাসূল (স.) এর জামাতা 'উছ্মান ইবন 'আফ্ফান (রা.) একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। কোমল হৃদয়ের অধিকারী দীর্ঘ একযুগ অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজ্য পরিচালনা করেন। অবশেষে বিদ্রোহীদের হাতে অবরুদ্ধ অবস্থায় আল-কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করার সময়ে শাহাদাতের শরাব পান করেন। তিনি খুব কম কবিতাই আবৃত্তি করেছেন, তবে কাব্যের প্রতি তার অনীহা ছিলনা। তাঁর জ্ঞান-গর্ভমূলক কবিতার কিয়দাংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

এক. আত্মার ধনে ধনী :

'উছ্মান (রা.) কে বিদ্রোহীরা শহীদ করার পর তাঁর তালাবদ্ধ সিন্দুকটি ভেঙে ফেলে। তাতে একটুকরো কাগজ পায়। সেখানে অসীয়তনামা লিপিবদ্ধ ছিল, অপর পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত চরণটি লিখা ছিল। তিনি জীবদ্দশায় প্রায়-ই সে চরণটি আবৃত্তি করতেন। যেমন :[১৩]

---

১২ ইউসুফ কান্দলভী, হায়াতুস. স.হ.বা. (লাহোর : ইদারায়ে ইশায়িয়্যাত-ই ইসলামী, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ৩৬

১৩ আবু 'উবায়দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইমরান আল মারযুবানী, মু'জামুশ শু'আরা, (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৩৫৪ হি.), পৃ. ২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

غنى النفس يغنى النفس حتى يكفيها + وان عضها حتى يضربها الفقر

আত্মার ধনাঢ্যতা আত্মাকে মুখাপেক্ষীহীন করে তুলে। এমনকি সে যদি দরিদ্রও হয় তবুও তার এ আত্মার ধনাঢ্যতা তাকে সবরকমের ক্ষতি থেকে ফিরিয়ে রাখে।

দুই. কষ্টের পর-ই সুখ :

শ্রান্ত-ক্লান্ত, দুঃখ-বেদনার পরই আসে শান্তি, স্বস্তি ও সুখ, এ কথাটি চির সত্য। 'উছ্‌মান (রা.) নিম্নোক্ত পংক্তিতে এ বিষয়টির উপস্থাপনা করেছেন :[১৪]

وما عسرة فاصبر لها ان لقيتها + بكائنة الا يتبعها يسر

কষ্ট বলতে কিছু নেই, দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হলে ধৈর্য-ধারণ করবে। কেননা এ দুঃখ-কষ্টের পরই রয়েছে সুখ-শান্তি।

তিন. মৃত্যু অনিবার্য :

'উছ্‌মান (রা.) শাহাদাতের দিন ভাল জামা কাপড় পরিধান করেন এবং পায়জামা খুব শক্ত করে বাঁধেন যেন সতর না দেখা যায়। তিনি ছিলেন লজ্জায় মূর্ত প্রতীক। নামাজ আদায়ের পর আল-কুরআন তিলাওয়াত করেন। তিলাওয়াত অবস্থায় শাহাদাতের সুরা পান করেন। শাহাদাতের দিন নিম্নোক্ত চরণদ্বয় বেশী বেশী আবৃত্তি করেন। যেমন :[১৫]

ارى الموت لا يبقى عزيزا ولم يدع + لعاد ملاذا فى البلاد ومرتعا

يبيت اهل الحصن والحصن مغلق + ويأتى الجبال الموت من شماريخها العلاد

আমি মৃত্যুকে দেখেছি কোন শক্তিধরকে অব্যাহতি দেয় না। সে 'আদ জাতির জন্য নগর সমূহে না রেখেছে কোন ঠাঁই, আর না রেখেছে কোন চারণভূমি,দুর্গবাসীগণ দুর্গের দ্বার বন্ধ করে বসবাস করে তা সত্ত্বেও মৃত্যু পাহাড়ের চূড়ায় মুহূর্তেই হাজির হয়।

৪. ফাতিমা (রা.) (মৃ. ১১ হি.) :

রাসূল (স.) এর আদরের দুলালী স্নেহাস্পদ ফাতিমা (রা.) সবার ছোট ছিলেন।[১৬] স্নেহ ও অত্যধিক আদরের বর্ণনা দিতে যেয়ে 'আইশা (রা.) বলেন :[১৭]

---

১৪ ইউসুফ কান্দলভী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৪-১২৫

১৫ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৮৩-১৮৪

১৬ জাবী যানাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من غزوة او سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يأتى فاطمة رضى الله عنها ثم يأتى ازواجه".

রাসূল (স.) কোন যুদ্ধ কিংবা সফর থেকে ফিরে এলে মসজিদে নববীতে দু'রাকা'আত নামাজ আদায় করতেন। এরপর ফাতিমা (রা.) এর গৃহে খোজ-খবর নিতেন অত:পর স্বীয় স্ত্রীদের নিকট যেতেন।

ফাতিমা (রা.) এর কথা-বার্তা চাল-চলনের রীতি রাসূল (স.) এর মতই ছিল। এ সম্পর্কে আইশা (রা.) বর্ণনা করেন :[১৮]

ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا برسول الله عليه السلام من فاطمة

"আমি কথা-বার্তা আচার-আচরণে রাসূল (স.) সাথে সাদৃশ্যময় ফাতিমার চেয়ে আর কাউকে দেখিনি।"

আলী (রা.) এর সাথে আঠার বৎসর বয়সে বিয়ে হয়। রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের ছয় মাস পর তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। ফাতিমা (রা.) থেকে কিছু কবিতার উল্লেখ রয়েছে। যেমন -

রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর নিম্নোক্ত শোকগাঁথা কবিতা আবৃত্তি করেন :[১৯]

اغبر آفاق السماء وكورت + شمس النهار واظلم العصران

فالارض من بعد النبى كئيبة + اسفا عليه كثيرة الرجفان

يا خاتم الرسول المبارك ضوؤه + صلى عليك منزل القرآن

'আকাশের প্রান্ত ধুলায় ধূসরিত, দিবসের সূর্য নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে। দিবারাত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং নবী (স.) এর ইনতিকালের পর তাঁর প্রতি আক্ষেপবশত: অত্যধিক ভীত ও কম্পমান। হে সর্বশেষ রাসূল ! যার নূর অত্যন্ত বরকতময়, আপনার উপর কুরআন নাজিলকারী (আল্লাহ তা'আলা) শান্তি বর্ষণ করুন।'

রাসূল (স.) এর বিরহ বেদনায় তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের বক্তব্যটি নিম্নরূপ :[২০]

---

১৮ প্রাগুক্ত

১৯ 'আব্দুল্লাহ আল হামেদ আল হামেদ, শি'রুদ্‌-দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, (রিয়াদ : দারুল ইসালা লিছ-ছাকাফাতি ওয়ান নাছরি ওয়াল ই'লাম ১৪০৫/১৯৮৫), সংস্ক. ২, পৃ. ৩৮৯-৯০

২০ মুহাজানী, শরহুজামী, (পাকিস্তান : আদব মঞ্জিল, তা.বি.), শারটীকাসহ, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

صبت على مصائب لو انها + صبت على الايام صرن لياليا

বিপদাপদ ও দুঃখ যাতনা আমার উপর এমনভাবে আপতিত হয়েছে যে, সে বিপদাপদ ও দুঃখ যাতনা যদি দিনের উপর আপতিত হত তাহলে দিনগুলো সব রাতে পরিণত হত।

৫. মু'আবিয়া (রা.) :

সুশিক্ষিত পন্ডিত, রাজনীতিবিদ, সদালাপী ও বিখ্যাত ওহী লিখক আমীরে মু'আবিয়া (রা.) বিভিন্ন সময়ে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতেন।

এক. মৃত্যু সম্পর্কীয় :

মৃত্যুর ব্যাপারে তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন যার কয়েকটি ছত্র নিম্নরূপ :[২১]

وتجلدى للشامتين أريهم + انى لريب الدهر لا اتضعضع

واذا لمنية انشبت اظفارها + الفيت كل تميمة لا تنفع

'তুমি কালো উষ্ট্রীদ্বয়ের জন্য ধৈর্য্য ধারণ কর যেগুলো আমি দেখেছি। আমি যুগের সংশয়ের জন্য অপদস্থ নই। মৃত্যু যখন ছোঁ মেরে নখ ঢুকিয়ে দেবে, তখন তুমি দেখতে পাবে যে, কোন তাবীজ কবজ উপকারে আসছে না।'

দুই. ধৈর্য্য সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতা :

তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য কাব্যাকারে বলতেন। যেমন :[২২]

اذا لم اجد بالحلم منى عليكم + فمن ذا الذى بعدى يؤمل للحلم

خذيها هنيئا واذكرى فعل ماجد + حباك على حرب العداوة بالسلم

"আমার পক্ষ থেকে যদি তোমার প্রতি ধৈর্য্য প্রদর্শন না করতে পারি ; তাহলে আমায় ছাড়া কার নিকট ধৈর্য্যের আশা করতে পার ? তুমি তা হাসি মুখে গ্রহণ কর এবং মহান ব্যক্তির কর্ম স্মরণ কর, তাহলে তোমাকে শত্রুতার যুদ্ধ থেকে শান্তির নিকটবর্তী করে দেবে।"

---

২১. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত্ তারীখ, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭/১৯৮৭), খ. ৩, পৃ. ৩৬৯

২২ ইবন রশীক, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

৬. 'আ'ইশা (রা.) :

'আ'ইশা (রা.) এর ভাই 'আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর ইথিওপিয়ায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে মক্কায় জান্নাতুল মা'ওয়ায় দাফন করা হয়। 'আ'ইশা (রা.) তাঁর কবরের পাশে যেয়ে অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে নিম্নোক্ত চরণদ্বয় আবৃত্তি করেন। যা শোকগাঁথা কবিতা হিসেবেই বিবেচ্য। যেমন :[২৩]

وكنا كند ما نى جذيمة حقبة + من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

فلما تفرقنا كانى ومالكا + لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

"আমরা যুগ যুগ ধরে জাযীমার দুই সভাসদের ন্যায় একত্রে ছিলাম। (এমনকি দীর্ঘকাল একত্রে থাকার কারণে) বলা হত যে এরা আর পৃথক হবে না। অত:পর আমরা তখন পৃথক হয়ে গেলাম তখন দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে মনে হয় যেন মালিক ও আমি একত্রে একটি রাতও কাটাই নি।"

৭. 'উমায়র ইবন হুমাম (রা.) (মৃ. ২হি.) :

'উমায়র ইবন হুমাম (রা.) বদর যুদ্ধে রাসূল (স.) এর উৎসাহব্যঞ্জক ঘোষণা শুনেন। শাহাদাতের শরাব পান করার জন্য হাতের খেজুর ছুঁড়ে ফেলে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। যেমন :[২৪]

ركضا إلى الله بغير زاد + الا التقى وعمل المعاد

والصبر في الله على الجهاد + وكل زاد عرضة النفاد

غير التقى والبر والرشاد

"পাথেয় ব্যতীত আল্লাহর পথে দৌড়াচ্ছি ; তাকওয়া, পরকালের আমল এবং জিহাদের জন্য আল্লাহর প্রতি ধৈর্য্য ধারণ ছাড়া। অথচ তাকওয়া, সৎকাজ এবং সোজা পথে চলা ব্যতীত আর সকল পাথেয়ই বিলীন হয়ে যাবার উপকরণ।"

উক্ত কবিতাটি তাকওয়া বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।

৮. 'আসিম (রা.) ইবন ছাবিত (রা.) (মৃ. ৪হি.) :

'আসিম ইবন ছাবিত আল আনসারী, আনসারদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন। রাসূল (স.) এর সাথে বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতেন।

---

২৩ জাবী যাদাহ আলী ফাহমী, হুসনুস্ সাহাবা ফী শরহি আশ্'আরিস্ সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ. ১, প. ১২৬

২৪ ইউসুফ কান্দলভী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৬-৪১৭ ; ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭৬-২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু সম্পর্কীয় :

" 'আজাল ও কারার"[২৫] নামক অধিবাসীর কয়েকজন লোক ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে রাসূল (স.) এর দরবারে হাজির হয়ে স্বীয় অধিবাসীদের কুরআন শরীফ বিশুদ্ধভাবে পাঠদানের জন্য কয়েকজন স্থায়ী পাঠানোর আবদার করে। রাসূল (স.) তাদের আবদারের প্রেক্ষিতে 'আসি.ম ইবন ছ.াবিত (রা.) এর নেতৃত্বে ১০ জনের একটি দল প্রেরণ করেন। তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নয় জন শহীদ হন। 'আসিম (রা.) শাহাদাতের পূর্বে নিম্নোক্ত মৃত্যু সম্পর্কীয় কবিতাটি আবৃত্তি করেন :[২৬]

ما علتي وانا جلدنا بل + والقوس فيها وترعنا بل

تزل عن صفحتها المعابل + الموت حق والحياة باطل

"আমার (যুদ্ধ না করার) কি কারণ আছে ? অথচ আমি দারুন শক্তিশালী, তীর নিক্ষেপে পটু, আর (আমার) ধনুকে রয়েছে শক্ত তার। সে তারের প্রান্ত থেকে বের হয় লম্বা চওড়া ফলকসম্পন্ন তীর। মৃত্যুই সত্য আর জীবন ভ্রান্ত।"

৯. 'আবদাহ ইবন আত.ত.বীব (রা.) :

পবিত্র আল-কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী (স.) এর দীক্ষা অর্জনে তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি বিভিন্ন সময়ে আল-কুরআন, আল-হাদীস, আখিরাত, তাক.ওয়া ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি নিয়ে কবিতা রচনা করতেন। নিম্নে দু'টো বিষয়ের উল্লেখ করা হল:

এক. তাক.ওয়া (খোদাভীতি) :[২৭]

اوصيكم بتقى الاله فانه + يعطى الرغائب من يشاء ويمنع

"আমি তোমাদেরকে খোদাভীতি সম্পর্কে অসীয়ত করছি। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁকে সৎ পথ প্রাপ্তির ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলেন ; আর যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহের ধুম্রজালে নিক্ষিপ্ত করেন।"

দুই. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার :[২৮]

وبر والدكم وطاعة أمره + ان الابرّ من البنين الاطوع

তোমাদের মাতা-পিতার আদেশ মান্য করবে। সৎ সন্তান সে-ই যে অধিক অনুগত।

---

২৫ জাবী যাদাহ 'আল ফাহুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

২৬ ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৩।

২৭ ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২৮ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১০. লবীদ (রা.) (মৃ. ৪১হি.) :

প্রাক ইসলামী ও ইসলামী যুগের কাব্য সম্ভারে যে ক'জন কবি সেতু বন্ধনে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে লাবীদ (রা.) অন্যতম। বাল্যকাল হতেই লবীদ বুদ্ধিদীপ্ত ও ভাবপ্রবন ছিলেন।[২৯] প্রাক ইসলামী যুগে যখন কাব্য জগতে সুখ্যাতি অর্জন করেন, তখন ইসলামের আহবানে সাড়া দিয়ে ৯ম হি./ ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর লাবীদ (রা.) একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে ধন্য হন। কাব্যচর্চা পরিত্যাগ করে আল-কুরআন অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। আল-কুরআনের সূরা আল কাউছার এর প্রথম আয়াত সম্বন্ধে যে চ্যালঞ্জে সংগঠিত হয়েছিল তিনিই তার উত্তর দিয়েছিলেন। চ্যালেঞ্জটি ছিল-[৩০]

ليس هذا كلام البشر : উত্তর ছিল নিম্নরূপ انا اعطيناك الكوثر

কবি লাবীদ (রা.) মু'আবিয়া (রা.) এর খিলাফতকালে ১৫৭ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৩১] কথিত আছে লাবীদ (রা.) এর সমস্ত কবিতা 'আ'ইশা (রা.) মুখস্থ করেছিলেন। তিনি কবির জন্য কল্যাণ কামনাও করতেন। লাবীদ (রা.) বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হল :

এক. তাকওয়া প্রসংগে :[৩২]

ان تقوى ربنا خير نفل + وبإذن الله ريثى والعجل

أحمد الله فلا ند له + بيده الخير ما شاء فعل

من هداه سبل الخير اهتدى + ناعم البال ومن شاء اضل

فاكذب النفس اذا احدثتها + ان صدق النفس يزرى بالامل

غير ان لا تكذبنها فى التقى + واخذها بالبر لله الاجل

" আল্লাহ ভীতি হচ্ছে উৎকৃষ্ট নিয়ত। আমার দেরী ও তাড়াহুড়া আল্লাহর আদেশ প্রসূত। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁর কোন শরীক ও সমতুল্য নেই, তিনি কল্যাণের মালিক, তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। প্রবৃত্তির চাহিদা প্রতিহত কর; প্রবৃত্তির চাহিদাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তার ইচ্ছা পূরণ করা খুবই অবমাননাকর। কিন্তু তাকওয়ার

---

২৯ মো: আবুল কাশেম ভূঞা, স.হ.াবীদের (রা.) কাব্যচর্চা, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার ১৪১৮/১৯৯৭), পৃ. ১২৩

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৩১ আবূ যায়দ মুহাম্মদ ইবন আখিল খাত্তাব আল কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল 'আরব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৩২ আবু যায়দ আল কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬ : ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করনা, তাকে পূণ্যের অনুসারী করে গড়ে তোল, সময় আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"

দুই. আমানত সম্পর্কীয় :[৩৩]

وما المرء الا كالشهاب وضوئه + يحور رمادا بعد اذ هو ساطع

ومـا المال والاهلون الا ودائـع + ولا بـد يوما ان ترد الـودائـع

"মানুষ উজ্জ্বল উল্কার ন্যায়,
চমকানোর পরপরই ভস্মে পরিণত হয়।
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি আমানত বৈ আর কিছু নয়
নিশ্চয় আমানত একদিন ফেরৎ দিতেই হবে।"

১১. হাস্সান ইবন ছাবিত (রা.) (মৃ. ৫৪ হি.) :

হাস্সান ইবন ছাবিত (রা.) আনুমানিক ৫৬১ খৃ. মদীনার খাযরাজ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩৪] তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয়যুগে একশত বিশ বছর বেঁচে ছিলেন।[৩৫] প্রসিদ্ধ মুখদ.রম কবি হিসেবে খ্যাত ছিলেন।[৩৬] আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সমালোচক আবু উবায়দাহ বলেন-[৩৭] "হাস্সান তিন যুগের সেরা কবি। জাহিলী যুগে ইয়াসরিবের, নবুওয়্যতের যুগে রাসূল (স.) এর এবং ইসলামী যুগে সমগ্র ইয়ামনের।"

রাসূল (স.) এর কবি হিসেবে খ্যাত সাহাবী কবি হাস্সান ইবন ছাবিত (রা.) যেরূপ ব্যঙ্গ কবিতায় প্রতিউত্তরদানে সক্ষম ছিলেন তদ্রূপ নৈতিকতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়গুলোতও তাঁর হাত রয়েছে। যেমন- জ্ঞান- বিজ্ঞান প্রসংগে :[৩৮]

وان امر أيمسى ويصبح سالما + من الناس الاماجنى لسعيد

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মানুষের অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকে, শুধু নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে সে সৌভাগ্যবান।"

---

৩৩ ড. শওকী দয়েফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৩৪ মো: আবুল কাশেম ভূঞা, সাহাবীদের কাব্যচর্চা, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ১৪১৮/১৯৯৭), ২য় সং. পৃ. ৭৭

৩৫ জাবী যাদাহ আল কাহ্মী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৩৬ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন খাত্তাব আল কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

৩৭ প্রাগুক্ত; আবুল কাশেম ভূঞা, পৃ. ৯৩

৩৮ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রজ্ঞাপূর্ণ আরেকটি কবিতা নিম্নরূপ :[৩৯]

ثلاثة برزوا بسبقهم + نصرهم ربهم اذا نشروا

عاشوا بلافرقة حياتهم + واجتمعوا فى الممات اذا قبروا

فليس من مسلم له بصر + ينكرهم فضلهم اذا ذكروا

"তাঁরা তিনজন (মহানবী (স.), আবু বকর (রা.), উমর (রা.)) প্রাধান্য নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা যখন বিক্ষিপ্ত ছিলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করেছেন। জীবদ্দশায় তাঁরা অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন-যাপন করেছেন মৃত্যুর পরও যখন তাঁদের কবর দেয়া হয়েছে তখন তাঁরা একত্রিত হয়েছেন। যে মুসলমানের বিবেক আছে সে তাঁদের মর্যাদাকে অস্বীকার করতে পারে না।"

১২. কা'ব ইবন যুহায়র (রা.) (মৃ ২৬ হি.) :

জাহিলী যুগে যে ক'জন কবি ইসলামের বিরুদ্ধে অলীক কবিতা রচনা করেন কবি কা'ব তাদের অন্তর্গত।[৪০] কবি কা'বের নিষ্ফল সাধনার ফলে কাব্যের ভাষাশৈলীও বর্ণনারীতির মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর কবিতায় পাঠকহৃদয়ে এতই আকর্ষণ সৃষ্টি হয় যে, বক্তব্যের শেষ কথাটি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।[৪১] এজন্যই কবি কা'আবের কাব্য এখনও সঞ্জীব ও প্রাণস্পর্শী। তাঁর বংশধরদের মাঝে স্ত্রী-পুরুষ মিলে মোট এগারজন কবি ছিলেন। এ অসম কৃতিত্বের জন্যই এ খান্দানের নাম আরবী সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে।[৪২] স.হ.াবীদের পরিবেষ্টিত চাদর পরিহিত অবস্থায় রাসূল (স.) এর নূরানী অবয়ব দর্শনে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম বিদ্বেষী কবিতার ব্যাপারে অনুশোচনা প্রকাশ করেন। রাসূল (স.) এর শানে কবিতা আবৃত্তি করলে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্বীয় চাদর উপহার দেন।

রাসূল (স.) এর চাদরমোবারক প্রাপ্ত কা'ব ইবন যুহায়র (রা.) কাব্য জগতে অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর কবিতা পাঠ্যপুস্তকে সিলেবাস হিসাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অদ্যাবধি রয়েছে। নৈতিকতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। যেমন-

এক. সংশ্রবের প্রতিক্রিয়া :[৪৩]

السامع الذام شريك له + ومطعم المأكول كالاكل

---

৩৯ আব্দুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবীদের মনোভাব, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৬/১৯৯৫), পৃ. ৫১

৪০ আবু যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবিল খাত্তাব আল কুরাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

৪১ মো: আব্দুল কাশেম ভূঞা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৪২ প্রাগুক্ত

৪৩ হাসান যায়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮ : হান্না আল ফাখূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

مـقـالـة الـسـوء إلى اهلها + اسـرع من منحدر رسائل

ومن دعـا الناس إلى ذمـه + ذمـوه بالحـق والباطـل

"খারাপ কথা শ্রবণকারী সে খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার মত, আহ্বানকারী তা ভক্ষণকারীর ন্যায়। খারাপ কথা সে সব মানুষের দিকে পানির চেয়েও দ্রুত ধাবিত হয়। যে লোক তার কুৎসা রটনা বা খারাবী বর্ণনা করার জন্য লোকজনকে আহবান করে, লোকে সত্য-মিথ্যার মাধ্যমে তার খারাবী বর্ণনা করে।"

দুই. মূর্খতা প্রসংগে :[৪৪]

وذلك ان فلك الغى عنهـا + فتمنـع جانبيهـا ان تميـلا

"যদি তুমি পৃথিবী থেকে মূর্খতা দূর করে দিতে পার তবে তার উভয় প্রান্ত হেলে যাওয়া থেকে তুমি ফিরিয়ে রাখতে পারবে।"

তিন. সম্মানজনক জীবন প্রসংগে :[৪৫]

من سره كـرم الحياة فـلا يزل + فى مقنب من صالحى الانصار

الـبـاذلـين نـفوسهـم لنبيهـم + يـوم الهـياج وسطـوة الجبـار

"সম্মানজনক জীবন লাভ করে যে ব্যক্তি সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় সে যেন পুণ্যশীল আনসারদের দলভুক্ত হয়। আনসারগণ যুদ্ধের সময় এবং কঠিন সময় নিজেদের প্রাণ রাসূল (স.) এর জন্য উৎসর্গ করে দেন।"

১৩. আল হুতায়্যাহ (মৃ. ৫৯ হি.) :

আবাস গোত্রের কবি আল হুতায়্যার প্রকৃত নাম জারওয়াল ইবন আউস। প্রশংসামূলক, ব্যাঙ্গাত্মক, গৌরব গাঁথা ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন।[৪৬] তবে ব্যঙ্গ বিদ্রুপকবিতা আবৃত্তিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার কবিতায় ছোট-বড়, আত্মীয়-অনাত্মীয় পরিচিত-অপরিচিত সকলের কুৎসা রচনা স্থান

---

৪৪ আব্দুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৪৫ ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৪৬ জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবি আল্ লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ, (বৈরুত: মাকতাবাতুল মাহুছ, ওয়াদ্ দিরাসাত ফী দার আল-ফিকর, ১৪১৬/১৯৯৬), ১ খ, পৃ. ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

পায়।[৪৭] বার বার ইসলাম গ্রহণ ও ত্যাগে উৎসাহী ছিলেন। তবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অবস্থাই মারা যান। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কবিতা নিম্নরূপ :

তাক্ওয়া প্রসংগে :[৪৮]

ولست ارى السعادة جمع مال + ولكن التقى هو السعيد

وتقوى الله خير الزاد ذخرًا + وعند الله للاتقى مزيد

"ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকে আমি পূণ্যের আগ্রহশীলতা বলে মনে করি না। বরং আল্লাহকে যে ভয় করে সেই পূণ্যশীল। আল্লাহর ভয় উৎকৃষ্ট পাথেয় ও সঞ্চয় এবং আল্লাহ্ ভীরু লোকের জন্যে আল্লাহর নিকট বিরাট সওয়াব রয়েছে।"

শুকর প্রসংগে :[৪৯]

الحمد لله انى فى جوارفتى + حامى الحقيقة نفاع وضرار

"আল্লাহর শুকর যে, আমি এমন যুবকের আশ্রয়ে রয়েছি যে, বাস্তবতার হিফাযতকারী,কল্যাণদাতা এবং ক্ষতিকারক।"

১৪. নাবিঘাহ্ আল জু'দী (মৃ. ৫০ হি.) :

জু'দা গোত্রের কবি আবূ লায়লা কায়স ইবন আব্দুল্লাহ্ দীর্ঘজীবি কবিদের অন্যতম।[৫০] একাধারে ত্রিশ বছর যাবৎ কবিতা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন।[৫১] রাসূল (স.) এর দরবারে ক.াসীদা বলাতে তার জন্য দু'আ করেন আর এভাবে কবিতা বলার শক্তি ফিরে পান। তার কবিতা বলার প্রবাহের জন্য তাকে নাবিঘাহ্ (প্রবাহমান) বলা হয়।[৫২] তিনি প্রাক ইসলামী যুগেই মূর্তি পূজা, মদ্যপানের বিরোধী ছিলেন।[৫৩] তিনি গৌরব গাঁথা প্রশংসাগীতি, ব্যঙ্গ কবিতা, শোকগাঁথা ইত্যাদি সব ধরণের কম বেশী কবিতা রচনা করেছেন। নিম্নে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কবিতা উল্লেখ করা হল :

---

৪৭ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৪৮ ড. শওকী দয়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৪৯ ড. মুস্তাফা হাসান আযযায়ী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ড. মুজীবুর রহমান অনূদিত (রাজশাহী : মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা, বিনোদপুর বাজার, ১৯৯৬খৃ.), পৃ. ৫৮

৫০ আবূ যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবিল খাত্তাব আল কু.রাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

৫১ প্রাগুক্ত

৫২ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৫৩ আবূ যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবিল খাত্তাব আল কু.রাশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতা প্রসংগে :[৫৪]

فتى كملت اخلاقه غيرانه + جواد فما يبقى من المال باقيا

فتى تم فيه ما يسر صديقه + على ان فيه ما يسؤ الا عاديا

"এই যুবকের চরিত্র পরিপূর্ণ এবং সে দানশীল, ধন-সম্পদ অবশিষ্ট রাখেনা। তার মধ্যে বন্ধুদেরকে খুশী করার এবং শত্রুদেরকে অসন্তুষ্ট করার মত সব কিছুই বিদ্যমান রয়েছে।"

কৃতজ্ঞতা প্রসংগে :[৫৫]

الحمد لله لا شريك له + من لم يقلها فنفسه ظلما

الولج الليل فى النهار وفى الل + يل نهارا يفرج الظلما

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যার কোন শরীক নেই, যে ব্যক্তি একথা স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে তার আত্মা তিমিরাচ্ছন্ন। তিনি অন্ধকার বিদীর্ণ করে রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন।"

১৫. আমর ইবন মা'দীকরব (ম. ২৪ হি.) :

আমর ইবন মা'দীকরব দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ছিলেন, তাঁর কবিতায় বেদুঈন ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁকে মুখদ.রম কবিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দশম হিজরী সনে রাসূল (স.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ বকর (রা.) এর যুগে মুরতাদ হয়ে যান। কিছু দিন পর আবার ইসলামের আশ্রয়ে ফিরে আসেন।[৫৬] বিভিন্ন বিষয়ের উপর কবিতা রচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কবিতা নিম্নরূপ :

জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসংগে :[৫৭]

انما المرء باصغريه قلبه ولسانه فبلاغ المنطق

السداد وملاك النجدة الارتياد وعفوا الرأى خير من

استكراه الفكرة وتوقيف الخبرة خير من اعتساف الحيرة

"মনুষ্যত্ব নির্ভর করে মানুষের দু'টি ক্ষুদ্র বস্তুর উপর, তার একটি হল অন্তর, অপরটি জিহবা। সত্য ও সারল্য কথাকে আকর্ষণীয় করে তোলে, অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টার দ্বারা গন্তব্যস্থানে পৌছা সম্ভব হয়। কথার স্বাভাবিক প্রকাশ কষ্ট করে প্রকাশ করার চাইতে উত্তম। নিজের জানা জগতে বিচরণ করা, অজানা জগতে হাতড়িয়ে বেড়ানোর চাইতে নিরাপদ।"

---

৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৫৫ মো: রহীম উল্যাহ, "আব্বাসীয় যুগের আরবী কবিতার ভাব ও গঠন বৈশিষ্ট্য" পিএইচ. ডি এর অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, ২০০০ খৃ., পৃ. ১০৭

৫৬ আ.ত.ম.মুছলেহ্ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

'আলী (রা.)-এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়
'আলী (রা.)-এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান

মানুষ আল্লাহ তা'আলার সেরা মাখলুকাত। মানুষের মূল্যায়ন ও মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি হচ্ছে জ্ঞান। বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বহি:প্রকাশ ঘটে। এ বিষয়ে যার যতটুকু দখল রয়েছে সে তত উন্নত পর্যায়ে সমাসীন হয়েছেন। জ্ঞান ও বুদ্ধির অনুপস্থিতিতে মানুষের অবস্থান চতুস্পদজন্তুর সাথে তুলনা করা হয়। তখন ভাল-মন্দ বিচারের বোধশক্তি লোপ পেতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নি'আমতের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনীহা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর সৃষ্টিতে নিগুঢ় রহস্য ও তত্ত্ব উপলব্ধি তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠে না। পক্ষান্তরে জ্ঞান ও মা'রিফাত প্রাপ্তব্যক্তিগণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই সব কিছুর কারণ ও মালিক মনে করেন। নিপতিত দুঃখ-কষ্টের জন্য কোন মানুষকে দোষারোপ করে না। তাঁদের নির্মল হৃদয়ে কারো ব্যাপারে শত্রুতা ও ক্ষোভের সৃষ্টিও হয় না, তাঁরা কারো শত্রুও নন। জ্ঞানী ব্যক্তির এ নশ্বর জগতে চাওয়া পাওয়ার কিছুই থাকতে পারে না। কারণ, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নি'আমতটি সে ভোগ করছে। আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) বিভিন্ন সময়ের উপদেশ জ্ঞানের রহস্য সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়াস পেয়েছে। তাঁর থেকে কাব্যাকারে জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে আমাদের হাতের নাগালে যা পৌঁছেছে সেগুলো আমাদের পাথেয়। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

১. <u>জ্ঞান চলমান</u> :

মানুষের মাঝে লুকায়িত জ্ঞান সর্বত্রই বিরাজ করছে। কোন পাত্রে বা খাজানায় বন্ধক রাখার নয়। ব্যক্তির অবস্থান যত দূর্ভেদ্য স্থানে হউক না কেন জ্ঞান তার সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই থাকবে। নিম্নোক্ত চরণটিতে এ সত্যটি ফুটে উঠেছে :[১]

علمي معي اينما قد كنت يتبعني + قلبي وعاء لـه لاجـوف صندوق

ان كنت في البيت كان العلم فيه معي + او كنت في السوق كان العلم في السوق

আমি যেথায় থাকি না কেন জ্ঞান-বুদ্ধি আমার অনুসরণ করবেই। আমার অন্তর হচ্ছে জ্ঞানের পাত্র তার জন্য পৃথক কোন পাত্র নেই। যদি আমি ঘরে থাকি জ্ঞানও আমার সাথে তথায় থাকে। আর যদি আমার অবস্থান বাজারে হয় তাহলে জ্ঞানও সেথায় হাজির থাকে।

---

১ মুখতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ 'আলী, আদ দীওয়ান বাউমদাতুল বায়ান, (হিন্দিয়া : কুতুবখানা ইমদাদিয়া, দেওবন্দ, ইউ. পি. তা. বি.), পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

২. জ্ঞান কষ্টার্জিত ধন :

জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিক প্রচেষ্টা এবং কষ্টের পর মানুষের ছোঁয়ায় আসে। শুধু আশা-আকাংখা কিংবা অলসতার হাত সম্প্রসারণে নাগাল পাওয়া দুষ্কর, নিম্নোক্ত কবিতাটিতে তার প্রমাণ মিলে :[২]

لو كان هذا العلم يحصل بالمنى + ما كان يبقى فى البرية جاهل

اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا + فندامة العقبى لمن يتكاسل

" জ্ঞান যদি আশা-আকাংখার মাধ্যমে অর্জিত হত, তাহলে ভূপৃষ্ঠে কেউ অজ্ঞ থাকত না। চেষ্টা চালিয়ে যাও, ক্লান্তি ও অলসতার ছোঁয়া যেন না লাগে। পরিনাম তো সে-ই নিন্দিত, যাকে অলসতার জাল ঘিরে রেখেছে।"

৩. দ্বীনের রাহবার :

ধর্মীয় জ্ঞানে পন্ডিতব্যক্তিগণ সমাজ, জাতি তথা দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনে। ভ্রষ্টপথ হতে সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। নোংরামী, ভ্রষ্টতা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। তারা দেশের জন্য আলোকবর্তিকা ও মশালরূপে বিবেচিত হন। নিম্নোক্ত চরণটিতে এর প্রমাণ মিলে :[৩]

ما الفضلُ إلا لأهل العلم انهم + على الهدى لمن استهد نى ادلاء

وقدر كل امرئ ما كان يحسنه + وللرجال على الافعال اسماء

বিদ্বান ব্যতীত মর্যাদা পেতে পারে না। তারা সুপথে অটল থেকে অন্যদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। প্রত্যেক মানুষের ভাল-মন্দের কাজের উপরই তার মূল্যায়ন হয়। মানুষের কর্মের কারণেই নাম সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে।

৪. য়াতীমের পরিচয় :

বিবেক-বুদ্ধি মানুষের অমূল্য সম্পদ। মানুষের মর্যাদায় মাপকাঠি রূপ-সৌন্দর্য কিংবা পরিপাটি কাপড়ের ব্যবহারে নয়। অদ্রুপ মাতা-পিতার ইন্তিকালে মানুষ ইয়াতীম হয় না ; বরং বিবেকবান মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং বিবেকহীন মানুষই য়াতীম হয়। নিম্নোক্ত কবিতায় তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে :[৪]

---

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭ : ড. উমর ফারুক, আত্তাব্বা, দীওয়ানু আমীরিল মোমিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.), (লেবানন : শারিকা দার আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম, ১৪১৬/১৯৯৫), পৃ. ২১০

৩ ড. উমর ফারুক, আত্তাব্বা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩ তবে মুফতী ইব্রাহীম রচিত দীওয়ানের ১ম খন্ডে ...... ما الفصل الا এর স্থলে .... لافضل إلا এর উল্লেখ রয়েছে, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

ليس البلية فى ايامنا عجبا + بل السلامة فيها اعجب لعجب

ليس الجمال باثواب تزيننا + ان الجمال جمال العقل والأدب

ليس اليتيم الذى قد مات والده + ان اليتيم يتيم العلم والادب

"আমাদের যুগের ঘটিত দুর্যোগে আশ্চর্য হবার নয় ; বরং শান্তিতে বসবাসই তা'আজ্জুপের ব্যাপার। পোশাক-পরিচ্ছেদে সৌন্দর্য বর্ধিত হয় না জ্ঞান ও শিষ্টাচারেই সৌন্দর্য আসে। পিতৃহারা ইয়াতীম নয় ; বরং জ্ঞান ও শিষ্টাচারহারা ব্যক্তিই প্রকৃত ইয়াতীম।"

৫. অজ্ঞতার অভিশাপ :

অজ্ঞতার অভিশাপে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের করুণচিত্র নিম্নোক্ত কবিতায় ফুটে উঠেছে। তারা যেন জীবিত থেকেই পরপারের সাথীদের মত ব্যবহার পাচ্ছে। তাদের জীবনটাই যেন মৃত্যু :[৪]

وفى الجهل قبل الموت موت لأهله + واجسادُهم قبل القبور قبور

وان امرءً لم يحى بالعلم ميّت + وليس له حتى نشور

"মূর্খ লোকদের মৃত্যু আসার পূর্বেই অজ্ঞতার মাঝে তাদের মৃত্যু হয়। তাদের দেহ কবরে দাফন করার পূর্বেই যেন কবরে থেকে যায়। জ্ঞানের মাধ্যমে জীবিত না থাকলে সে সত্যিকারে মরদেহ। পুনরুত্থান দিবস অবধি সে প্রাণসহ উঠতে সক্ষম হবে না।"

৬. কৃতজ্ঞতার পাথেয় :

জ্ঞানের আধিক্যের কারণে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিমাপও বেড়ে যায়। আর আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে অকৃতজ্ঞতার হারও অত্যাধিক পৌঁছতে থাকে। মাখলুকাতের মধ্যে সবচেয়ে নৈকট্য হচ্ছেন নবীগণ ; তাই তারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, আর বিধর্মীরা অজ্ঞ থাকার দরুন অকৃতজ্ঞের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। নিম্নোক্ত চরণটিও তাই বলছে :[৬]

العلم بالله جماع الشكر + والجهل بالله جماعُ الكفر

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াই কৃতজ্ঞতার মূল মন্ত্র। আর আল্লাহ সম্পর্কে না জানাই হচ্ছে অকৃতজ্ঞতার উৎসস্থল।

---

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪, মুফতী ইব্রাহীম এর দীওয়ানে ২য় লাইনের ২য় ছত্রে ان الجمال جمال العقل والادب এর স্থলে ان الجمال جمال العلم والادب উল্লেখ রয়েছে এবং ৩য় লাইনের ২য় ছত্রে ان اليتيم يتيم العلم والادب এর স্থলে ان اليتيم يتيم العقل والحسب এর উল্লেখ রয়েছে, পৃ. ৮৮

৫ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮ : ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৭. সাহচর্যের প্রভাব :

নিষ্ঠাবান ও সৎলোকের সাহচর্যে মানুষ সৌন্দর্য ও সম্মান লাভ করে থাকেন। পক্ষান্তরে অসৎ কপটলোকদের সাহচর্যে দুঃচরিত্রের অধিকারী হয়। নিম্নোক্ত প্রবাদটি ("সৎ সংগ সর্গবাস, অসৎ সংগ সর্বনাশ") যেন কবিতারই আবেদন :[৭]

ولا تصحب اخا الجهل واياك واياه + فكم من جاهل اردى حكيما حين اخاه

يقاس المرأ بالمرأ اذا هو ما شاه + وللشئ من الشئ مقائيس واشباه

وللقلب على القلب دليل حين يلقاه

"মূর্খদের সংশ্রবে আসবে না, এর থেকে দূরে থাক, বেঁচে থাক। অনেক মূর্খব্যক্তি জ্ঞানীদেরকে তাদের সাহচর্যে এনে তাকে বিপথগামী করে ছেড়েছে। যার সাথে চলাফেরা হবে সে তার সমতুল্যই হবে। একটি বস্তু অপরটি পরিমাপ যন্ত্রের মতই হয়। দুটি ভিন্ন হৃদয় একত্র হলে একের প্রভাবে অন্যে প্রভাবিত হয়।"

৮. চাহিদার পূর্ণতা :

নশ্বর পৃথিবীতে মানুষের পথ পরিক্রমার জন্য প্রয়োজন পাথেয় ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এ সুযোগ-সুবিধাগুলো অন্বেষণের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে দেখা যায়। এতে চাহিদার কোন সীমা নেই। যার যত প্রয়োজন তার আরও প্রয়োজনের হাত সম্প্রসারিত হয়। মানুষের মাঝে সুগুজ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্যতম নি'আমত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে এ জ্ঞান দান করলে বুঝতে হবে যে, তার চাওয়া-পাওয়ার সব কিছুই যেন পূর্ণতায় ভরে গেছে। এ সত্য তত্ত্বটি নিম্নোক্ত চরণগুলোতে উত্তমভাবে ফুটে উঠেছে :[৮]

وافضل قِسْمِ الله للمرء عقله + فليس من الخيرات شيئ يقاربه

إذا اكمل الرحمن للمرء عقله + فقد كَمُلَتْ اخلاقُه ومارباه

---

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; তবে ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতীর তারীখু আল-খোলাফায় একই বিষয়ের কবিতার ছত্রে কিছুটা ভিন্ন পরিলক্ষিত হয়। যেমন : কবিতার শুরুতেই ولا تصحب এর স্থলে لا تصحب এবং ২য় ছত্রে اردى حكيما এর স্থলে اردى حليما এর উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাঁর গ্রন্থে وللقلب على القلب এর পূর্বে আর একটি পংক্তির (মিসরার) উল্লেখ রয়েছে। সে হিসেবে আমরা উক্ত পংক্তিটি গ্রহণ করলে সম্ভবত: উল্লেখিত কবিতায় শ্লোকের পূর্ণতা হিসেবে গণ্য করতে পারি। যেমন:

قياس النعل بالنعل اذا ما هو حاذاه + وللقلب على القلب دليل حين يلقاه

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, তারীখু আল-খোলাফা, (বৈরুত: দার আল-জায়ল, ১৪১৭/ ১৯৯৭), সংস্ক. ৩, পৃ. ২১৬।

৮ মুফতী মো. ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫; ড.'উমর ফারুক, আত্-তাব্বা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা পক্ষ থেকে উত্তম দান হচ্ছে বিবেক বুদ্ধি: উত্তম কোন বস্তু তার সমকক্ষ হয় না। যখন দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার মানুষের জ্ঞানের পূর্ণতাদান করেন তখন বুঝতে হবে যে, তার সমস্ত চরিত্র ও কাংখিত লক্ষ্য পূর্ণতা লাভ করেছে।

৯. অমর হওয়ার উপকরণ :

বিবেক-বুদ্ধির কারণে মরণশীল মানুষ পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকে। স্বচ্ছ বিবেক প্রসংশার পথ উন্মোচন করে। সঠিক বুদ্ধি স্বল্প হলেও অধিক ভ্রষ্ট বুদ্ধির চেয়েও উত্তম। ইবলীস তার অধিক ভ্রষ্টবুদ্ধির কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছিল। আলী (রা.) এর কবিতায় এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে :[৯]

يعيش الفتى فى الناس بالعقل انه + على العقل يجرى علمه وتجار به

يزين الفتى فى الناس صحة عقله + وان كان محظورا عليه مكاسبه

يشين الفتى فى الناس قلة عقله + وان كرمت اعراقه ومناصبه

বুদ্ধির কারণে মানবসমাজে অমর হওয়া যায়। কেননা বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা নির্ভর করে স্বচ্ছ বিবেকের উপর। কারণ স্বচ্ছ বিবেক মানুষকে সৌন্দর্যময় করে তোলে যদিও উপার্জনের দ্বারগুলো সীমিত হয়ে আসে। স্বল্প বুদ্ধিতে মানুষ কলঙ্কিত হয় যদিও বা বংশ ও মর্যাদা সম্পন্ন সমাজে বসবাস করে।

১০. কাজের উত্তম সময় :

আমীরুল মোমিনীন আলী (রা.) সপ্তাহের দিনগুলোকে বিভিন্ন কাজের শুভ সূচনা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, আর এ জ্ঞান ও বিদ্যা নবী ও অলী ব্যতীত সম্ভব নয়।[১০]

ক. শনিবার - মৎস্য শিকারের উত্তম দিবস :

لنعم اليوم يوم السبت حقا + لصيد ان اردت بلا امتراء

যদি নিরেট শিকার করতে চাও তাহলে শনিবারের দিনটি শিকারের জন্য উত্তম।

খ. রবিবার - বিল্ডিং নির্মাণের দিন :

وفى الاحد البناء لأن فيه + تبدّ الله فى خلق السماء

বিল্ডিং নির্মাণ করতে হলে রবিবার উদ্বোধন কর, কারণ এইদিন আল্লাহ তা'আলা আসমান সৃষ্টির সূচনা করেন।

গ. সোমবার - সফল ভ্রমন :

وفى الاثنين ان سافرتَ فيه + سَتَظْفَرُ بالنجاح وبالثراء

---

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬ ; উ. উমর ফারুক., আত্ তাকা, পৃ. ১৭৬

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩১

Dhaka University Institutional Repository

সোমবার যদি ভ্রমন কর তাহলে অচিরেই সাফল্য আর বিজয় আসবে।

ঘ. মঙ্গলবার - অপারেশনের দিবস :

ومن يرد الحجامة فالثلاثا + ففى ساعاتها هرقُ الدماء

যদি শিংগার (বর্তমান যুগে অপারেশন) কাজ করতে চাও তাহলে মঙ্গলবার দিনকে নির্বাচন কর, কারণ এ দিনে রক্ত ঝরানোর কাজ সফল হয়।

ঙ. বুধবার - ঔষধ সেবন :

وان شرب امرأ يوما دواءً + فنعم اليوم يوم الأربعاء

কেউ যদি ঔষধ সেবনের ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে বুধবার দিন তার সূচনা করবে কেননা ঔষধ সেবনের এটাই উত্তম দিবস :

চ. বৃহস্পতিবার - দু'আ দিবস :

وفى يوم الخميس قضاء حاج + ففيه الله يأذنُ بالدعاء

চাহিদা পূরণের দিবস হচ্ছে বৃহ:বার। কারণ এ দিনে আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবুল করেন।

ছ. শুক্রবার - বিয়ে ও ওয়লীমা দিবস :

وفى الجمعات تزويج وعرسٌ + ولذّاتُ الرجال مع النساء

বিয়ে ও ওয়ালিমার ধার্যকৃত দিবস হচ্ছে শুক্রবার, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য উপভোগ দিবস এই দিনে করা উচিৎ।

১১. নখ কাটার পদ্ধতি :

ইমাম গাজ্জালী (র.) তাঁর ইহয়াউল উলূম গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, নখ কাটার সুন্নত তরীকা সম্পর্কীয় কোন হাদীস আমি পাইনি, তবে এ কথা সত্য যে, রাসূল (স.) তাঁর ডান হাতের তর্জনী থেকে শুরু করে চারটি আঙ্গুলের নখ কেটে বাম হাতের কনিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে পর্যায়ক্রমে কেটে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে শেষ করতেন।[১১] এ সম্পর্কে চিন্তা করার পর আমার কাছে এ রেওয়ায়েতটি সহীহ মনে হল। কেননা, এমন যুক্তিপূর্ণ বিষয় নবুওয়তের নূর ছাড়া জানা যায় না। তত্ত্ব ও তথ্যের উল্লেখ করে 'আলী (রা.) বলেন :[১২]

قلّم اظافيرك بسنة وادب + يمنى ثم يسرى خوابسُ او خسبْ

---

১১ এহইয়াউ উলুমুদ্দীন, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রহ.) মাও: মহিউদ্দীন খান, অনু. (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স বাংলাদেশ জুলাই ১৯৯৮), খ. ১, সংস্ক. ৩, পৃ. ২৬২

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

তোমার নখ কাট সুন্নত তরীকায়, ডান হাত এর পরে বাম হাত পর্যায়ক্রমে খাওয়াবিস অথবা খাসাবের সাথে।

১২. মানুষের পরিসংখ্যান :

পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণীর মত বিচরণশীল মানুষের অভাব নেই কিন্তু সত্যিকার মানুষ নিরূপণের পরিসংখ্যান খুব কষ্ট এবং সংখ্যায় অতি অল্প। আলী (রা.) এর জ্ঞানের দর্পণে এ তত্ত্বটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে :[১৩]

ما اكثر الناس لا بل اَقلّهم + والله يعلم انى لم اقل فندا

انى لافتح عينى حين افتحها + على كثير ولكن لا ارى احدا

মানুষের সংখ্যা তো অনেক। নাহ্ বরং খুবই কম। আল্লাহই ভাল জানেন এ ব্যাপারে আমি মিথ্যা বলছি না। চোখ খুললে তো অনেককেই দেখি কিন্তু মানুষ হিসেবে কাউকে পাই না।

১৩. মানুষের শ্রেণী বিন্যাস :

মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কর্মপন্থা। নশ্বর পৃথিবীর আসক্তি ও অনাসক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষের শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। জ্ঞানগর্ভ এ তথ্যটি নিম্নরূপ :[১৪]

رُبَّ فتى دنياه موفورة + ليس له من بعدها آخره

وآخر دنياه مذمومة + يتبعها آخرة فاخره

وآخر قد حاز كليتهما + قد جمع الدنيا مع الآخرة

وآخر يحرم كليتهما + ليس له الدنيا ولا الآخرة

অনেক মানুষ এমন রয়েছে দুনিয়াটা যারা পরিপূর্ণভাবে পেয়েছে সেজন্য পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। অন্য একটি দল এমন যাদের জন্য দুনিয়াটা বিস্বাদের কিন্তু আখেরাতে তারা মর্যাদাসম্পন্ন হবেন। তৃতীয় দলটি উভয়টিই সঞ্চয় করেছে দুনিয়া ও আখেরাতের সমন্বয় করেছে। আর চতুর্থ দলটি দু'টো থেকেই বঞ্চিত। তাদের দুনিয়া ও আখেরাত কিছুই নেই।

১৪. সচেতন ব্যক্তিদের কর্মকান্ড :

প্রত্যেক শতাব্দীতে পৃথিবীর নিয়ম শৃংখলা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একজন করে কুতুব থাকেন। এ ছাড়াও হিদায়াতের পথের রাহবার হিসেবে আরও সচেতনব্যক্তিবর্গ থাকেন তাদের চলার পথই ভিন্ন থাকে। জ্ঞানগর্ভ এ সত্য উপলব্ধিটি নিম্নের পংক্তিগুলোতে পরখ করা যায় :[১৫]

---

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭, ড. 'উমর ফারুক আত্তাব্বা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم + والمنكرون لكل امر منكر

بقيت فى خلف يزين بعضهم + بعضا ليدفع معور عن معور

سلكوا بنيات فاصبحوا + متنكبين عن الطريق الاكبر

যাদের কর্মকান্ড অনুসরণযোগ্য, আর বেঁচে থাকতেন বিভিন্ন অপকর্ম থেকে, তারা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। উত্তরসূরীদের মধ্যহতে আমি বেঁচে আছি যারা পরস্পর দোষে অভিযুক্ত হয়ে একে অন্যের প্রশংসায় মেতে উঠে যেন সকল অভিযোগগুলো পর্দায় ঢাকা। এ লোকগুলো রাজপথ (শরী'য়তের পথ) থেকে দূরে সরে অলিগলি (প্রবৃত্তির অনুকরণের পথ) খুজতে থাকে।

১৫. বন্ধুর পরিচয় :

কিছু কিছু ব্যাপার আছে মানুষ তা স্থির করতে পারে না বাহ্যিক রং এক রকম কিন্তু আভ্যন্তরীন তা বিবর্ণরূপ লাভ করে থাকে। শত্রু কিংবা বন্ধু নির্বাচনেও একই ক্রটির সম্মুখীন হতে হয়। জ্ঞানানুদীদের জ্ঞান বিতরণের জন্য নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয়ই যথেষ্ট হবে :[১৬]

إن أخاك الصدق من يسعى معك + ومن يضر نفسه لينفعك

ومن اذا عاين امرا قطعك + شتت فيه شمله ليجمعك

তোমার কল্যাণে যে সচেষ্ট থাকে সে তোমার খাটি বন্ধু। তোমার উপকারের জন্য যে নিজের ক্ষতিটা সয়ে যায়। সম্পর্ক ছিন্নের অবস্থা যখন অবলোকন করে সান্তনা দেয়ার জন্য তার দল থেকে তোমার পাশে কি ছুটে আসে ?

১৬. খাটি বন্ধুর অভাব :

বন্ধুর পরিচয় যেমন দুস্কর তেমনি খাটি বন্ধুর বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ ফায়দা হাসিলের পর অনেকেই কেটে পড়ে। উক্ত জ্ঞানগর্ভ বিষয়টির পরিচয় নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোতে মিলে :[১৭]

لم يبق لى مؤنس فيؤنسى + الا أنيسٌ اخافُ من أنْسِه

فاعتزل الناس ما استطعت ولا + تركن إلى من تخاف من دنسه

---

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০, ড. উমর ফারুক, আত্ তাবআ' এর দীওয়ানে উক্ত বক্তব্যটির শাব্দিক কিছুটা পরিবর্তন রয়েছে কিন্তু অর্থের ব্যাপারে বড় ধরণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। যেমন : প্রথম চরণের ১ম ছত্রটি নিম্নরূপ : وان اخاك الحق من كان معك এবং ২য় চরণের ১ম ছত্র নিম্নরূপ : ومن اذا ريبُ الزمان صدعك পৃ. ১০৫।

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭, ড.'উমর ফারুক আততাবআ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

فالعبد يرجو ما ليس يدركه + والموت ادنى إليه من نفسه

আমাকে সান্তনা দেয়ার মত কোন সান্তনাদাতা নেই ; তবে একজন বন্ধু আছে যার বন্ধুত্বকে ভয় করি। সুতরাং মানুষ থেকে যথাসাধ্য দূরে থাক তার কাছেও ঘেঁয়ো না, কারণ সে খুবই নীচু শ্রেণীর। মানুষের তামান্না সে দিকেই যা পাওয়ার নয় অথচ মৃত্যু প্রাণের চেয়েও নিকটে।

১৭. বন্ধুত্বের সীমা :

নশ্বর পৃথিবীতে বন্ধুত্ব প্রকাশের নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ রয়েছে। কেননা প্রত্যেক জীবের নির্দিষ্ট সীমা আছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সাধ্য কারো নেই। বন্ধুত্বের সেই সীমা নিরূপনে একটি উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যা জ্ঞানের একটি নির্ঝরণীর বহি:প্রকাশ মাত্র:[১৮]

كنا كزوج حمامة فى ايكة + متمتعين بصحة وشباب

دخل الزمان بنا وفرق بيننا + إن الزمان مفرق الاحباب

আমরা জোড়া কবুতরের মত একটি নিভৃত বাসায় স্বাস্থ্য ও যৌবন নিয়ে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করছিলাম। আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে যুগ এসে বিচ্ছেদ ঘটালো, নিঃসন্দেহে যুগ বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটায়।

১৮. বন্ধুর সাথে ব্যবহার পদ্ধতি :

বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ব্যবহার পদ্ধতি কিরূপ হবে এবং ব্যবহার কেমন পেতে পারে। এ ব্যাপারে একটি জ্ঞানগর্ভ মূলনীতি নিরূপণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন :[১৯]

اصحب خيار الناس تنج سلما + ومن صحب الاشرار يوما سيجرح

وايـاك يوما ان تمازح جاهـلا + فتلقى الذى لا تشتهى حين يمزحُ

ولا تك عريضا يشاتم من دنى + فتشبه كلبا بالسفاهة تُنْبَحُ

ভাল লোকদের সংশ্রব গ্রহণ করলে অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পাবে। দুষ্ট লোকদের সংশ্রব নিলে যে কোন দিন আহত হবেই। মূর্খের সাথে হাসি তামাশা পরিহার কর কারণ তোমার সাথে সে হাসি ঠাট্টা করলে হয়ত তোমার নিকট অপ্রিয় লাগবে। মানুষের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করবে না যাতে নিকট স্বজনেরাও গালমন্দ করে, তাহলে ঘেউ ঘেউকারী কুকুরের সমতুল্য মূর্খতায় পর্যবসিত হবে।

---

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯-১২০

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯. বন্ধুর বাধন কঠিন :

কারো সাথে শত্রু ভাবাপন্ন হতে হলে দুর্বোধ্য বা কঠিন কিছু বিষয় নয় বরং সহজেই কাজটি করা যায়। কিন্তু সঠিক ও বিশুদ্ধ বন্ধুর বড়ই অভাব। বন্ধুর এ বাধনটি নির্ণয় করা সহজ নয়। জ্ঞানের এ দিকটির প্রতি আলোকপাত এভাবে করেছেন :[২০]

علمي غزير واخلاقي مهذبة + ومن تهذب يشقى في تهذبه

لو رُمت الفَ عدو كنتُ واجدهم + ولو طلبتُ صديقًا ما ظفرتُ به

আমার জ্ঞানের পরিধি অনেক, চরিত্র ও মার্জিত, উন্নত চরিত্র গঠন করতে হলে সংকট পাশাপাশি থাকবেই। যদি আমি ইচ্ছাকরি হাজার শত্রু অন্বেষণের, তাহলে অনায়াসেই পেয়ে যাব। আর একজন বন্ধু গ্রহণের ইচ্ছা করলেও সফল হতে পারি না।

২০. বন্ধুর শত্রু: শত্রু, বন্ধুর বন্ধু: বন্ধু

বন্ধুর সুখ-দুঃখে শোয়ার হওয়াই হচ্ছে সত্যিকারের বন্ধুত্বের নিদর্শন। সুতরাং বন্ধুর বন্ধুকে আপন ও নিকটতম ব্যক্তি মনে করতে হবে, তদ্রুপ বন্ধুর শত্রুকে শত্রু ভাবাই হচ্ছে এর দাবী। জ্ঞান ও বিচক্ষণতায় এ পংক্তিটি স্বীকৃত ও সর্বজন সমাদৃত :[২১]

صديق عدوى داخل فى عداوتى + وانى لمن ودّ الصديق ودود

فلا تقربن منى وانت صديقه + فان الذى بين القلوب بعيد

আমার শত্রুর বন্ধু আমার অবাধ্য হিসেবে সজাগ থাকত। আমি তো ঐ ব্যক্তির বন্ধু যে আমার বন্ধুর প্রতি মহব্বত রাখে। তাই এমন অবস্থায় শত্রুর বন্ধু হয়ে আমার নিকটে আসবে না কেননা এ রকম ভালবাসা অন্তরে স্থান দিতে চায় না বরং অনেক দূরে অবস্থান করে।

২১. রহস্য প্রকাশ অনুচিত :

কোন গুপ্ত কথা বা রহস্য যে কোন মানুষের নিকট প্রকাশ করা অনুচিত। কারণ, শ্রুত বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে যেরূপ বিপদের আশংকা রয়েছে তদ্রুপ শ্রোতার পক্ষ অবলম্বনের হিতাকাংখীরা তার কল্যাণে ব্যপৃত হতে পারে, পরিণামে অকল্পনীয় ক্ষতি হতে পারে। যেমন :[২২]

---

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯ : ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

২২ 'আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, তারীখু আল-খোলাফা আল রাশিদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬ : ড. উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, ৫৫ ; মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, ১৮৭, উক্ত কবিতাটি যাবী যাদাহ্ আলী ফাহমী রচিত হুসনুস্ সাহাবাহ্ ফী শরহি আশ আরিস্ সাহাবা নামক কিতাবে নিম্নরূপ :

فلا تفش سرك إلا اليك + فان لكل نصيح نصيحا

وانى رأيت هواة الرجا + ل لا يتركون اديما صحيحا

পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

ولا تفش سرك إلا اليك + فان لكل نصيح نصيحا

فاني رأيت غواة الرجا + ل لا يدعونَ اديمًا صحيحًا

তোমার গোপন রহস্য অন্যের নিকট প্রকাশ কর না, কারণ শ্রোতার ও কল্যাণকামী লোক রয়েছে: ভ্রষ্টদেরকে দেখেছি এ সুযোগে কাউকেই নির্দোষ থাকতে দেয় না।

২২. কাজে ত্বরান্বিত বর্জনীয় :

যে কোন কর্মকান্ডে ধীর স্থিরতা অবলম্বনে সুষ্ঠ ও নির্ভুল ফলাফল বয়ে আনে। আর তড়িঘড়ির মাঝে লুকিয়ে থাকে ভুল ও পদস্খলন। নিম্নোক্ত চরণটি চমৎকার একটি মূলনীতি হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য:[২৩]

والرفق يمن والاناءة سعادة + فتأنّ فى امر تلاق نجاحا

নম্রতা কল্যান বয়ে আনে স্থিরতা সৌভাগ্য আনে। সুতরাং যে কাজেই স্থিরতা ধীরতা অবলম্বন করবে সেথায় সফলতা আসবেই।

২৩. দুঃখের পর সুখ :

আলোর সীমা শেষ হলে অন্ধকার ঘনীয়ে আসে এটা যেরূপ ধ্রুব সত্য, তেমনি কষ্ট-ক্লেশের পরও আনন্দ ও সুখ উকি মারে। তবে নির্দিষ্ট সীমানা পার হতে হবে ; ধৈর্য্য ধরতে হবে। জ্ঞানের এ চিরসত্য বক্তব্যটির উপস্থাপনা নিম্নরূপ :[২৪]

اذا لنائبات بلغن المدى + وكادت تذوب لهن المهج

وَحَلَّ البلاءُ وبانَ العزاءُ + فعند التناهى يكونُ الفَرَجُ

যখন বিপদ চরম সীমায় পৌঁছে এবং প্রাণ উষ্ঠাগত (বিগলিত) হওয়ার উপক্রম হয় এবং বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ আসে এবং ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখনই চূড়ান্তভাবে স্বাচ্ছন্দ্য হাতের নাগালে আসে।

২৪. জ্ঞান-নিয়ে গর্ব নিষেধ :

জ্ঞান তথা বিদ্যা-বুদ্ধি আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যদিও চেষ্টা-প্রচেষ্টা মানুষের, কিন্তু পূর্ণতার মালিক আল্লাহই। সুতরাং জ্ঞানের ব্যাপারে গর্ব অহংকার অশুভণীয়, পরিত্যাজ্য। আমীরুল মোমিনীন আলী (রা.) তাঁর পুত্র ইমাম হুসায়নকে এ ব্যাপারে সতর্ক স্বরূপ বলেছেন :[২৫]

حسين اذا كنت فى بلدةٍ + غريبا فعاشر بآدابها

---

২৩ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, ৫৫

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০; ড. 'উমর ফারুক., পৃ. ১৭৮ তবে উক্ত গ্রন্থের উপরোল্লিখিত বিষয়ের ২য় চরণের ১ম ছত্রটি নিম্নরূপ : ولا تفخرن بينهم بالنهى

Dhaka University Institutional Repository

ولا تفخرن فيهم بالنهى + فكل قبيل بِالْبَابها

(হে বৎস) হুসায়ন ! তুমি যদি কোন শহরে মুসাফির হিসেবে অবস্থান কর তাহলে সে শহরের সভ্যতা অনুসারে জীবন-যাপন কর। তাদের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে গর্ব অহংকার করবে না, কেননা প্রত্যেক গোত্রের জন্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বসবাস করে।

২৫. জ্ঞান-সৌন্দর্য :

জ্ঞানের আলো যার ভিতর থাকবে, বাহ্যিক অবয়ব কুৎসিত হলেও জ্ঞানের মাধ্যমে লাবণ্যময় হয়ে উঠবে। জ্ঞান অন্বেষণ ক্লান্তির ছাপ প্রবেশ করতে পারে না। তন্ময় ও নিবেদিত প্রাণে তা সচেষ্ট থাকতে হবে। সভ্য-ভদ্র ও শিষ্টাচার জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোতে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে :[২৬]

العلم زينٌ فكن للعلم مكتسبا + وكن له طالبا ما عشت مقتبسًا

واركن إليه وثِق بالله وَغْن به + وكن حليما رَصِيْنَ العقل محترسًا

لا تسأمن فاما كنت منهمكا + فى العلم يوما واما كنتَ مُنْغَمِسًا

জ্ঞান হচ্ছে সৌন্দর্য, তাই জ্ঞান হাসিল কর, যতদিন বেঁচে থাকবে তালিবে ইলম হিসেবেই থাক। আর তা থেকে উপকারী হও। জ্ঞানের প্রতি একনিষ্ঠ হও, আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ এবং তাঁরই সাহায্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন কর। ধৈর্য-সহিষ্ণু হও বিজ্ঞ বিদ্যান হও এবং নিজকে রক্ষা করবে। জ্ঞান অন্বেষায় ক্লান্ত হইওনা বরং তন্ময় ও আত্মনিবেদনকারী হও।

২৬. অজ্ঞতা অবলম্বন যুক্তি সঙ্গত :

ভদ্রলোকদের পক্ষে সম্ভ্রম মর্যাদাহানি অজ্ঞতার চেয়েও খারাপ। মানহানি থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় না থাকলে অজ্ঞতা অবলম্বন শ্রেয়। এর মাধ্যমে মান-সম্মান রক্ষা পাওয়া যাবে। মহানবী (স.) বলেছেন : "যে তাঁর ইজ্জত রক্ষার জন্য নিহত হবে, সে শহীদী দরজা লাভ করবে।"[২৭] এ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যটি নিম্নরূপ :[২৮]

لئن كنتُ محتاجًا إلى العلم انني + إلى الجهل فى بعض الاحايين احوجُ

---

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫ ; ড. উমর ফারুকে.র দীওয়ানে শাব্দিক পরিবর্তন রয়েছে। ২য় ছত্রের ২য় পংক্তিটি নিম্নরূপ : وكن حليما رزين العقل محترسا এবং ২য় ছত্রের ১ম পংক্তিতে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়: لا تأمن .....এর স্থলে لاتسأ من , পৃ. ১৯১

২৭ ফজলুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, টীকা ৩৩, পৃ. vii

২৮ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০; ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

Dhaka University Institutional Repository

ولى فــرسٌ للعلـم بالحلم ملجـم + ولـــى فــرس للـجـهـل مسـرج

যদি আমার জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা হয় তাহলে কোন কোন সময় অজ্ঞতার আরো বেশী প্রয়োজন পড়ে। আমার কাছে এক সহিষ্ণুতার ঘোড়া আছে যা তার লাগামকে সহিষ্ণুতা দিয়ে বেঁধে রেখেছে এতদসত্ত্বেও আরেকটি অজ্ঞতার অশ্ব রয়েছে যার উপর অজ্ঞতার যীন রাখা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রয়োজনে মূর্খতা অবলম্বন করা উচিৎ তদ্রূপ সহিষ্ণু হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞদের সাথে সেরূপ আচরণই করতে হবে।

২৭. <u>উপমা</u> :

কোন কঠিন বস্তুকে সহজ সাবলীল মনোরম ও প্রাঞ্জলভাবে শ্রোতাকে বুঝাবার জন্য প্রয়োজন হয় উপমার। এ বস্তুনিষ্ঠ ও জ্ঞানগর্ভের প্রতি 'আলী (রা.) বিভিন্ন সময়ে ইংগিত প্রদান করেছেন। যা নিম্নরূপ:

ক. <u>দুনিয়া বিষতুল্য</u> : দুনিয়ার ভালবাসা একদিন বিলীন হয়ে যাবে এবং এর জন্য দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হবে।

قد رأيت القـرون كيف تفانت + درسـت ثم قيل كان وكانت

هـى دنيا كحية تنفث السـم + وان كانت الـمجسـة لانـت

অনেক শতাব্দী দেখেছ যা মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে এর শুধু অবশিষ্ট থাকে অমুক পুরুষ ছিল অমুক স্ত্রীলোক ছিল। দুনিয়াটা সাপের মত শুধু বিষ ছড়ায় যদিও ক্ষিণকায় ও দূর্বল।

খ. <u>দুনিয়া মাকড়সার জাল</u> :

দুনিয়ার জীবনটাই অস্থায়ী। এখানে স্থায়ীভাবে থাকার উপযোগী নেই। একদিন একস্থানে অন্যদিন আরেকস্থানে এভাবে মাকড়সার জালের মত স্থান পরিবর্তন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :[২৯]

إنما الدنيا فناءٌ ليس للدنيا ثبوت + انـمـا الدنـيا كبيت نسجته العنكبوت

ولـقـد يكـفيك ايها الطالب قـوت + ولعمرى عن قليل كل من فيها يموت

দুনিয়া নশ্বর, এর কোন স্থায়িত্ব নেই। দুনিয়ার ঘরটি যেন জালে বুনা মাকড়সার মত। হে দুনিয়ার অন্বেষণকারী একদিনের খাবারই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমার জীবনের শপথ ! যারা দুনিয়ায় বসবাস করছে খুব কম সময়ের মধ্যেই তারা মারা যাবে।

---

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭, ড. উমর ফারুকে.র দীওয়ানে ২য় লাইনের ১ম অংশে ولقد يكفيك এর পরে একটি (منها) বাড়ানো হয়েছে বাকী সব অনুরূপ। পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

২৮. সজাগ মন :

মানুষের হৃদয় স্বচ্ছ ও সজাগ রাখতে হবে। অপাত্রে বন্ধুত্ব স্থাপনে খেসারতের সীমা থাকবে না। যে আগ্রহ নিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়াবে, তাকেই এ ব্যাপারে সাড়া দিতে হবে। যে হাত গুটিয়ে ফেলবে তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করাই জ্ঞানীব্যক্তির উত্তম আচরণ। নিম্নোক্ত চরণটিতে এ বিষয়াদি ফুটে উঠে :[৩০]

ومن لم يرد فخله بمراده + ولا تعزنّ بهجره وبعاده

যে তোমাকে চায় না তাকে তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দাও, তার বিচ্ছেদ ও দূরত্বে দুঃখ নিওনা।

২৯. লুকানোর মত বিষয় :

মানুষের মাঝে দু'ধরণের প্রবৃত্তি বিচরণ করে থাকে। সুকীর্তি ও কুকীর্তি। কুকীর্তি যদি সুকীর্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখনি মানুষের থেকে অন্যায় আচরণ বেরিয়ে আসে। মানুষ তখন অন্যের উন্নতি অগ্রগতি সহ্য করতে অনভ্যস্ত হয়ে পড়ে, পরশ্রীকাতরতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। সেজন্য কিছু কিছু বিষয় আছে যা গোপন করা শ্রেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ বিষয়টির ব্যাপারে ইমাম আলী (রা.) সতর্কতা স্বরূপ বলছেন :[৩১]

عليكم بالثلاثة فاكتموها + شجاعتكم وعلمكم ومال

فان الناس اعداءٌ لهذا + ولا يرضيهم إلا الزوال

তিনটি বিষয় মানুষ থেকে লুকিয়ে রাখবে তা হচ্ছে : বীরত্ব বা সৌর্যবীর্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং ধন-সম্পদ। মানুষ এগুলোর ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হয় এবং অন্যের নিকট স্থায়ীত্বের ব্যাপারে একেবারেই নারাজ বরং পরশ্রীকাতরতার মনোভাবের দরুন অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে।

---

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৩১ মুখতার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

'আলী (রা.)-এর কাব্যে নৈতিক শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

'আলী (রা.)-এর কাব্যে নৈতিক শিক্ষা

ভাল-মন্দ, স্বাদ-বিস্বাদ, দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতি বিষয়াদি পৃথিবীর আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। প্রলয় পর্যন্ত এ ধাপ অব্যাহত থাকবে। প্রত্যেকটি কর্মের পিছনে দু'টি দিক থাকে। সফলতা ও ব্যর্থতা। আবার এ দু'টোর জন্য রয়েছে ফলাফল তিরস্কার ও পুরস্কার। মানুষের মাঝে দু'টি বিষয় কাজ করে একটি সুমতি অন্যটি কুমতি। সুমতির প্রভাবে ভাল কাজের বহি:প্রকাশ ঘটে। আর কুমতির প্রভাবে মন্দকাজের বহি:প্রকাশ হয়। মানুষের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে চতুর্থ খলীফা আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) নিজের বংশধরদেরকে এমনকি তাঁর অনুসারীসহ অন্যান্য লোকজনকে বিভিন্ন উপদেশ বাণী শুনিয়েছেন। কাউকে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ, কাউকে বিপদে ধৈর্য ধারণ,আবার কাউকে বিনয় ও উদারতার শিক্ষাদান, আবার অনেককে সংযতদৃষ্টি ও বাক সংযমের মাধ্যমে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে কেউবা অল্প তুষ্টে নীতি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, আবার কেউ বা হুহুদ, তাক্বওয়া ও বীরত্ব প্রকাশের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এ নৈতিকতার বিভিন্ন দিক সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. দুনিয়া হতে আত্মরক্ষা :

লোভ লালসা ও কামনার আঁচলে দুনিয়া পরিবেষ্টিত। অস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি স্থায়ী ভালবাসা বোকামী। যিনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং তিনিও পবিত্র আল-কুরআনে বারংবার দুনিয়া হতে আত্মরক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) এ সম্পর্কে বলেন :[১]

تحرز من الدنيا فان فنائها + محل فنا، لا محل بقاء

فصفوتها ممزوجة بكدورة + وراحتها مقرونة بعناء

দুনিয়া থেকে আত্মরক্ষা কর, দুনিয়ার আঙ্গিনা স্থায়ীত্বের নয় বরং অস্থায়ীত্বের। পৃথিবীর স্বচ্ছতা পঙ্কিলতার সাথে মিশ্রিত। দুনিয়ার প্রশান্তি কষ্ট-ক্লেশের সাথে জড়িত।

২. স্বচ্ছতার অন্বেষা :

পংকিল ও বস্তুময়যুক্ত দুনিয়ায় বিচরণ করে স্বচ্ছ নির্মল নিখুঁত বস্তু অন্বেষণ করা বোকামী বৈ নয়। দুনিয়ার একদিকে সুখ পেলে অন্যদিক কষ্ট পেতেই হবে, এ নিয়মেই দুনিয়ার সৃষ্টি। সুতরাং খাটি বস্তু দুনিয়া থেকে অর্জন সম্ভব নয়। এ প্রসংগে আলী (রা.) বলেন :[২]

---

১ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫; ড. 'উমর ফারুক. এর দীওয়ানে ২য় লাইনের প্রথম পংক্তিতে واعلم بانك ماعمرت مؤتمن এর স্থলে واعلم بانك ما عمرت ممتحن রয়েছে। পৃ. ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

يا طالب الصفو في الدنيا بلا كدر + طلبتُ معدومة فائيس من الظفر

واعلم بانك ما عمرت مؤتمن + بالخير والشر والميسور والعُسَرِ

হে স্বচ্ছতার অন্বেষণকারী ! তুমি পৃথিবী থেকে স্বচ্ছ ও নিষ্কলংক অস্তিত্ববিহীন বস্তু তালাশ করছ আর এতেই সফলতার নিরাশ হচ্ছ। জেনে রাখ ! তোমাকে দেয়া প্রদত্ত জীবনের সবটাই ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখ দ্বারা পরীক্ষা করা হবে।

৩. বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ :

সবর বা ধৈর্য্য একটি মহৎ গুণ, জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। ঈমানের সাথে সবর উৎপ্রোতভাবে জড়িত। মদীনার আনসারদের ঈমানী পরিচয় ছিল- সুখ-স্বাচ্ছন্দে শোকর করা, কষ্টে সবর করা এবং আল্লাহর আদেশের উপর সন্তুষ্ট থাকা। এ প্রসংগে খলীফা 'আলী (রা.) বলেন :[৩]

لا تسألنى كيف انت فاننى + صبور على ريب الزمان صليب

حريص على ان لا يرى بى كآبة + فيشمتُ عادٍ او يسأءُ حبيبُ

আমাকে জিজ্ঞেস কর না কেমন আছ ? কালের কষাঘাতের মোকাবেলায় ইস্পাত কঠিন ধৈর্যশীল রয়েছি। এ কামনায় যে, কেউ যেন আমাকে বিমর্ষ না দেখে। কারণ এতে শত্রু খুশী হবে আর বন্ধু দুঃখিত হবে।

৪. সহিষ্ণুতার মর্যাদা :

নশ্বর পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট অহরহ আসবে। আর সর্বাবস্থায় অটুট অবিচল থাকাই হচ্ছে মুমিনের লক্ষণ। এ সম্পর্কে আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) বলেন :[৪]

---

৩ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী এহ'ইয়াউ উলুমিদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৮ ; ড. উমর ফারুকে.র দীওয়ানে এ কবিতার শুরু فإن تسألنى দিয়ে আর প্রথম লাইন শেষ হয়েছে صليب এর স্থলে صعب দিয়ে, পৃ. ২৮। উক্ত কবিতাটি সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে যে, উক্ত পংক্তিদ্বয় বনী সালিমের জনৈক ব্যক্তির, কে বা কাহারা উক্ত দীওয়ানে অনুপ্রবেশ করেছে জানা নেই, বিস্তারিত দেখুন হাশিয়া মুফতী ইব্রাহীমের দীওয়ানের ৮১ নং পৃষ্ঠায় এবং ড. 'উমর ফারুকে.র দীওয়ানের শিরোনামের নামের নীচে (قيل) "বলা হয়েছে" উল্লেখ করে বলেন যে, 'আলী (রা.) এর ভাই 'আকীল ইবন আবী তালিবের কিতাবে উক্ত পংক্তিদ্বয় পাওয়া গিয়েছে।

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

هى حالان شدة ورخـاء + وسجـالان نـعمـة وبـلا

والفـتى الحاذق الاديبُ اذا+ ما خانه الدهر لم يخنه عزاء

ان المت ملمة بى فانـى + فـى الملمات صخرةٌ صمـاء

عالـم بالبلاء وعلما بان + لـيس يـدوم النـعيمُ واللاواءُ

দুনিয়ার দু'টি অবস্থা, সুখ ও দুঃখ, নি'আমত ও মুসীবতের দু'টি বালতি রয়েছে। যুগ গাদ্দারী করলেও বুদ্ধিমান যুবক ধৈর্য্যের মাধ্যমে জবাব দেয়। আমার প্রতি বিপদ আসলে কঠিন পাথর হয়ে যাই। বিপদাপদ সম্পর্কে আমি বিশেষজ্ঞ, কারণ দুনিয়ার নি'আমত স্থায়ী হয় না আর বিপদও দীর্ঘায়ু হয় না।

৫. <u>উদারতার প্রবাহ</u> :

সুসময়ে ও দু:সময়ে সর্বদা দান-দক্ষিণা ও উদারতার হাত সম্প্রসারণ করা মহৎ ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য গুণ। দান-দাক্ষিণায় ধন-সম্পদ ক্ষয় ও হ্রাস পায় না বরং মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। অঢেল সম্পদ হাতের নাগালে থাকার সময় কৃপণতা করে বসলে নিঃস্ব অবস্থায় দানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দান করা সম্ভব হবে না এবং এ জন্য নিজেকে গালমন্দ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। তাই উদারতা ও বদান্যতাকে চরিত্রের ভূষণ বলা হয়ে থাকে। খলীফা 'আলী (রা.) সে দিকে ইংগিত করছেন নিম্নোক্ত চরণদ্বয়ের মাধ্যমে :[৫]

اذا جادت الدنيا عليك فجدبها + على الناس طرا انها تـتـقـلـب

فلا الجود يغنيها اذا هى اقبلت + ولا البخل يبقيها اذا هى تذهب

পৃথিবী যখন বদান্যতার ব্যবহার তোমার সাথে করে তখন সানন্দে মানুষকে বিলিয়ে দাও কারণ পৃথিবীটা কিন্তু পরিবর্তনশীল। যখন সম্পদ আসা শুরু করে তখন উদারতায় তা শেষ হয় না। আর যাওয়া শুরু করলে কৃপণতার মাধ্যমে তা ধরে রাখা যায় না।

৬. <u>নীতি বাক্য</u> :

আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মুসলিমীন 'আলী (রা.) বিভিন্ন সময়ে তাঁর সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন যা সত্যিই সবার জন্য অনুসরণযোগ্য। নিম্নে এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল :[৬]

---

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৭১ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

ক. ধৈর্য্যে সফলতা :

تَرَدَّ رداءَ الصبر عند النوائب + تنل من جميل الصبر حسن العَوَاقِبِ

وكن صاحبا للحلم فى كل مشهد + فما الحلم الاخير خدن وصاحب

দুঃসময়ে তুমি ধৈর্য্যের চাদর পরিধান কর, এর ফলে তোমার শুভ পরিণতি হবে। সর্বক্ষেত্রে সহনশীলতা ও ধৈর্য্যের আচরণ করলে উত্তম বন্ধু পাওয়া যাবে।

খ. অঙ্গীকার রক্ষার সফলতা :

وكن حافظا عهد الصديق وراعيا + تذق من كمال الحفظ صفو المشارب

বন্ধুর সাথে কৃত ওয়াদা অঙ্গীকারের পূর্ণ রক্ষক হয়ে যাও, এর ফলে তুমি সুমিষ্টি পানীয় পাবে।

গ. কৃতজ্ঞতার ফল :

وكن شاكرا لله فى كل نعمةٍ + يُثِبْكَ على النعمى جزيل المواهب

প্রতিটি প্রদেয় নে'আমতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন।

ঘ. উচ্চ মর্যাদার অন্বেষণকারী :

وما المرأ إلا حيث يجعل نفسه + فكن طالبا فى الناس اعلى المراتب

মানুষ নিজেকে যেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেখানেই স্থান করে নিতে পারে। সুতরাং মানুষের উচিৎ উচ্চ মর্যাদার অন্বেষী হওয়া।

ঙ. স্বকীয়তা বজায় রাখা :

وصُنْ منك ماءَ الوجه لا تبذُلَنَّه + ولا تسئل الانذال فضل الرغائب

নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে চল, কখনও নিজের মান-সম্মান নষ্ট করবে না, আর অর্বাচিনদের থেকে উপহার সামগ্রী তলব করবে না।

৭. শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি :

আল্লাহ তা'আলা কাউকে ইচ্ছা করলে স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা সৃষ্টি করতে পারেন। এতে শ্রেষ্ঠত্বের কোন ধারেই আসেনা, যে পর্যন্ত না সে সদগুণের মাধ্যমে চরিত্র গঠন করতে পারবে। তদ্রুপ বংশ মর্যাদা ও মানুষকে সম্মান দিতে পারে না শিষ্টাচার ব্যতীত। ইমাম হাসান (রা.) কে উপদেশের ছলে বলেন :[৭]

لوصيغ من فضة نفس على قدر + لعاد من فضله لما صفا ذهبا

ما للفتى حسب إلا اذا كملت + ادابُه وحوى الآداب والحسبا

---

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

যদি মানুষ রৌপ্যের তৈরী হয় (তবে আশ্চর্যের কিছু নেই) সদগুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা হতে পারে। শুধুমাত্র বংশ মর্যাদার উপনীত হলেই সম্মানের পাত্র হবে না তাকে এর শিষ্টাচারের যত উপকরণ আছে তা অর্জন করতে হবে।

৮. নীরবতা :

জ্ঞান যে বস্তুকে বেষ্টন করে, জিহবাই তা বর্ণনা করে সত্য হোক অথবা মিথ্যা। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে জিহবার কর্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত, এর কোন সীমা পরিসীমা নেই। জিহবার সঞ্চালনেই ভুল ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অযথা কথা বলার চেয়ে নীরবতা শ্রেয়। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেও নীরবতা স্বর্ণের মত আরও অধিক মূল্যবান হয়ে থাকে। ইমাম আলী (রা.) সে দিকেই ইংগিত করেছেন:[৮]

ادبت نفسى فما وجدت لهـا + بغير تقـوى الالـه مـن أدب

فـى كل حالاتهـا وان قصرت + افضل من صمتها عـن الكذب

وغـيبـة الناس ان غيبتهـم + حـرمها ذو الجلال فى الكتب

ان كان من فـضـة كلامـك يا + نفس ان السكـوت من ذهـب

আমি আমার আত্মাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছি ; আল্লাহ তা'আলার ভয় ব্যতীত কোন শিষ্টাচার পাইনি। যদিও তা ক্ষুদ্র হয় মনের সকল অবস্থায় মিথ্যা বলার চেয়ে মৌনতা উত্তম উপায়, এবং পরনিন্দা থেকে মৌনতা অধিক উত্তম কারণ আল্লাহ আ'আলা পবিত্র কুরআনে তা হারাম করেছেন। তোমার কথন যদি রৌপ্যের তুল্য হয় তাহলে নীরবতা তো স্বর্ণের মত মূল্যবান হবে।

৯. অল্পে তুষ্টি :

প্রকৃত ধনাঢ্য ব্যক্তি সে, যার আশা-আকাংখা খুবই সীমিত এবং যতটুকুতে চলে তা নিয়ে তুষ্ট থাকে। কানাআত তথা অল্প তুষ্টির প্রশংসায় রাসূল (স.) বলেন :[৯]

طُوْبى لمن يُهدى إلى الإسلام وكان عيشه كِفَافًا وقنَعَ بـه

সে ব্যক্তির জন্য মোবারকবাদ, যাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করা হয়, যার জীবিকা ধারণ পরিমাণে সীমিত হয় এবং তাতেই সে তুষ্ট থাকে। এ প্রসংগে আলী (রা.) বলেন :[১০]

افلح من كان لـه كريـدة + يأكـل منها ثـم يثنـى جيـده

সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যার অল্প কটি খুরমা অবশিষ্ট ছিল এবং তা থেকে খেয়ে দিনাতিপাত করল।

---

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১; ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৯ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮৩

১০ মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

Dhaka University Institutional Repository

১০. <u>সংযত দৃষ্টি</u> :

লোলুপদৃষ্টি বর্জন তথা সংযত দৃষ্টি তাকওয়া ও পবিত্রতা অর্জন এর সর্বোত্তম মাধ্যম। অন্যায় ও পাপকাজের প্রথম সোপান হচ্ছে দৃষ্টি। যিনি দৃষ্টি সংবরণ করবেন তিনি পাপ থেকে মুক্ত থাকবেন। এ প্রসংগে আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) বলেন :[১১]

اقــول لـعينى احبـسى اللحظـات + ولا تـنـــظـرى يا عـيـن بالسرقات

فكم نظرة قادت إلى القلب شهوةً + فأصبـح منها القلبُ فـى حسراتٍ

আমি আমার চোখকে বলছি দৃষ্টি সংযত রাখবে ; হে চোখ, অসংযত পরিবেশের প্রতি তাকাবে না, এমন অনেক দৃষ্টি অন্তরে কামের আগুন জ্বালিয়ে দেয় যার ফলে অন্তর থেকে অহেতুক আফসোস ও হায়হুতাস নির্গত হয়।

১১. <u>অপকর্ম এড়ানোর উপায়</u> :

অন্যায় ও অপকর্ম এড়ানোর বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে মৌনতা ও দৃষ্টি এড়ানো উল্লেখযোগ্য। চোখ থাকতেও না দেখার ভান ধরা কিংবা বাকশক্তি থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার না করা। সামাজিক জীবনে এ দু'টোর কন্ট্রোল করা উচিত। এ প্রসংগে নিম্নের চরণগুলো নৈতিকতার উপজীব্য বিষয় :[১২]

أُغَمِّضُ عـيـنــى فـى امـور كثيـرة + وانــــى على ترك الغمـوض قـدير

ومـا مـن عمى أُغمِضى ولكن لربما + تعامى واغمضى المـرءَ وهــو بصـير

واسكت عن اشياء لو شئت قلتها + ولـيس عـلينا فى القــال اميـــرُ

أُصَـبِّرُ نفسى باجتهادى وطاقتى + وانـى بـاخــلاق الجـميـع خبير

অনেক বিষয়ে না দেখার ভান করি, অথচ এ ভান ত্যাগ করতে আমি সক্ষম। অন্ধ হওয়ার কারণে চোখ বন্ধ করি না অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে অন্ধ হওয়া লাগে ; চোখ থাকতে বুজাঁ লাগে। অনেক ব্যাপারে নীরব থাকি ইচ্ছা করলেই কথা বলতে পারি। কথা বলার ক্ষেত্রে আমার উপর কেহ শাসনকর্তা নেই। চেষ্টা ও শক্তিতে আমার মন সংযত রাখি সবার চরিত্র সম্পর্কে কম বেশী জানি।

১২. <u>অমর থাকার উপায়</u> :

ক্ষনস্থায়ী জীবন থেকে সবাই একদিন হাত গুটিয়ে নিবে। পৃথিবী ধ্বংস লীলার সম্মুখীন হবে। তবুও কিছু কিছু বিষয় এমন আছে যা হাসিল করলে পৃথিবীলয় তাবৎ অমর থাকা যায় তা হচ্ছে :

---

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১ : ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩ : ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সদ্ব্যবহার। সচ্চরিত্রবান ও সদ্ব্যবহারে ভূষিত ব্যক্তি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে তার জন্য মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে দু'আ করে এবং সুনাম-সুখ্যাতির স্তুতিবাণী প্রকাশ করে থাকে। নৈতিকতার এ উজ্জ্বল বাণী নিম্নরূপ :[১৩]

اريد بذاكم ان يمشو لطلقتى + وان يكثروا بعدى الدعاء على قبرى

وان يمنحوانى فى المجالس وُدّهم + وان كنت عنهم غائبا احسنوا ذكرى

এ সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক। মৃত্যুর পর তারা যেন আমার কবরে দু'আ পেশ করে। তাদের বৈঠকে যেন আমার সঙ্গে ভালব্যবহার করে আর আমার অনুপস্থিতিতে যেন সুনাম গায়।

১৩. নৈতিক চেতনার উপকরণ :

ইনসানের মূলধাতুগত অর্থই হচ্ছে বিস্মৃত হওয়া, এবং সর্বশেষ অন্যায়ের প্রতি ধাবিত হওয়া। সুতরাং অন্যায় থেকে বেঁচে থাকার উত্তম উপায় হচ্ছে নিজের সম্পর্কে দেখবাল করা। সুপ্ত বিবেকের ছায়াতলে অন্যায়গুলো উপস্থাপন করে বর্জনের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা। এ সম্পর্কে নিম্নের চরণগুলো আলী (রা.) এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয় :[১৪]

اتم الناس اعرفهم بنقصه + واقمعهم لشهوته وحرصه

فدان على السلامة من يدانى + ومن لم ترض صحبته فاقصه

ولا تستغل عافية بشئ + ولا تسترخصن اذى لرخصه

وخل الفحص ما استغنيت عنه + فكم مستجلب عيبا لفحصه

মানুষের মাঝে সবচেয়ে সচেতন ও পূর্ণাঙ্গ ঐ ব্যক্তি যে, নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সজাগ এবং লোভ লালসাকে সংরক্ষণ করে। যে তোমার নিকটতম, শান্ত মনে তার সঙ্গে থাক এবং যে তোমার সাহচর্যে সন্তুষ্ট নয় তাকে দূরে রাখ। কোন জিনিসের নিরাপত্তাকে মহার্ঘ মনে কর না এবং অন্যায় অত্যাচারকে সস্তা মনে কর না যদিও তা সহজলভ্য হয়। অন্যের দোষ অন্বেষণ থেকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চল কারণ অনেকেই এ কাজে জড়িয়ে বিপদ ডেকে নিয়ে এসেছে।

---

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬ ; ড. উমর ফারুকের দীওয়ানের এ বিষয়টির চরণগুলোতে অনুবাদে তেমন পার্থক্য না থাকলেও শব্দ উপস্থাপনে ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। যা নিম্নরূপ :

اريد بذاكم ان تمشو لطلعتى + وان تكثروا .....

وان تمنحونى فى المجالس ودكم + وان كنت عنكم غائبا تحسنوا ذكرى পৃ. ৭৭

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২; ড. উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

১৪. উলুবনে মুক্তা ছিটানো :

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ইজ্জত সম্মান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকেন। তাকে সম্মান প্রদর্শনে এ কাজের পরিণতি আরও প্রশংসিত হতে থাকে। পক্ষান্তরে অভদ্রকে সম্মান প্রদর্শন করলে তার মর্যাদা বুঝবে না এটা উলুবনে মুক্তা ছিটানোর মতই হবে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত চরণদ্বয় উল্লেখযোগ্য :[১৫]

لا تضع المعروف فى ساقط + فذاك صُنْعٌ ساقط ضائعٌ

وضعه فى حر كريم يكن + عرفك مسكا عرفه ذائعٌ

নিচাশয়ের প্রতি অনুগ্রহ কর না, কারণ তা নষ্ট ও নিষ্ফল হবে। আর ভদ্র সম্ভ্রান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর তাহলে মেশকে পরিণত হবে সুগন্ধি ছড়াবে।

১৫. ভদ্রতার নিদর্শন :

সভ্য ভদ্র ব্যক্তিদের থেকেই সুন্দর ব্যবহারের আশা করা যায়। তাদের দান-দক্ষিণার পেছনে কোন পিছুটান নেই। করুণা ও অনুগ্রহের পর কোন খোঁটা নেই। সত্য ও উত্তম গুণাবলী অর্জন পর্বতশৃংগ সম সুউচ্চ ও কঠিন যা হাসিল করা কষ্টসাধ্য। ভদ্রতা শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন :[১৬]

الفضل من كرم الطبيعة + والمن مفسدة الصنيعة

والخير امنع جانبا + من قمة الجبل المنيعة

والشر اسرع جرية + من جرية الماء السريعة

বদান্যতা ভদ্রজনদের থেকেই প্রকাশ পায়, করুণা ও অনুগ্রহের খোঁটা সৎকাজ নষ্ট হয়ে যায়। কল্যাণের অবস্থান পর্বতের চূড়ার চেয়ে সুউচ্চ ও প্রতিরোধ্য। আর অপকারের স্রোত পানির চেয়ে দ্রুতবেগে গমনকারী।

১৬. সময়োচিত জবাবদান :

সক্ষমতার সময় শত্রুদের সময়োচিত জবাবদানই তন্ত্রোচিত ও জ্ঞান সম্বলিত কর্ম। শত্রুকে প্রশ্রয়দান মারাত্মক অন্যায় ও জঘন্য কাজ। শত্রুর সাথে সহজ সরল ও অমায়িক ব্যবহার দেখানো বিচ্ছুকে দুধ কলা দিয়ে পোষারই নামান্তর। এ সম্পর্কে ইমাম 'আলী (রা.) এর দিক নির্দেশনা নিম্নরূপ :[১৭]

وداو عدوا داءه لا تداره + فان مداراة العدى ليس تنفع

فانك لو داريت عامين عقربا + وقد مكنت يوما من الدهر تلسع

---

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭

Dhaka University Institutional Repository

শত্রুর রোগের জন্য উত্তম প্রতিশোধক দাও, তার প্রতি কোন করুণা ও দয়া করে লাভ নেই। কারণ বিচ্ছুকে আজীবন লালন-পালন করে সে সুযোগ বুঝে দংশন করবেই।

১৭. ভারসাম্য নীতি অনুসরণ :

বাড়াবাড়ি কিংবা শৈথিল্য প্রদর্শন কোনটাই ভাল নয়। এর মাধ্যমে সুনামের পরিবর্তে দুর্নাম, সফলতার স্থলে ব্যর্থতার গ্লানি কাঁধে নিতে হয়। সুতরাং ভারসাম্য নীতি অনুসরণে অপমান কিংবা দুর্নাম কোনটাই পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে মাখামাখি যেমনটি শুভনীয় নয় তদ্রুপ শত্রুর সাথেও মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি অনুচিত, কারণ বন্ধু যে কোন সময় শত্রু হয়ে যেতে পারে এবং শত্রু ও সময়ের ব্যবধানে বন্ধুর হাত সম্প্রসারিত করতে পারে। নৈতিকতার এ উজ্জ্বল শিক্ষা নিম্নোক্ত চরণগুলোতে শোভা পাচ্ছে :[১৮]

فكن معدنا للحلم واصفح عن الاذى + فانك راء ما عملت وسامع

واحبب اذا حببت حبا مقاربا + فانك لا تدرى متى انت نازع

وابغض اذا بغضت بُغْضًا مقاربا + فانك لا تدرى متى انت راجع

তুমি সহিষ্ণুতার খনি হও কষ্টদান থেকে এড়িয়ে চল তবে কৃতকর্ম সম্পর্কে দেখবে শুনবে। কাউকে ভাল বাসলে ভারসাম্য নীতি অনুসরণ কর ; তুমি তো জাননা তার সাথে কখন আবার ঝগড়াটে হয়ে যাবে। আর শত্রুর সাথেও এ নীতি অবলম্বন কর, কারণ জানা নেই কখন বা আবার শত্রুতা ছেড়ে ফিরে আসে।

১৮. ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষার সময় :

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। ছোট বেলার শিক্ষা শিক্ষাটাই সমাজে চলার জন্য তার পাথেয় হয়ে থাকবে। তার শিষ্টাচারের এ নীতির স্থায়িত্ব হবে। কোন দুর্বিপাকের চক্করে তা মলিন হবে না এ যেন শীলালিপির মত অক্ষয় ও অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। নৈতিকতার এ প্রধান উপদেশটি নিম্নরূপ :[১৯]

حرض بنيك على الاداب فى الصغر+ كيما تقر بهم عينا ك فى الكبر

وانما مثل الاداب تجمعها + فى عنفوان الصبى كالنقش فى الحجر

هى الكنوز التى تنمو ذخائرها + ولا يخاف عليها حادث الغير

---

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০, ড. 'উমর ফারুকে.র দীওয়ানে এ বিষয়ের কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১ম লাইনেই এ দৃশ্যটি দেখা যায়। যেমন :

وكن معدنا للحلم واصفح عن الاذى + فانك لاق ما عملت وسامع পৃ. ১০৬

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-৪০ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ان الاديب اذا زلـت به قدم + يـهـوى عـلى فرش الديباج والسرر

নিজ সন্তানদেরকে শৈশবেই শিষ্টাচারে উদ্বুদ্ধ কর, যেন তাদের মাধ্যমে বার্ধক্যে নয়নযুগল শীতল হয়। শৈশবে শিষ্টাচার শিক্ষাদান যেন পাথরে লিখার মত, ভদ্রতা এমন খনি যার রত্নসম্ভার দিন দিন বেড়েই চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোন আশংকা নেই। ভদ্রব্যক্তির পা ফস্‌কে গেলেও তার পদাচারণা পড়ে রেশমী চাদর ও সিংহাসনে।

১৯. তাকওয়াই পাথেয় :

প্রকৃত মোমিনের রসদ টাকা পয়সা ও ধন-সম্পদ নয় বরং তাকওয়াই উত্তম পাথেয়। তাকওয়া সম্বলিত মন, তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গ সামাজিক জীবনে যেরূপ দৈন্যের কবলে পড়ে না তদ্রুপ আখিরাত জীবনেও কোন ভয় ও শংকা থাকবে না। তাকওয়ার গুনটি অর্জনে ব্যর্থ হলে পুনরুত্থান দিবসে তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিদান অবলোকনে অনুতপ্ত ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। তারা যেন ফসল কাটার দিনে কৃষকদের দেখে লজ্জিত বোধ করবে। এ প্রসংগটি নিম্নোক্ত চরণটিতে ফুটেছে :[২০]

اذا انـت لـم تزرع وابصرت حاصدًا + ندمتَ عـلـى التفريـط زمـن البذر

وما ان ليـوم الـبـعث زادٌ سوى التقى + تـزودتـه حتى القيامـة والحشر

অলসতার ফলে বপন না করার কারণে ফসল কর্তন দিবসে তো লজ্জিত হবেই। পুনরুত্থান দিবসে তাকওয়া ছাড়া কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত আর কোন পাথেয় নেই।

২০. ভ্রমনের উপকার :

ভিন্ দেশ ভ্রমনে অনেক বিজ্ঞজনের সাক্ষাৎ ঘটে। কৃষ্টি কালচার সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়, সর্বোপরি অনেক নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান মিলে। এ ছাড়া বিদেশে স্বজনহারা থাকার কারণে রিযক, অন্বেষায় আত্মনিয়োগের চাহিদা হয় সর্বোপরি ভ্রমনের মাধ্যমে স্বদেশের বেকারত্ব দূরীভূত হয়। নিম্নোক্ত বয়ত থেকে তা স্পষ্ট হয় :[২১]

تغرب عن الاوطـان فـى طلب العلى + وسافـر ففى الاسفار خمس فوائد

تـفـرجهم واكـتـسـاب مـعـيشـة + وعـلم وآداب وصـحبـة مـاجـد

উচ্চমর্যাদার জন্য মহল ছেড়ে বেরিয়ে যাও ; ভ্রমন কর এতে পাঁচটি উপকার রয়েছে। ১. দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয় ২.রুযী রোযগারের ব্যবস্থা হয় ৩. জ্ঞানে সংযোজন হয় ৪. ভদ্রতা অর্জন করা যায় ৫. মনীষীদের সাহচর্য মিলে।

---

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

২১. অবমাননায় জীন্দিগী পরিহার :

অপমান ও লাঞ্ছনার কষাঘাত থেকে নিজেকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। অপমানের মাধ্যমে বিপুল সম্পদের নাগাল পেলেও তা পরিহার করাই শ্রেয়। রিযক্কে.র জন্য বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই সুদূর নক্ষত্রের দেশর মত দুরত্ব থেকেও আসতে পারে। লাঞ্ছনাকর পরিবেশ থেকে সওয়াল না করা উচিৎ এবং স্বনির্ভরতার মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হতে হবে। এ নৈতিকতার বহি:প্রকাশ নিম্নরূপ :[২২]

لا تطلبن معيشة بمزلة + وارفع بنفسك عن دنى المطلب

واذا افتقرت فدا وفقرك بالغنى + عن كل ذى دنس كجلد الاجرب

فليرجعن اليك رزقك كله + لو كان ابعد عن محل الكوكب

লাঞ্ছনার মাধ্যমে জীবিকা অন্বেষণ করবে না, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে নিজেকে সমুউচ্চ রাখ। দরিদ্র হলে স্বনির্ভতার মাধ্যমে চিকিৎসা কর, পাঁচড়াযুক্ত উটের চামড়ার মত নোংরা জিনিষের প্রতি নির্ভর করবে না। অবশ্যই তোমার রিযক নাগালে পৌছবে যদিও তা নক্ষত্রপুঞ্জের কক্ষ পথ থেকেও বহুদূর হয়।

২২. মনীষীদের সাফল্যের উপকরণ :

অসুখের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা না নিয়ে শুধুমাত্র ঔষধের মাধ্যমেই রোগ নিরাময় হয় না ; তদ্রুপ অপরাধে মশগুল ব্যক্তি তথুমাত্র লৌকিকতার মাধ্যমে পরিত্রান পেতে পারে না। এরজন্য বিগত অপরাধের অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতে অপরাধের সাথে জড়িত না হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত চরণটি প্রণিধানযোগ্য :[২৩]

فرض على الناس ان يتوبو + لكن ترك الذنوب اوجب

والدهر فى صرفه عجيب + وغفلة الناس فيه أعجب

والصبر فى النائبات صعب + لكن فوت الثواب اصعب

وكل ما يرتجى قريب + والموت من كل ذاك اقرب

মানুষের তওবা করা উচিৎ তবে গুনাহ পরিহার আরও বেশী প্রয়োজন। যুগের পরিবর্তনে আশ্চার্যান্বিত হতে হয়, এর চেয়ে আরও বেশী আশ্চর্যের কথা হচ্ছে মানুষের গাফলতি ও অলসতা। বিপদে ধৈর্য ধারণ কঠিন ব্যাপার তবে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া আরও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। যে সমস্ত বস্তুর প্রত্যাশা করা হয় তা নিকটে, তবে মৃত্যু আরও বেশী সন্নিকটে।

---

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯ : ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯ : ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

২৩. সমবেদনা :

প্রকৃত বন্ধু সে যে সুখে-দুঃখে শেয়ার হয়। স্বীয় বাড়ী থেকে দূরে অবস্থান করেও যে, সহযোগীতার হাত বাড়ায় সেই প্রকৃত পড়শী, আর একই সীমানায় অবস্থান করেও যে কোন খোঁজ-খবর নেয় না সে তো প্রতিবেশী নয়, সে যেন রোগের উপকারণাদিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। নৈতিকতার এ আহবানটি নিম্নের চরণটিতে ফুটে উঠেছে :[২৪]

وحسبك داءٌ انه تبيت ببطنه + وحولك اكبادٌ تحن إلى القد

তোমার রোগের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি পেটপুরে রাত কাটাও আর পড়শী এমনলোকও রয়েছে যাদের মাংশ তো দূরের কথা চামড়াও মিলছে না।

২৪. বিশ্বস্ততার অভাব :

মানুষের মাঝে প্রেম-ভালবাসা অক্ষুন্ন থাকে যখন পরস্পর বিশ্বস্ততার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে। কুটিলতা কিংবা হটকারীতা যদি মানব মনে লুকিয়ে থাকে তাহলে পরিবার, সমাজ কিংবা দেশ শান্তি-শৃংখলার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। কলহ-বিবাদ সমাজে ছেয়ে যায় সর্বোপরি অশান্ত সমাজে বসবাস অযোগ্য হয়ে পড়ে। সে সময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা ছাড়া আর কোন গত্যান্তর থাকে না। এ পথটি এড়িয়ে সোজা পথে পরিচালনার জন্য ইমাম 'আলী (রা.) বলেন :[২৫]

مات الوفاء فلا رفد ولا طبع + فى الناس لم يبق إلا الياسُ والجزع
فاصبر على ثقةٍ بالله وارض به + فالله اكرمُ من يرجى ويُتَّبعُ

বিশ্বস্ততা ও সহমর্মিতার অবসান হয়েছে ; মানুষের মাঝে না আছে সাহায্য করার মনমানসিকতা আর না বদান্যতা, আছে শুধু নৈরাশ্য ও উৎকণ্ঠা। তাই আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা রেখে ধৈর্য্য ধর এবং তার হুকুম আহকামে সন্তুষ্ট থাক। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা অনেক দয়ালু, যার উপর আশা ও নির্ভর করা যায়।

২৫. লোভ-লালসা পরিত্যাজ্য :

জীবনকে উন্নত করে তোলার জন্য পার্থিব জগতের লোভনীয় বিষয়কে পরিত্যাগ করতে হবে। লোভাতুর মন নিয়ে উন্নতির দ্বার প্রান্তে পৌঁছা দুরূহ। কন্টকাকীর্ণ পথ বেছে নিলে সুখ অবধারিত। সম্পদ সঞ্চয় একটি ব্যাধি, মহামারি। কারণ সঞ্চয়িতার জানা নেই সঞ্চিত সম্পদ ভোগ কে করবে ? কারণ খোদা প্রদত্ত রিযিকতো বণ্টিত। নৈতিকতার এ দিকটি সম্পর্কে 'আলী (রা.) বলেন :[২৬]

---

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২; ড. 'উমর ফারুকে.র দীওয়ানে উক্ত বয়াতের ১ম লাইনে ولا طبع এর স্থানে ولا طمع রয়েছে। পৃ. ১০৭-১০৮

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯

Dhaka University Institutional Repository

دع الحرص على الدنيا + وفى العيش فلا تطمع

ولا تجمع من المال + فلا تدرى لمن تجمع

ولا تدرى افى ارضك + ام فى غيرها تُصرع

فان الرزق مقسوم + وكد المرء لا ينفع

পার্থিব লিপ্সা বর্জন কর সুখ-সমৃদ্ধ জীবন যাপনের মনোভাব সংবরণ কর। ধন-সম্পদ সঞ্চয় করো না কেননা তোমার জানা নাই কার জন্য সঞ্চিত হয়। তোমার তো জানা নাই যে, তোমাকে স্বীয় কিংবা অন্যের ভূমিতে ধরাশায়ী করা হবে। কেননা রিযক তো বন্টিত ; মানুষের কষ্ট-ক্লেশ অনর্থক।

২৬. জাগরণের চেয়ে নিদ্রা উত্তম :

আল্লাহর ওয়ালীগণ বিনিদ্র রজনীর মাধ্যমে মা'রিফাতে ইলাহী অর্জন করে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের অধীর আগ্রহে ব্যস্ত থাকে। তাদের নিকট নিদ্রার চেয়ে জাগ্রত অনেক উত্তম, কিন্তু জগতে এমন অনেক লোকের পদচারণা রয়েছে যাদের কারণে পৃথিবী অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, তাদের নিদ্রা অধিক উত্তম জাগ্রতের চেয়ে। এ সম্পর্কে আলী (রা.) এর নিম্ন চরণটি উল্লেখযোগ্য :[২৭]

نوم امرء خير له من يقظه + لم يرض فيها الكاتبين الحفظة

وفى صروف الدهر للمرء عظه

তারজন্য জাগরণের চেয়ে নিদ্রা অধিক উত্তম যে, কিরামান কাতিবীন (ফেরেস্তাদ্বয়) কে সন্তুষ্ট রাখে না। যুগ পরিবর্তনে মানুষের জন্য নসীহত রয়েছে।

২৭. অপরাধে অপমান :

অন্যায়-অপরাধের সাথে সহ অবস্থান করে অপমান। অন্যায়ের স্তর ভিন্ন হলে অপমানের স্তরও ভিন্ন হয়। অপরাধের পরিণামের সর্ব প্রথম নিদর্শন হচ্ছে খোদা প্রদত্ত স্বচ্ছ বিবেকের বাধা প্রদান। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য স্বাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ স্বাদ স্থায়ী হয় না, বিস্বাদে পরিণত হয়। শুধু বাকী থাকে অপরাধের অপমান, যা কোন গণনার কাতারে আসে না। এ প্রসংগে আলী (রা.) এর নিম্নোক্ত কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :[২৮]

تنفى اللذاذة ممن نال شهوتها + من الحرام ويبقى الاثم والعار

تبقى عواقب سوء فى مغبتها + لا خير فى لذة من بعدها نار

---

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯ ; ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১, ড. উমর ফারুকে.র উক্ত বিষয়ের ১ম লাইনের ১ম ছত্রে কিছুটা পরিবর্তন ব্যতীরেকে অবশিষ্টগুলো অনুরূপ। পরিবর্তিত ছত্রটি নিম্নরূপ : تنفى اللذاذةُ ممن نال صفوتها . পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

নিষিদ্ধ পন্থায় যে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছে মুহূর্তেই তার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হবে, অপরাধ ও অপমান অবশিষ্ট থাকে। অতঃ পরিণাম চিরস্থায়ী থাকবেই আর সে স্বাদে নেই কোন মূল্য যা হবে জাহান্নামের আগুন।

২৮. সম্পদের আধিক্য ও অনাধিক্য :

ধন-সম্পদের অভাবে মানুষের মূল্যায়ন অনেক সময় হ্রাস পায়, পক্ষান্তরে ধন-সম্পদের আধিক্যে মান সম্মান বৃদ্ধি পায়। ধনাঢ্য ব্যক্তি অন্যায়ের চূড়ায় অবস্থান করলেও সম্পদের মাধ্যমে তা আড়াল হয়ে যায় আর দরিদ্র ব্যক্তি স্বচ্ছল জীবন-যাপনের ইচ্ছা করলেও দোষ অন্বেষায় কবলে পড়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এ দ্বৈত নীতি পরিহার করে সত্য ও সঠিকনীতি অনুসরণের তাগিদ দেয়া হচ্ছে:[২৯]

كثير المال ليس له عوار + ولا فى كل ما يأتيه عار

لأن المال يستر كل عيب + وفى الفقر المذلة والصغار

كذاك الفقر بالاحرار يُزرى + كما ازرت لشاربها العقارُ

সম্পদশালী লোকদের কোন দোষ নেই আর অন্যায় কাজের জন্য যেন কোন লজ্জা নেই। কারণ ধন-সম্পদের দ্বারা সব দোষগুলো ঢেকে দেয়, আর দারিদ্রের হীনতায় ত্রুটি প্রকাশ হবেই। দারিদ্রতা ভদ্রলোকদেরকে দোষের বীণা পরায় যেরূপ সুরাপায়ী সুরার মাধ্যমে কলংকিত হয়।

২৯. উপবাস উন্নতির চাবিকাঠি :

উপবাস মানুষকে উন্নতির চরম পরাকাষ্ঠায় পৌছে দেয়। উপবাস হচ্ছে আল্লাহ ওয়ালাদের উন্নতির পথের একটি উপকরণ। অভাবের দরুন নিজে অথবা পরিবারের সদস্যদের উপবাস যাপন করা এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও হারাম খাদ্য থেকে বিরত থাকা নৈতিকতার একটি বিশেষ গুন। এ প্রসংগে 'আলী (রা.) এর পংক্তি নিম্নরূপ :[৩০]

تجوع فان الجوع من عمل التقى + وان طويل الجوع يوما سيشبع

وجانب صغارَ الذنب لا تركبنها + فان صغار الذنب يوما سيجمع

উপবাসব্রতী হও, কেননা উপবাস হচ্ছে তাকওয়ার একটি বিশেষ গুন। দীর্ঘ ক্ষুধা একদিন অবশ্যই নিবারণ হবে পরিতৃপ্ত হবে। ছোট গুনাহ্গুলো থেকে দূরে থাক, একদিন ছোট গুনাহ্ সমূহ একত্রিত করা হবে।

---

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

৩০ মুবতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ 'আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৩০. সম্মান অর্জনের পথ :

সম্মান অর্জনের পেছনে কাঠখড় পুড়াতে হয়, কষ্ট পরিশ্রম দেয়া লাগে, সর্বোপরি মানুষের প্রতি দয়া সমবেদনা ও সংহতি প্রকাশ করতে হয়। পাশাপাশি ন্যায় ও সুবিচারের আসনে অধিষ্ঠিত হতে হয়। নৈতিকতার এ উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটি নিম্নরূপ :[৩১]

ان كنت تطلب رتبة الاشراف + فعليك بالاحسان والانصاف

واذا اعتدى احدٌ عليك فخله + والدهر فيه له مكاف كاف

যদি তুমি সম্মানের পদটি পেতে চাও তাহলে সমবেদনা ও ইনসাফ কায়েম কর। তোমার সাথে কেউ যদি অন্যায় আচরণ করে তাহলে তাকে ছেড়ে দাও কারণ তার শায়েস্তার জন্য যুগই যথেষ্ট।

৩১. তওবা :

মানুষ অন্যায় করেও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারে। তবে এর পথ হচ্ছে তওবা। প্রত্যেকটি মানুষের তওবা করা উচিত। তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দী লাভ করা যায়। অপরাধের চিত্রটি সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন যা সবার জন্য অনুকরণীয় :[৩২]

ذنوبى ان فكرت فيها كثيرة + ورحمة ربى من ذنوبى اوسع

فما طمعى فى صالح قد عملته + ولكننى فى رحمة الله اطمع

فان يك غفران فذاك برحمة + وان تكن الاخرى فما كنت أصنع

عليكى ومعبودى وربى حافظى + وانى له عبدٌ اقر واخضع

যদি আমি চিন্তাভাবনা করি তবে দেখি আমার অধিক অপরাধ, আমার প্রভুর রহমত তার চেয়ে বিপুল। আমার সৎকর্মের প্রতি ভরসা নেই, তবে আল্লাহর রহমতের আশা-ভরসা আরও প্রবল। যদি আমি ক্ষমা পাই তাহলে এটা তাঁর অনুগ্রহ। অন্যরূপ ঘটলে কি বা আছে করার আমার। মা'বুদ প্রভু ও রক্ষাকারী মালিক। আমি তার বান্দা কায়োমানুবাক্যে তা স্বীকার করি।

৩২. যুহদ প্রকাশ :

হীনতা-দীনতা প্রকাশ একটি মহৎ গুণ। উচ্চস্তরে পৌঁছার লক্ষ্যে নিজেকে বিলীন করা শ্রেয়। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করাটাই আল্লাহ্ ওয়ালাদের কাজ। অল্পে তুষ্টি,ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত চরণদ্বয় উল্লেখযোগ্য :[৩৩]

---

৩১ মুখতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ 'আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৩২ মুখতার 'আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮, মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-৯৯

৩৩ মুখতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ 'আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

الدهر ادبنى والياس اغنانى + والقوتُ اَقْنَعَنِىْ والصبر ربانى

واحكمتنى من الايام تجربةٌ + حتى نهيتُ الذى قد كان ينهانى

যুগ আমাকে ভদ্রতা শিখিয়েছে হতোদ্যম আমাকে স্বনির্ভর করেছে, স্বল্পখাদ্য আমাকে পরিতুষ্ট করেছে, আর ধৈর্য্য অবলম্বন আমাকে খোদাভক্ত করেছে। কালের অর্জনকৃত অভিজ্ঞতা আমাকে দৃঢ় করেছে, এমনকি যে আমাকে অবজ্ঞা করে তার থেকে আমি বিরতি থাকি।

৩৩. নৈতিক গুণাবলীর গণনা :

সমাজ ও দেশের উন্নতি নির্ভর করে নৈতিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে। নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজ কিংবা দেশে কখনও উন্নয়ন ও শৃংখলা আসতে পারে না। নৈতিকতা কাকে বলে বা এর নিদর্শন কি হতে পারে এ ব্যাপারে খলীফাতুল মুসলিমীন 'আলী (রা.) একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যা নিম্নে দেয়া হল:[৩৪]

إن المكارم اخلاق مطهرة + فالدين اولها والعقل ثانيها

والعلم ثالثها والحلم رابعها + والجود خامسها والفضل سادسها

والبر سابعها والصبر ثامنها + والشكر تاسعها واللين باقيها

والنفس تعلم انى لا اصادقها + ولست ارشد إلا حين أعصيها

নৈতিকতা তো উত্তম চরিত্র: প্রথমত- দীন, দ্বিতীয়ত- বিবেক বুদ্ধি, তৃতীয়ত- জ্ঞান, চতুর্থত- সহিষ্ণুতা, পঞ্চমত- বদান্যতা, ষষ্ঠত- করুণা, সপ্তম- সদ্ব্যবহার, অষ্টম- ধৈর্য্য, নবম- কৃতজ্ঞ হওয়া, আর অবশিষ্ট হচ্ছে কোমলতা হওয়া। হৃদয় জ্ঞানে আমি হৃদয়ের সাথে হৃদ্যতার ব্যবহার করি নাই, আর আমি অন্যায় কাজ করে ফেললে ধার্মিক হয়ে যাই।

---

৩৪ মুখতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ 'আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

'আলী (রা.) এর কাব্য সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

আলী (রা.) এর কাব্য সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

কাব্যের লীলাভূমি হিসেবে প্রসিদ্ধ আরব দেশ। ছোট-বড় সকলেই কমবেশী কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। এ বিষয়ে তাদের স্বকীয়তা ও প্রতিভার ছাপ বিভিন্ন তারীখ, সীরাত, হাদীস ও লুঘাতের কিতাবে বিদ্যমান। রাসূল (স.) এর সাহাবীদের মধ্যেও এ ধারার ব্যতিক্রম ঘটে নি। তবে খিলাফতে রাশিদা তথা আবূ বকর (রা.), উমর (রা.) ও উছমান (রা.) থেকে তাদের যতটুকু কবিতা আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে পেয়েছি তা সংখ্যার গণনায় খুবই অপ্রতুল্য। তাঁদের খন্ড কবিতা বা কবিতার কিছু অংশ বা কয়েকটি শ্লোকের কারণে তাদেরকে "কবি" উপাধিতে ভূষিত করা যায় না।[১] চতুর্থ খলীফা আলী (রা.) এর দিকে কবিতার সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে সাহাবী কবি হাস্সান ইবন ছাবিত (রা.), আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) এবং কা'ব ইবন যুহায়র (রা.) সহ তদানিন্তনকালের অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবিদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।[২] কারণ বর্তমান আরবী সাহিত্যে আলী (রা.) এর বিভিন্ন কবিতার উল্লেখ রয়েছে। তবে তার দিকে কাব্য সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে কয়েকটি অভিমতের উল্লেখ রয়েছে যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১. <u>একই কবিতার একাধিক রচয়িতা</u> :

এমন অনেক শ্লোক, খন্ড কবিতার সম্পৃক্ততা আলী (রা.) এর দিকে করা হয় যা অন্য বর্ণনামতে অন্যান্য কবি, মনীষীদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। "ফাওয়ায়িদুল আসফার" (فوائد الاسفار) গ্রন্থের لام (লাম) বর্ণের অক্ষর দিয়ে শেষ করা কবিতার বিষয়ে এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। যথা :[৩]

صن النفس واحملها على ما يزينها + تعش سالما والقول فيك جميل

"হৃদয় বিশুদ্ধ কর, সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ কর; আর তোমার বক্তব্যে সৌন্দর্যবৃদ্ধির উপকরণ গ্রহণ কর তাহলে নিরাপদে বসবাস করতে পারবে।"

রবী'ই ইবন সুলায়মান উক্ত فوائد الاسفار এর কবিতার সম্পৃক্ততা ইমাম শাফি'য়ী (র.) এর দিকে করেন।

এমনিভাবে নিম্নোক্ত চরণদ্বয় সম্পর্কে আলী (রা.) কর্তৃক রচিত কবিতা এবং জনৈক কবির কবিতা বলে মতামত রয়েছে। যেমন :[৪]

---

১ ড. জাবির কু.মায়হা, আদাবু আল খোলাফা আল্ রাশিদীন (কায়রো : দার আল কুতুব আল মিসরী, তা.বি.), পৃ. ৩৯৩

২ প্রাগুক্ত

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

Dhaka University Institutional Repository

عجبا للزمان فى حالتيه + وبلاء وقعت منه اليه

رب يوم بكيت فيه فلما + صرت فى غيره بكيت عليه

"কালের উভয় অবস্থার জন্য বিস্মিত হতে হয়, বালা-মুছীবতের সম্পৃক্ততা তার দিকেই করা হয়। কোন সময় এর জন্য রোদন করা হয় আর যখন আমি অন্যকে দুর্যোগে পতিত অবস্থায় দেখি তখন আমি ক্রন্দন করি।"

দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (র.) স্বীয় (كتاب الاربعين) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয়গুলো 'আলী (রা.) দিকে আরোপিত করা হয় অথচ তাঁর নয়।[৫] যেমন :[৬]

قال المنجم والطبيب كلاهما + لا يحشر الاموات قلت اليكما

ان صح قولكما فلست بخاسر + وان صح قولى فالخسار عليكما

"জ্যোতিষী ও ডাক্তার উভয় যদি বলে মরদেহকে একত্রিত করা হবে না। আমি তাদের বলব: যদি তোমাদের বক্তব্য সঠিক হয় তাহলে আমার দুঃখ নেই। আর যদি আমার বক্তব্য সঠিক হয় তাহলে তোমাদের প্রতি আক্ষেপ ছাড়া কিছু থাকবে না।"

ইমাম গাজ্জালী বলেন : উক্ত পংক্তিদ্বয়ের বক্তব্য বিবেক সম্মত নয়। 'আব্বাসী যুগের নৈরাস্যবাদের প্রসিদ্ধ কবি আবুল 'আলা আল মা'আররী রচিত ديوان لزوم ما لم يلزم এর অন্যান্য বয়তের সাথে উক্ত বয়তটিও রয়েছে।[৭]

২. <u>কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তন</u> :

এমন কিছু কবিতার সম্বন্ধ 'আলী (রা.) এর দিকে করা হয় যা শব্দগত দিক থেকে দুর্বোধ্য শাব্দিক পরিবর্তন এবং অন্তমিলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে "আব্দুল 'আযীয সায়্যিদুল আহ্লল" স্বীয় "দীওয়ান-ই 'আলী" গ্রন্থে ইবন হাজার 'আসকালানী কর্তৃক লিখিত "আল ইসাবা" এর

---

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

৫ যাকী যাদাহ 'আলী ফাহমী, হুসন আস সাহাবা ফী শরহ আশ'আর আলসাহাবা (ইস্তাম্বুল : ১৩২৪), ১খ. পৃ. ১১৮

৬ মুখতার 'আলী, পৃ. ১০৬

৭ যাকী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

বয়াতে দু'টি পংক্তি উল্লেখ করেন যা সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহীদদের সম্পর্কে আলী (রা.) এর আবৃত্তিকৃত। যেমন :[৮]

جزى الله خيرا عصبة اسلمية + حسان الوجوه صُرّعوا حول هاشم

يزيد وعبد الله منهم ومنقذ + وعروة ابنا مالك في الاركام

"আল্লাহ তা'আলা আসলামী গোত্রকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন, যারা হাশিম বংশের সাথে সুদর্শনরূপী অবয়বে নিহত হয়েছে তাদের মাঝে ইয়াযীদ, আব্দুল্লাহ আর মালিকের দু'ছেলে মুনকিয ও 'উরওয়া ছিল যা চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম ছিলেন।"

অথচ মুরাওয়াজ্জ আল যাহাব গ্রন্থে সিফ্ফীনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে আলী (রা.) কর্তৃক শোকগাঁথা কবিতাগুলো শব্দগত ও কাব্যের গুণগত বর্ণনায় বৈষম্যের বহি:প্রকাশ ঘটে। যেমন :[৯]

جزى الله خيرا عصبة اسلمية + صباحَ الوجوه صرعوا حول هاشم

يزيد وعبد الله بشربن معبد + وسفيان وابنا هاشم ذى المكارم

" আল্লাহ তা'আলা আসলামী সম্প্রদায়কে উত্তম বিনিময় দান করুন। প্রভাতের সমীরণে হাশিমের নিকট ধরাশায়ী হয়েছে। ইয়াযীদ, আব্দুল্লাহ, বিশর ইবন মা'আদ, সুফিয়ান এবং হাশিমের চরিত্রবান দু'ছেলে।

উল্লেখিত কবিতায় ১ম লাইনের ২য় ছত্রে (حسان الوجوه) এর পরিবর্তে صباحَ الوجوه রয়েছে। তদ্রূপ ২য় লাইনের উভয় ছত্রে বিরাট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

৩. <u>সুফীবাদের ষ্টাইলে রচিত কবিতা</u> :

আলী (রা.) এর নামের সাথে এমন কিছু কবিতা আরোপ করা হয় যা সুফী ও দার্শনিক ষ্টাইলে রচিত কবিতা। সর্বস্তরের জন সাধারণের পক্ষে সে সমস্ত কবিতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। "উলূমুল কালাম", "উলূমুত তাসাউফ" নামে ইলমের সূচনার পর তা মানুষের নিকট বোধগম্য হতে শুরু করে। আলী (রা.) এর যুগে علوم الكلام বা علوم التصوف বলতে এ ধরণের শাস্ত্রের উদ্ভব হয়নি।

---

৮ প্রাগুক্ত

৯ আল মাস'উদী, মুরাওয়াজ্জ আল যাহাব (মিসর : তা. বি.) পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

এ জাতীয় কবিতায় উর্দু, ফার্সী ও গ্রীক দর্শনের চিন্তা-চেতনা এবং প্রভাব আরবী ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে। যেমন:[১০]

رأيتُ ربى بعين قلبى + فقلتُ لا شك انت انتا

انت الذى حُزْتَ كل اين + بحيث لا اين ثَمَ انتا

"আমার অন্ত:চক্ষু দ্বারা আমার প্রভুকে দেখেছি তাই আমি বলি: তুমি তুমিই, এতে সংশয়ের অবকাশ নেই। সর্বক্ষেত্রে তুমি উন্নতি দান করে থাক ; এমতাবস্থায় তুমি যত্রতত্র স্থানে অবস্থান কর না।"

৪. প্রশংসায় বাড়াবাড়ি :

স্তুতিমূলক কবিতায় এমন কিছু কবিতা আলী (রা.) এর দিকে প্রক্ষিপ্ত করা হয় যা আত্মমর্যাদাবোধ, পূর্বপুরুষদের বংশীয় মর্যাদা এমনকি ফিতরতের সাথে ও সামঞ্জস্যহীন হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত একুশ লাইনে রচিত "আল আয্দ"[১১] বংশ সম্পর্কীয় স্তুতিমূলক কবিতা এর প্রমাণ বহন করে। যেমন :[১২]

الازد سيفى على الاعداء كلهم + وسيف أحمد من دانت له العرب

قوم اذا فاجأوا بلوان ان غلبوا + لا يحجمون ولا يدرون ما الهرب

قوم لبوسهم فى كل معترك + بيض رقاق وداودية سلب

البيض تحت رؤس تحتها اليلب + وفى الانامل سمر الخط[১৩] والقضب

"সকল শত্রুর বিরুদ্ধে 'আযদ' গোত্র আমার ও আহমদ (স.) এর তরবারী বিশেষ। তাদের শৌর্যবীর্যের কথা আরবের সবাই জানে। তারা এমন জাতি কাউকে হঠাৎ আক্রমণ করলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। যদি পরাজিত হয় তাহলে পশ্চাদবরণ করেনা, কারণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কি বিষয় তারা জানে না। রণক্ষেত্রে তাদের পরিধেয় বস্ত্র হচ্ছে উজ্জ্বল তরবারী ; আর শত্রুদের থেকে বীরবেশে সমরাস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া দাউদী (দাউদ আ.) অলংকার সাদৃশ্য। (শত্রুদের বর্ণনায় বলা হয়) তারা এমন যোদ্ধা যাদের মাথায় শিরস্ত্রান, তার নীচে রয়েছে চামড়ার তৈরী পোষাক। আর তাদের হাতের অগ্রভাগে রয়েছে "আল খাত্তের" ধূসর বর্ণের তৈরী ফলক ও তরবারী।"

---

১০ ড. জাবির কু.মায়হা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫

১১ ইয়ামন এর একটি গোত্রের নাম 'আয্দ'।

১২ ড. জাবির কু.মায়হা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫।

১৩ "আলখাত্ত" ইয়ামনের একটি স্থানের নাম, তরবারী প্রস্তুতের স্থান হিসেবে খ্যাত।

Dhaka University Institutional Repository

৫. নিম্নমানের কবিতা :

এমন কিছু কবিতার সন্ধান মিলে যায় যিনি হযরত 'আলী (রা.) এর দিকে করা হয়েছে। সেগুলো কবিতার মানগত দিক থেকে বিচার করলে নিম্নমানের পরিমাপে উপস্থিত হয়। যেমন অর্থগত বৈপরীত্য, অন্তমিলের অভাব, ভাবধারার বিরোধী, সর্বোপরি ব্যাকরণবিদদের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ। একষট্টি লাইনে রচিত প্রসিদ্ধ কবিতা "কাসীদায়ে যয়নবিয়্যাহ" তে উল্লেখিত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে দু'টি চরণ উল্লেখ করা হল :[১৪]

فاقنع ففي بعض القناعة راحة + واليأس مما فات فهو المطلب

واذا طمعت كسيت ثوب مذلة + فلقد كسي ثوب المذلة اشعب

তুমি "কানা'আত" গ্রহণ কর ; অল্পতুষ্ট নীতিতে আনন্দ রয়েছে। আর নিরাশ তো সে কারণে হয় যখন কাংখিত বস্তু হারিয়ে যায়। কোন জিনিসের কামনা করলে অপমানিত হওয়ার পোষাক পরানো হবে। অপদস্থ পোষাকের মাঝে পরিতৃপ্ত হওয়া যায়।

৬. ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী :

এমন অনেক কবিতার সম্পৃক্ততা আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) এরদিকে করা হয় যা অলংকার শাস্ত্রের বিধি সমূহের বিপরীত, ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী এবং মানুষের স্বভাবগত চাহিদার পরিপন্থী। যেমন :[১৫]

واذا الصديق رأيته متملقا + فهو العدو وحقه يُتَجَنَّبُ

যখন বন্ধু তার সংশ্রবে তোমাকে দেখবে তখন (তোমাকে) শত্রু ভাববে। তখন তার থেকে পৃথক হওয়া উচিৎ হবে।

উক্ত শ্লোকটি সম্পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী বক্তব্য। কারণ, ইসলামী মূল্যবোধের আবেদন হচ্ছে শত্রুকেও আপন করার কলা-কৌশল গ্রহণ করতে হবে। অথচ উক্ত পংক্তিতে সম্পর্কচ্ছিন্ন করার ইংগিত বহন করে।

আল ইমাম আল মাযনী (র.) এর মন্তব্য হচ্ছে যে, 'আলী (রা.) থেকে মাত্র দু'টি পংক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত পংক্তিদ্বয় ব্যতীত তার প্রতি কাব্যের সম্পর্ক আরোপ করা সঠিক হবে না।[১৬] উক্ত

---

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬

১৫ প্রাগুক্ত

১৬ যাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, হুলুল আস.সাহাবা ফী শরহ আশ'আর আস.সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

মন্তব্যের সাথে বিশিষ্ট তাফসীরকার আল্লামা যমখশরী (র.) ঐকমত্য পোষণ করেন।[১৭] তাদের নিজস্ব অভিমতের পক্ষে নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয়ের উল্লেখ করেছেন :[১৮]

تلكم قريش تمنانى لتقتلنى + فلا وربك سابروا ولا ظفروا

فان هلكت فرهن ذمتى لهمو + بذات ودقين لا تعفو لها اثر

"তোমরা কুরায়শ বংশীয় লোক, আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছ। শপথ প্রভুর ! তোমরা এ কাজে সফলতা লাভ করতে পারবে না। যদি আমি মৃত্যুমুখে পতিত হই তাহলে আমার ভয় হয় এ কারণে যে, তোমাদের ভাগ্যে ক্ষমার ছোঁয়া নসীব হবে না।"

আল ইমাম আলমাযনী ও আল্লামা যমখশরী এর উত্থাপিত বক্তব্য ধুলে টিকে না। কারণ আলী (রা.) থেকে এমন অনেক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় যা তারীখ, লুঘাত সহ বিভিন্ন গ্রন্থ সমূহ ছড়িয়ে রয়েছে। পন্ডিতদের মতে নিম্নোক্ত কবিতাটিও প্রসিদ্ধ কবিতা হিসেবে বিবেচ্য। যেমন :[১৯]

انا الذى سمتنى امى حيدره + كليث غابات كريه المنظر

او فيهم بالصاع كيل السندره

"আমি সেই ব্যক্তি, যার মাতা তাকে "হায়দার" (সিংহ) নাম রেখেছে। আমি জংগলের বীভৎস দৃশ্যরূপী সিংহ। আমি শত্রুবাহিনীকে "সানদারা" পরিমাপে পরিমাপ করি। অর্থাৎ তাদেরকে নিঃস্ব করে দেই।"

ইমাম ছা'লাব বলেন : রযজ ছন্দে রচিত উক্ত কবিতাটি আলী (রা.) এর। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি।[২০] আবুল আব্বাস আল মুবাররদ তার "আল কামিল" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে- খারিজীদের দমনকালে আলী (রা.) যে সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করেছেন এগুলো তাঁর নিজস্ব এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।[২১]

---

১৭ প্রাগুক্ত

১৮ প্রাগুক্ত

১৯ প্রাগুক্ত

২০ প্রাগুক্ত

২১ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইবন 'আব্দ রব্বিহ তাঁর "ইক্দ আল ফরীদ" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে তদানিন্তনকালে 'আলী (রা.) এর বীরত্ব, সাহসিকতা, মেধা ও প্রজ্ঞা সর্বজনবিদিত ও সুখ্যাতি ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁর থেকে মাত্র দু'টি বয়াতের সন্ধান মিলে- এ বক্তব্যটি বলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়।[২২]

এসব কারণে 'আলী (রা.) এর দীওয়ানের ব্যাপারে মনীষীগণ সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টির প্রতি আহবান করেছেন। আরবী সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন।[২৩] ঐতিহাসিক ইবন কুতায়বা "দীওয়ান-ই 'আলী (রা.)" এর কাব্য সংকলন 'আলী (রা.) এর প্রতি আরোপিত বলে মত পোষণ করেন।[২৪]

নেতিবাচক মন্তব্য ও প্রচার সত্ত্বেও 'আলী (রা.) খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে কাব্য আবৃত্তিতে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী ছিলেন। যেমন ইমাম শা'বী বলেন-[২৫]

"كان ابو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان على اشعر الثلاثة"

"আবূ বকর (রা.), 'উমর (রা.) এবং 'আলী (রা.) কবিতা আবৃত্তি করতেন। উক্ত তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কবিতা আবৃত্তি করতেন 'আলী (রা.)।"

এ ছাড়া "রাজায" ছন্দে রচিত কবিতাগুলো 'আলী (রা.) এর আবৃত্তিকৃত। এ ব্যাপারে সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ নেই। যেমন মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপনের সময় রাসূল (স.), মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ (রা.) যৌথ উদ্যোগে নির্মাণের কাজ করেন। জনৈক সাহাবী নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন:[২৬]

لئن قعدنا والنبى يعمل + لذاك منا العمل المضلل

"আমরা যদি বসে থাকি আর নবী (স.) কাজ করেন তাহলে ব্যাপারটি আমাদের জন্য পথভ্রষ্টতার কারণ হবে।"

একথা শুনে সাহাবীগণ অতি উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তখন 'আলী (রা.) বললেন :

---

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

২৩ কার্ল ব্রোকেলম্যান, তারীখুল আদব আল 'আরবী, অনু: ড. মাহমুদ ফাহমী হিজাযী (মিসর : আল হা'য়াতু আল'আস.রিয়্যাহ আল 'আম্মাহ লিল কুত্তাব, ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ২৩৪

২৪ প্রাগুক্ত

২৫ আহমদ ইবন ইয়াহয়া ইবন জাবির আল-বালাযুরী, আনসাব আল আশরাফ (বৈরুত : মুআস্সাসা আল আলমী ১৩৯৪/১৯৭৪), খ.২, পৃ. ১৫২

২৬ যাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

لا يستوى من يعمر المساجد + يدأب فيه قائما وقاعدا

ومن يرى عن الغبار حائدًا

"সে সমান নয় যে মসজিদ আবাদ করে রুকু'-সিজদা আদায়ের মাধ্যমে রাত্রি কাটায়, আর যে যুদ্ধ এড়িয়ে চলে শত্রুতা বশত: পিছু হটে যায়।"

খয়বর প্রান্তরে য়াহুদী 'মারহাব' এর আমন্ত্রণে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় 'আলী (রা.) এর কবিতাগুলো প্রমাণ বহন করছে।[২৭] যেমন :[২৮]

اَعَلَىَّ يقتحم الفوارسُ هكذا + عنى وعنه اخروا اصحابى

فاليوم تمنعنى الفرار حفيظتى + ومصمم فى الرأس ليس بنابى

"(আমার জীবিতাবস্থায়) আমার সামনে আমার ও তাদের থেকে তুমি অশ্বারোহী বাহিনীকে কি এভাবেই অপদস্থ কর ? তারা আমার সাথী-সঙ্গীদেরকে পেছনে ফেলে রেখেছে। আমার সংরক্ষক সত্ত্বা আজ আমাকে পলায়ন করা থেকে বিরত রেখেছে এবং এমন তরবারী যার আঘাত মস্তকের ভেতর ঢুকে যায়, যে তরবারী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।"

এছাড়াও 'আলী (রা.) এর বিভিন্ন কবিতা আল-হাদীস, সিয়র, লুঘাতের কিতাবে ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর "দীওয়ান-ই 'আলী (রা.) নামে খ্যাত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে এটাও গ্রহণযোগ্যতার বিচারে কম নয়।

---

২৭ ড. জাবির কু.মায়হা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

২৮ যাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

'আলী (রা.) থেকে প্রাপ্ত কাব্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিশ্লেষণ নামক সন্দর্ভটিতে মূলতঃ যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা হল- আমিরুল মুমিনীন 'আলী (রা.) এর জীবনীসহ বীরত্ব ও কৃতিত্বের আলোচনা করা হয়েছে। যেমন-

- খন্দকের যুদ্ধে য়াহুদী মারহাব নিম্নোক্ত কবিতা গেয়ে তরবারী বের করে যুদ্ধের আহবান জানিয়েছিল।[১]

قد علمت خيبرانى مرحب + شاكى السلاح بطل مجرب

"খয়বর ময়দান জানে যে, আমি মারহ.াব। যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠলে আমি অস্ত্রধারী, অভিজ্ঞ বীর হয়ে যাই।"

তখন 'আলী (রা.) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে বীরবিক্রমে ঝাপিয়ে পড়েন।[২]

انا الذى سمتنى امى حيدرة + كليث غابات كريه المنظرة

"আমি সেই ব্যক্তি, যার মাতা তাকে حيدر (সিংহ) নাম রেখেছে। আমি জঙ্গলের বীভৎস দৃশ্যরূপী সিংহ।"

জ্ঞান ও পান্ডিত্যে 'আলী (রা.) তদানিন্তন মনীষীদের নিকট সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ প্রসংগে আধুনিক যুগের সু-সাহিত্যিক 'আব্বাস মাহ.মূদ আল্-আক্.ক.াদের নিম্নোক্ত ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয়।[৩]

..... تبقى له الهداية الأولى فى التوحيد الإسلامى والقضاء الإسلامى والفقه الإسلامى وعلم النحو العربى وفن الكتابة العربية مما يجوز لنا ان نسميه موسوعة المعارف الإسلامية كلها فى الصدر الأول من الإسلام.

"ইসলামী একত্ববাদের জ্ঞানে, বিচার-আচারে, ফিক্হ্ বিষয়ে, আরবী বৈয়াকরণে এবং আরবীর বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তির কারণে আমরা ইসলামের প্রথম যুগে তাকে ইসলামী বিশ্বকোষ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।"

এক ব্যক্তি ইবন 'আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আবূ বকর (রা.) কেমন ছিলেন ? ..... 'আলী (রা.) কেমন ছিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন-[৪]

---

১ মুহাম্মদ রিদ.া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

২ ইউসুফ কান্ধলভী, হায়াতুস্ স.াহ.াবা, (লাহোর : ইদারায়ে নাশরিয়াত-ই-ইসলামী, তা.বি.), ১ খ. পৃ. ৫৪৪-৫৪৫ : সহীহ মুসলিম, ২ খ. পৃ. ১১।

৩ ড. জাবির কুমায়হাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

৪ ইবন 'আবদিল বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

كان قد مُلئ جوفُه حكما وعلما وبأسا ونجدةً مع قرآبته من رسول صلى ا الله عليه وسلم.

"রাসূলের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে তার উদর জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্যে ভরপুর ছিল।"

- "শী'আদের দৃষ্টিতে 'আলী (রা.)" এ অধ্যায়ে শী'আদের পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রখ্যাত দার্শনিক ইবন খালদুন বলেন شيعة শব্দের আভিধানিক অর্থ সাথী ও অনুসারী (الاتباع والصحب)। কিন্তু পূর্ববর্তী ও প্রাচীন শাস্ত্রবিদ এবং ধর্মতত্ত্ববিদদের পরিভাষায় এ শব্দ দ্বারা 'আলী (রা:) এর সন্তান-সন্ততি ও অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়।[৫]

ইসলামের শত্রুরা সম্মিলিত সংগ্রামে ইসলামের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও বিজয় স্তব্ধ করতে না পেরে 'আব্দুল্লাহ্ ইবন সাবা সহ তার একদল সহযোগী ষড়যন্ত্রের মনোভাব নিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এ ষড়যন্ত্রই ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে সুদুর প্রসারী চক্রান্ত। এ চক্রান্তের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ধ্বংশ সাধনে তৎপর হওয়া। ইসলামে শী'আবাদের উদ্ভব এ চক্রান্তেরই অবৈধ ফসল।

এ শাখাতে শী'আদের মতবাদ ও খন্ডনের একটি বিবরণও অত্র গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় নীচে দেয় হলঃ

১. কিতমান ও তাকি.য়্যাহ্ মতবাদ
২. তাহ.রীফুল কু.রআনে বিশ্বাসী
৩. স.াহ.াবা ও মুসলিম শাসকদের প্রতি বিরূপমনোভাব
৪. শী'আদের পুনরাবির্ভাবের বিশ্বাস
৫. দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী

- " 'আলী (রা.) এর পূর্বে আরবী কবিতার বিষয়বস্তু" এ শাখাতে জাহিলী যুগের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। আরবী কবিতার উৎপত্তিসহ জাহিলী যুগের কবিতার শ্রেণী বিন্যাস স্থান পেয়েছে। এছাড়াও উক্ত গবেষণায় জাহিলী যুগের কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন- 'আব্দুল 'আযীয ইবন আবিল আস.বাগ দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার পর ১৮টি বিষয়ের অবতারণা করেছেন:[৬]

১. الغزل (প্রেমমূলক) ২. الوصف (বর্ণনামূলক) ৩. الفخر (গৌরব গাথা) ৪. المدح (স্তুতিবাদ) ৫. الهجاء (ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ) ৬. العتاب (তিরস্কার) ৭. الاعتذار (ক্ষমা প্রার্থনা) ৮. الادب (শিষ্টাচার) ৯. الخمريات (মদ সম্পর্কীয়) ১০. الاهديات (উপদেশমূলক) ১১. المراثى (শোকগাঁথা) ১২. البشارة (সু-সংবাদ) ১৩. التهانى (শুভেচ্ছা জ্ঞাপক) ১৪. الوعيد (ভীত প্রদর্শনমূলক) ১৫. التحذير (সতর্কীকরণ)

---

৫ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১৭তম খ. পৃ. ৭৪৫

৬ মুস্তফা স.াদিক আল রাফি'য়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

১৬. التحريض (উৎসাহ ব্যাঞ্জক) ১৭. المزح (রসিকতা) ১৮. باب مفرد السؤال والجواب (প্রশ্ন-উত্তরের বিচ্ছিন্ন অধ্যায়)।

এছাড়াও উক্ত শাখায় মুখাদরম কবিদের বিবরবস্তু স্থান পেয়েছে। যেমনঃ

১. আল্লাহর একত্ববাদ। ২. আল্লাহর প্রশংসা। ৩. আল্লাহর কালামের সুউচ্চ প্রশংসা। ৪. রাসূল (স.) এর প্রশংসা। ৫. রাসূল (স.) এর মু'জিযার বর্ণনা। ৬. ইসলামের দাওয়াতের ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধি আগমনের বর্ণনা। ৭. ইসলাম প্রীতি। ৮. রাসূলের বিরহে শোকগাঁথা। ৯. মুশরিকদের প্রতি নিন্দাবাদ। ১০. যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা। ১১. দুশমনদের বিরুদ্ধে গৌরব প্রকাশ। ১২. উপদেশ সম্পর্কীয় বর্ণনা। ১৩. জ্ঞানগর্ভ ও নীতিবাক্য। ১৪. অমুসলিমদের কাব্যের দাতভাঙ্গা জবাব। ১৫. রাসূল (স.) এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা নিয়ে কবিতা আবৃত্তি।

• আলী (রা.) থেকে প্রাপ্ত কবিতার বিষয়বস্তু নিরূপনে কয়েকটি বিষয় উক্ত গবেষণায় স্থান পেয়েছে। যেমন- তাকদীর, বীরত্ব, গৌরবগাঁথা, প্রশংসা সূচক কবিতা, তর্ৎসনা, শোকগাঁথা, ঐতিহাসিক বর্ণনা, প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি।

• আল-কুরআনের প্রভাব আলী (রা.) এর কবিতায় কিভাবে পড়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উক্ত শাখায় দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:[৭]

الله حي قديم قادر صمد + وليس يشركه في ملكه احد

আল্লাহ চিরঞ্জীব, অনাদি, স্বনির্ভর, শক্তিমান, তাঁর রাজত্বে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

উক্ত শ্লোকটি সূরাতুল ইখলাস এর শাব্দিক ও ভাবার্থের প্রভাব বিদ্যমান। সূরাটি নিম্নরূপ :[৮]

قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد. ولم يولد. ولم يكن له كفوًا احد.

অর্থঃ বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

আল্লাহ তা'আলার যৌগিক গুণবাচক নাম তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। -"فالق الاصباح" (প্রভাত রশ্মির উন্মেষক) এ যৌগিক শব্দটি আলী কাবরামাল্লাহু ওয়াজহাহু এর নিম্নোক্ত কবিতায় রয়েছে। যেমন :[৯]

اصول بالله العزيز الا مجد + وفالق الاصباح رب المسجد

মহাপরাক্রান্ত মহামহিম আল্লাহ তা'আলার নামে আক্রমন করি যিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক মসজিদে হারামের মালিক।

---

৭ মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০ ; ড. উমর ফারুক এর দীওয়ানে দ্বিতীয় ছত্রে وليس এর স্থলে فليس রয়েছে। পৃ. ৬০

৮ সূরাতুল ইখলাস : ১-৪

৯ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭ ; ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলার উল্লেখিত গুণবাচক নামটি নিম্নোক্ত আয়াতে পরিলক্ষিত হয়। যেমন:[১০]

فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا

তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন।

• আলী (রা.) এর কবিতায় আল-হাদীসের প্রভাব এ অধ্যায়ে তিনি আল-হাদীস থেকে শব্দ, বাক্য এমনকি যে সমস্ত বিষয়বস্তু কবিতায় ব্যবহার করেছেন তার বর্ণনা আমাদের গবেষণায় স্থান পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ হাদীস দ্বারা প্রভাবিত কবিতার উল্লেখ নিম্নরূপ:[১১]

واحفظ لسانك واحترز من لفظه + فالمرء يسلم باللسان ويعطب

তোমার রসণার সংরক্ষণ কর এবং শব্দের ছত্তাছড়ি থেকে পরিহার কর। কারণ, মানুষের রসণার মাধ্যমে নিরাপদ বা পতন হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট হাদীসটি নিম্নরূপ :[১২]

عن ابى موسى رض قال : قلت يا رسول الله اى المسلمين افضل ؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.

আবু মুসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত, আমি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম ? তিনি জবাব দিলেন যার রসনা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে সে-ই সর্বোত্তম মুসলমান।

• সমসাময়িক কবিদের কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার পর্যালোচনা অধ্যায়ে বিভিন্ন সাহাবীদের কাব্য এনে বিষয়টিকে যথাযথ মানসম্পন্ন করে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে দেয়া হল:

আবূ বকর (রা.) রাতের আঁধারে নবী (স.) এর সাথে হিজরত করেন। কাফিরগণ তাঁদের পদচিহ্নকে প্রমাণ হিসেবে পুঁজি করে গারে ছওর পর্যন্ত পৌছে। আবু বকর (রা.) তাদের পদযুগলের আভাস পেয়ে প্রকম্পিত হন। রাসূল (স.) তাঁকে অভয় দিয়ে তিলাওয়াত করলেন :[১৩] لا تحزن إن الله معنا। "কোন চিন্তা কর না আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন।

---

১০ সূরা আল আন'আম : ৯৬

১১ ড. 'উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

১২ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ৬ ; মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮

১৩ সূরা আত্ তাওবা : ৪০

Dhaka University Institutional Repository

সে দিনের ভয়াবহতা ও রাসূল (স.) এর উৎসাহ ব্যঞ্জক স্মৃতির কথা স্মরণ করে আবূ বকর (রা.) নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেন :[১৪]

قال النبى ولـم اجـزع يوقرنـى + ونحن فى سدف من ظلمـة الغار

ولا تخش شيئا فان الله ثالثنا + وقـد تـوكـل لى منه باظهـار

'নবী (স.) বললেন, আমি যেন ভীতিপ্রদ না হই, তিনি আমাকে সম্মান করেন এ সময় আমরা গুহার আঁধারে নিমজ্জিত ছিলাম। তিনি অভয়দিয়ে বললেন : আমাদের সাথে তৃতীয়সত্তা আল্লাহ রয়েছেন, ভয় করো না কাউকে। তাঁর পক্ষ থেকে আমার জন্য তাওয়াক্কুল ছিল একটি সুস্পষ্ট বিষয়।'

'উমর (রা.) থেকে বিভিন্ন কবিতার উল্লেখ রয়েছে। যেমন- 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, 'উমর (রা.) যখন মিম্বরে উঠে খুৎবা দিতেন, তখন প্রায়ই নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতেন :[১৫]

خفض عليك فإن الامـو + ربكف الالـه مقاديرهـا

فـليس بـآتيك منهيهـا + ولا قاصر عنك مـأمورها

'নিজের ব্যাপারে কোমলতা অবলম্বন কর, কারণ সকল বিষয়ের পরিমাপ নির্ধারণ আল্লাহর হাতে। সুতরাং নিষিদ্ধ বস্তু তোমার নিকট আসার নয় এবং নির্দেশিত কাজে তোমার থেকে হ্রাস পাবার নয়।'

'উছমান (রা.) কবিতার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাতেন না। তিনি প্রায়ই নিম্নোক্ত কবিতাটি আওড়াতেন:[১৬]

وما عـسرة فاصبر لها ان لقيتها + بكائنـة الاستيعها يـسـر

কষ্ট বলতে কিছু নেই, দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হলে ধৈর্য-ধারণ করবে। কেননা এ দুঃখ-কষ্টের পরই রয়েছে সুখ-শান্তি।

রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর ফাতিমা (রা.) নিম্নোক্ত শোকগাঁথা কবিতা আবৃত্তি করেন :[১৭]

اغبـر آفـاق السـماء وكورت + شمس النهـار واظلـم العمـران

---

১৪ ইবন কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮৩।

১৫ ইউসুফ কান্দলভী, হায়াতুস্ স.াহ.াবা, (লাহোর : ইদারায়ে নাশরিয়্যাত-ই ইসলামী, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ৩৬

১৬ ইউসুফ কান্দলভী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৪-১২৫

১৭ 'আব্দুল্লাহ আল্ হামেদ আল্ হামেদ, শি'রুদ্-দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, (রিয়াদ : দারুল ইসলা লিহ-মাতাবাতি ওয়ান নাছরি ওয়াল ইলান ১৪০৫/১৯৮৫), সংস্ক. ২, পৃ. ৩৮৯-৯০

Dhaka University Institutional Repository

فالارض من بعد النبى كئيبة + اسفا عليه كثيرة الرجفان

يا خاتم الرسول المبارك ضوؤة + صلى عليك منزل القرآن

'আকাশের প্রান্ত ধূলায় ধূসরিত, দিবসের সূর্য নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে। দিবারাত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং নবী (স.) এর ইনতিকালের পর তাঁর প্রতি আক্ষেপবশত: অত্যধিক ভীত ও কম্পমান। হে সর্বশেষ রাসূল ! যার নূর অত্যন্ত বরকতময়, আপনার উপর কুরআন নাজিলকারী (আল্লাহ তা'আলা) শান্তি বর্ষণ করুন।'

এছাড়াও অন্যান্য সাহাবীদের কবিতা উক্ত অভিসন্দর্ভে স্থান পেয়েছে।

- 'আলী (রা.) থেকে প্রাপ্ত কাব্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যায়ে মূলতঃ 'আলী (রা.) এর কবিতায় জ্ঞান- বিজ্ঞানের পদচারণা কি কি বিষয়ে হয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে দেয়া হল:[১৮]

علمى معى اينما قد كنت يتبعنى + قلبى وعاء له لاجوف صندوق

ان كنت فى البيت كان العلم فيه معى + او كنت فى السوق كان العلم فى السوق

আমি যেথায় থাকি না কেন জ্ঞান-বুদ্ধি আমার অনুসরণ করবেই। আমার অন্তর হচ্ছে জ্ঞানের পাত্র তার জন্য পৃথক কোন পাত্র নেই। যদি আমি ঘরে থাকি জ্ঞানও আমার সাথে তথায় থাকে। আর যদি আমার অবস্থান বাজারে হয় তাহলে জ্ঞানও সেথায় হাজির থাকে।

- 'আলী (রা.) থেকে প্রাপ্ত কাব্যে নৈতিক শিক্ষার অধ্যায়টিতে তাঁর কবিতায় কি কি নৈতিকতার বিশ্লেষণ রয়েছে সেগুলো অন্বেষণ করে পৃথক পৃথক হেড লাইনে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন- নশ্বর পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট অহরহ আসবে। আর সর্বাবস্থায় অটুট অবিচল থাকাই হচ্ছে মুমিনের লক্ষণ। এ সম্পর্কে আমীরুল মোমিনীন 'আলী (রা.) বলেন :[১৯]

هى حالان شدة ورخاء + وسجالان نعمة وبلا

والفتى الحاذق الاديبُ اذا+ ما خانه الدهر لم يخنه عزاء

ان المت ملمة بى فانى + فى الملمات صخرةٌ صماء

عالم بالبلاء وعلما بان + ليس يدوم النعيمُ واللاواءُ

দুনিয়ার দু'টি অবস্থা, সুখ ও দুঃখ, নি'আমত ও মুসীবতের দু'টি বালতি রয়েছে। যুগ গাদ্দারী করলেও বুদ্ধিমান যুবক ধৈর্য্যের মাধ্যমে জবাব দেয়। আমার প্রতি বিপদ আসলে কঠিন পাথর হয়ে

---

১৮ মুখতার 'আলী ইবন মুহাম্মদ 'আলী, আদ দীওয়ান বাক্তিনদাতুল বায়ান, (হিন্ডিয়া : কুতুবখানা ইমদাদিয়া, দেওবন্দ, ইউ, পি, তা. বি.), পৃ. ৭৭

১৯ মুফতী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭ ; ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

যাই। বিপদাপদ সম্পর্কে আমি বিশেষজ্ঞ, কারণ দুনিয়ায় নি'আমত স্থায়ী হয় না আর বিপদও দীর্ঘায়ু হয় না।

কানা'আত তথা অল্প তুষ্টির প্রশংসায় রাসূল (স.) বলেন :[২০]

طُوبى لمن يُهدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع به

সে ব্যক্তির জন্য মোবারকবাদ, যাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করা হয়, যার জীবিকা ধারণ পরিমাণে সীমিত হয় এবং তাতেই সে তুষ্ট থাকে। এ প্রসংগে আলী (রা.) বলেন :[২১]

افلح من كان له كريدة + يأكل منها ثم يثنى جيده

সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যার অল্প কটি খুরমা অবশিষ্ট ছিল এবং তা থেকে খেয়ে দিনাতিপাত করল।

সংযত দৃষ্টি তাকওয়া ও পবিত্রতা অর্জন এর সর্বোত্তম মাধ্যম। অন্যায় ও পাপকাজের প্রথম সোপান হচ্ছে দৃষ্টি। যিনি দৃষ্টি সংবরণ করবেন তিনি পাপ থেকে মুক্ত থাকবেন। এ প্রসংগে আমীরুল মোমিনীন আলী (রা.) বলেন :[২২]

اقول لعينى احبسى اللحظات + ولا تنظرى يا عين بالسرقات

فكم نظرة قادت إلى القلب شهوة + فاصبح منها القلبُ فى حسرات

আমি আমার চোখকে বলছি দৃষ্টি সংযত রাখবে ; হে চোখ, অসংযত পরিবেশের প্রতি তাকাবে না, এমন অনেক দৃষ্টি অন্তরে কামের আগুন জ্বালিয়ে দেয় যার ফলে অন্তর থেকে অহেতুক আফসোস ও হায়হুতাস নির্গত হয়।

• " আলী (রা.) এর কাব্য সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা।" এ অধ্যায়ে মূলতঃ " আলী (রা.) এর কাব্য" বলে খ্যাত কবিতাগুলো তাঁর প্রতি প্রক্ষিপন করা হয়েছে কি না বা তার প্রতি কবিতার সম্বন্ধ কতটুকু অনুমোদিত হয় এ ব্যাপারে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

আমাদের এ গবেষণায় হাত দেয়ার সূচনায় মনে হচ্ছিল যে, দীওয়ান-ই- আলী (রা.) ই মূলতঃ তাঁর কবিতা। কিন্তু গবেষণার বাণ আরও গভীরে প্রবেশ করালে তাঁর কাব্যতথ্য আরও ব্যাপক পরিস্ফুটিত হয়। গবেষকদের আগ্রহের উপরই তাঁর কবিতা থেকে অমূল্য সম্পদ আহরনের স্পৃহা জাগিয়ে তুলবে। সমাজে অপরাধ, দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা সংঘটিত না হওয়া বা সংঘটিত হতে না দেয়ার অথবা তাঁর ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে দেয়ার উপর সার্বিক গুরুত্বারোপ করা উচিত। সেই সাথে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের পূর্ণ অনুসরণ, তাকওয়া বা খোদাভীতির লালন এবং পরকালমুখী জীবন গঠনের জন্য উক্ত অভিসন্দর্ভটি সহায়ক হোক ; আল্লাহ তা'আলার নিকট কায়মনোবাক্যে এ প্রার্থনা করি। উক্ত নূন্যতম খিদমতকে আখিরাতে নাজাতের ওয়াসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।।

---

২০ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮৩

২১ মুফতী মো: ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১ ; ড. উমর ফারুক., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আরবী

- ☐ 'আক্কাদ, 'আব্বাস মাহমূদ আল, : আল 'আবকারিয়্যা আল্ ইসলামিয়্যা, বৈরুত, ১৭৭৪ খৃ., ২খ.
- ☐ আযীয, শাহ 'আব্দুল : মুখতাছার আত্ তু.হফ আল-ইছ্না আল 'আশারিয়্যা, রিয়াদ, ১৪০৪হি.
- ☐ 'আলী, মুখতার 'আলী ইবন মুহ.াম্মদ: আদ্ দীওয়ানু বা 'উমদাতিল বায়ান, দেওবন্দ, তা.বি.
- ☐ আছীর, ইবনুল : আল কামিল ফী আত-তারীখ, বৈরুত, ১৪০৭/১৯৮৭
- ☐ আশ'আছ, আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল: আস-সুনান, মিশর, তা.বি. ৪ খ.
- ☐ 'আসকালানী, ইবন হাজার : তাহযীব আত-তাহযীব, হায়দ্রাবাদ, তা.বি.
- ☐ ইস.ফাহানী, আল রাঘিব : মুহ.াদারাত আল 'উদাবা', লেবানন, তা.বি. ৪ খ.
- ☐ ইসমাঈল, শায়খুল ইসলাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন : আল জামি' আল-সহীহ. আল-বুখারী, ইণ্ডিয়া, তা.বি.
- ☐ উইংসং, ড.এ.ই : আল মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাজি.ল হাদীস আন-নবভী, ইস্তাম্বুল, ১৯৮৬, ১ খ.
- ☐ কাযভীনী, আল সায়্যেদ মুহাম্মদ কাজি.ম আল : আল ইমামু 'আলী মিনাল মাহদি ইলাল লাহ.দি, লেবানন, ১৪০২/১৯৮২
- ☐ কাছীর, ইবন : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, বৈরুত, ১৯৬৮খৃ.
- ☐ কায়রওয়ানী, আল ইমামু আবী 'আলী আল হাসান ইবন রশীক আল :আল 'উমদাহ ফী মাহাসিন আল শি'র ওয়া আদাবিহ, বৈরুত, ১৪০৮/১৯৯৮
- ☐ কুমায়হা, ড. জাবির : আদবুল খোলাফা আল রাশিদীন, কায়রো, তা.বি.
- ☐ কুরাশী, আবূ যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবিল খাত্তাব আল : জামহারাতু আশ'আরিল আরব, লেবানন, ১৪১২/১৯৯২
- ☐ কুশায়রী, আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল : আল জামি' আল সহীহ আল মুসলিম, ইণ্ডিয়া, তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

❑ খতীব, শায়খ ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ
ইবন আব্দিল্লাহ আল : মিশকাতুল মাস.াবীহ, দেওবন্দ, তা.বি.

❑ খুই, আল মীর্জা ইব্রাহীম আয-
যুনবুলী আল : আদ-দুররাহ্ আন-নাজাফিয়্যা ফী শরহ নহজ আল বালাঘা আল-হাদারিয়্যা, ইরান, তা.বি.

❑ জাওযী, আল্লামা সিবত ইবন আল : তাযকিরাতু আল খাওয়াস, তেহরান, তা.বি.

❑ তাব্বা, ড. 'উমর ফারুক, আত :দীওয়ানু আমীর আল মুমিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব, বৈরুত, ১৪১৬ হি.

❑ তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা : আল জামি' আল সহী.হ, আল-সুনান, দিল্লী, তা.বি.

❑ দায়ফ, ড. শওকী : তারীখু আল আদব আল 'আরবী, কায়রো, তা.বি. ১খ ও ২খ.

❑ নবভী, আবূ যাকারিয়া মুহীউদ্দীন
ইবন শরফ আল : তাহযীব আল-আসমা ওয়া আল-লুগাত, দামিস্ক, তা.বি.

❑ ফাখূরী, হান্না আল :আল মু'জাম ফী আল-আদব আল-আরবী, বৈরুত, ১৪১১/১৯৯১, ২সং

❑ বার, ইবনু 'আব্দ আল :আল-ইস্তী'আব ফী মা'রিফাতি আল আসহাব, বৈরুত, ১৯৯৫ খৃ.

❑ বাকী, মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল :আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাজ, আল-কুরআন, লেবানন, ১৪১৮/১৯৯৭, ৪সং

❑ ব্রোক্যালম্যান, কার্ল :তারীখুল আদব আল 'আরবী, মিশর, ১৯৯৩ খৃ.

❑ মানযূর, ইবন :লিসান আল 'আরব, কায়রো, তা.বি.

❑ মারযুবানী, আবূ উবায়দিল্লাহ মুহাম্মদ
ইবন আল : মু'জাম আশ-শু'আরা, কায়রো, ১৩৫৪ হি.

❑ মাস'উদী, আল :মুরূাওয়াজ আল-যাহাব, মিশর, তা.বি.

❑ যমখশরী, ইমাম জারুল্লাহ্ মাহ.মুদ
ইবন 'উমর :আলকাশশাফ 'আন হাক.া'ইকি গাওয়ামিদি. আত-তানযীল ওয়া 'উয়ূনিল 'আক.াউীল ফী উজুহিত্ তাভীল, ১৪১৪হি.

❑ যাদাহ, আলী ফাহমী যাবী :হুসন আস.-স.াহ.াবা ফী শরহ আশ'আর আস সাহাবা, ইস্তাম্বুল ১৩২৪হি.

❑ যায়্যাত, আহমদ হাসান আল :তারীখ আল-আদব আল 'আরবী, বৈরুত, ১৯৮৫ খৃ.

❑ রাব্বিহ, শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবন 'আবদ: আল-'ইক.দ আল ফারীদ, মিশর, ১৩৫৩/১৯৩৫, ৩খ.

Dhaka University Institutional Repository

- ☐ রিদ.া, মুহাম্মদ :আল-ইমামু 'আলী ইবন আবী তালিব, বৈরুত, ১৯৩৯ খৃ.
- ☐ রাফি' ঈ. মুস্তফা স.াদিক আল :তারীখ আল-আদব আল 'আরব, বৈরুত, ১৩৯৪/১৯৭৪, ৩খ.
- ☐ সুয়ূতী, 'আল্লামা জালাল উদ্দীন আস্ : তারীখ আল খোলাফা', বৈরুত, ১৯৯৭ খৃ.
- ☐ হ.াদীদ, ইবন আবিল :শরহ. নহজ আল-বালাঘা, ইরান, ১৯৬৫ খৃ.
- ☐ হামিদ, আব্দুল্লাহ, আল-হামিদ আল :শি'র আদ-দা'ওয়া আল ইসলামিয়্যা, রিয়াদ, ১৪০৫/১৯৮৫,১সং
- ☐ হিশাম, ইবন :আস-সীরাহ্ আন-নবভীয়্যা, রিয়াদ, ১৪২০/১৯৯৯
- ☐ হানাফী, খতীব আল খাওয়ারজ্মী আল :মানাকি.ব 'আলী ইবন আবী তালিব ইরান, তা.বি.
- ☐ মাদানী, সদর উদ্দীন আস-সায়্যেদ 'আলী খান আল :আল-দারাজ্ঞাত আল রফী'আ ফী তবাকাত আল শী'আ, তেহরান, ১৩৯৭ হি.
- ☐ বালাযু.রী, আহমদ ইবন য়াহয়া ইবন জাবির আল :আনসাব আল-আশরাফ, বৈরুত, ১৩৯৪/১৯৭৪, ২খ.
- ☐ সা'আদ ইবন :আল তাবাকাত আল-কুবরা, বৈরুত, ১৩৭৬/১৯৫৭, ২খ.

বাংলা

- ☐ আযহারী, ড. মুস্তাদা হাসান : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, রাজশাহী, ১৯৯৬ খৃ.
- ☐ আহমদ, মৌলানা নূরুদ্দীন : আস-সাব-'উল মু'আল্লাকাত, ঢাকা, ১৯৭২ খৃ.
- ☐ ইসলাম, মাওলানা মো: আমিনুল : তফসীরে নূরুল কুরআন, ঢাকা, ১৯৯২ খৃ.
- ☐ ইসলাম, জেহাদুল : নাহজ আল বালাঘাহ, ঢাকা, ২০০২ খৃ.
- ☐ উদ্দীন, আ.ত.ম. মুছলেহ : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১৪১৫/১৯৯৫
- ☐ খতীব, আল্লামা সায়্যেদ মুহিবুদ্দীন আল: শিয়া-সুন্নী ঐক্য প্রসংগ, ঢাকা, ১৪১০/১৯৯০
- ☐ গাজ্জালী, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম : এহ.ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ঢাকা, ১৯৯৮ খৃ.
- ☐ চৌধুরী, ড. এ.এম.এম. আব্দুল গফুর: আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, চট্টগ্রাম ১৯৯৩ খৃ.
- ☐ জাফরী, সায়্যেদ আলী : আল-মুরতাযা আলী ইবন আবী তালিব (আ.), ঢাকা, ১৯৯৭, খৃ.
- ☐ জলীল, আব্দুল : কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবীদের মনোভাব, ঢাকা ১৯৯৫ খৃ.
- ☐ নো'মানী, আল্লামা শিবলী : সীরাতুন্নবী (স.), ঢাকা, ১৪১৮/১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

- ☐ ভূঞা, মো: আবুল কাশেম : সাহাবীদের (রা.) কাব্যচর্চা, ঢাকা, ১৯৯৭ খৃ.
- ☐ মাসরূর, গরীবুল্লাহ : কাতেবীনে ওহী, ঢাকা, ১৯৮৬ খৃ.
- ☐ মা'বুদ, মুহাম্মদ আব্দুল : আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ঢাকা, ১৯৯৬ খৃ.
- ☐ রশীদ, মোহাম্মদ মামুনুর : মহানবী (স.) ও তাঁর আহলে বায়ত, ঢাকা, ১৯৯৭ খৃ.
- ☐ রহমান, ফজলুর : দীওয়ান-ই আলী (রা.), ঢাকা, ২০০২ খৃ.
- ☐ রহীম, মাওলানা আব্দুর : খিলাফতে রাশেদা, ঢাকা, ১৯৯৮ খৃ. ৪সং
- ☐ রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর : আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, ঢাকা, ১৯৯৯ খৃ.
- ☐ রহীম, মুহাম্মদ আব্দুর : পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঢাকা, ১৯৯৯ খৃ.
- ☐ শফী', মুফতী : মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), মদীনা, ১৪১৩ হি.
- ☐ সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা, ১৯৮৭ খৃ. ৩খ.
- ☐ সিদ্দীক, আবু বকর : আরবী সাহিত্য সমালোচনা, ঢাকা, ১৪১০/১৯৯৮
- ☐ হাকীম, খান বাহাদুর আব্দুল : বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা, ১৯৭২

উর্দূ

- ☐ কান্দলভী, ইউসূফ : হায়াতুস সাহাবা, লাহোর, তা.বি.
- ☐ ইব্রাহিম, মাওলানা মুফতী মো: : আল হাব্বুল জলী লিমা ফী দীওয়ানি সায়্যিদিনা আলী (রা.), চট্টগ্রাম, তা.বি.
- ☐ মহিউদ্দীন, মাওলানা : সাবউ মুআল্লাকাত, ঢাকা, তা.বি.

গবেষণা সাহিত্য/পত্রিকা

- ☐ ড. মো: আব্দুস সালাম, আবু তাম্মাম : কবি ও কাব্য", ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, রাজশাহী ১ম সংখ্যা ২০০২।
- ☐ মো: রহীম উল্যাহ , আব্বাসী যুগের আরবী কবিতার ভাব ও গঠন বৈশিষ্ট্য, পিএইচ.ডি এর অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, ২০০০ খ. পৃ. ১০৭।
- ☐ আলী মুহাম্মদ আলী দাখিল, পবিত্র কাবায় অতিথি : ফাতিমা বিনতে আসাদ, নিউজ লেটার, ৩-৪ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০০২, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানী দূতাবাস, পৃ. ৩১-৩২।
- ☐ দৈনিক সংগ্রাম, ধর্ম ও জীবন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, মে ১৩, ২০০২ খৃ. পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-'ক'

والأمر باتباعهم والنهى عن مخالفتهم وإيجاب محبتهم وأسماء أعدائهم والطعن فيهم واللعن عليهم ، فشق عليهم ذلك ونبض عرق الحسد منهم فتجاسروا على ذلك ومن جملة ما أسقطوه من سورة ألم نشرح « وجعلنا علياً صهرك » وهو يدل على تخصيص علىّ بكونه صهراً دون عثمان . ومنها « سورة الولاية » ويزعمون أنهـــا سورة طويلة قد ذكر فيها فضائل

سورة الولايت سبع آيات.
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما
يهديانكم إلى صراط مستقيم ○ نبي وولي بعضهما من بعض
وأنا العليم الخبير ○ إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنت النعيم
○ والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين ○
إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيمة أين
الظالمون المكذبون للمرسلين ○ ما خلقهم المرسلين إلا
بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب ○ وسبح بحمد ربك
وعلي من الشاهدين ○

<u>সূরাতুল ওলায়াতঃ আয়াত-৭</u>

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী ও ওলীর প্রতি ঈমান আনায়ন কর, যাদেরকে আমি সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য পথ প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি। তাদের মধ্যে হতে কেউ নবী আর ওলী; এ ব্যাপারে আমি পরিজ্ঞাত। যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করবে তাদের জন্য রয়েছে নি'আমতে ভরপুর জান্নাত। আর যখন আমার আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন যারা আমার আয়াত অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের নিকৃষ্ট অবস্থান। যখন কিয়ামতের দিবসে তাদেরকে ডাকা হবে কোথায় অত্যাচারী ব্যক্তিগণ, রাসূল(সাঃ)কে অস্বীকারকারীগণ, তারা তো রাসূল(সাঃ)কে অস্বীকার তথা সত্যকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অচিরেই তাদের ব্যাপারটি প্রকাশ করে দেবেন। সুতরাং তোমার প্রভুর স্তুতি বর্ণনা কর আর আলী(রা.) সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্গত।

ফটোকপি সংগ্রহেঃ
শাহ আব্দুল 'আযীয(র.),প্রাগুক্ত,পৃ.৩১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-'খ'

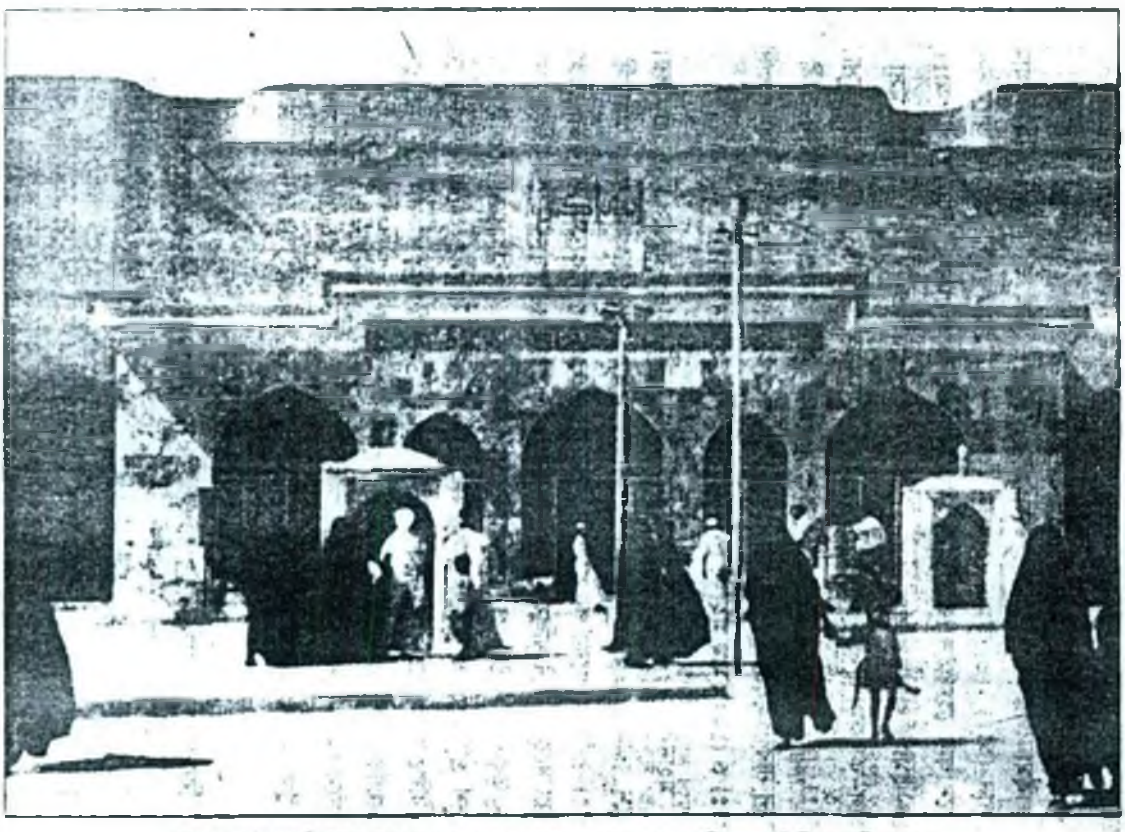

কুফার সেই মসজিদের মেহরাব যেখানে নামাজরত অবস্থায় আমীরুল মুমিনীন আলী (আঃ)
শত্রুর তরবারীর আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন।